অবলা-বন্ধব।

অবলাদিগের শিক্ষার উপযুক্ত উপদেশপূর্ণ

পুস্তক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত।

"সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।

সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া।"

কলিকাতা,

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল

লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

পূজ্যপাদ "বান্ধব" সম্পাদক,

বাগ্মীপ্রবর ও ধীমান

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু।

মহাত্মন্!

যে যুবক আপনার "স্নেহপাত্র" বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত হওয়া গৌরবের বিষয় মনে করে; যে যুবক আপনার যশঃ সৌরভে নিয়ত মুগ্ধ এবং সর্ব্বদা সাহঙ্কারে আপনার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট হয়; অদ্য সেই অল্পমতি, অলব্ধকৃতিত্ব যুবক, তাহার শ্রমার্জ্জিত, অতি আদরের ধন "অবলা-বান্ধব" আপনার স্নেহের ছায়ায় স্থাপন করিয়া বহুদিনের পরিপোষিত আকাঙ্ক্ষার কিঞ্চিন্মাত্র পরিতর্পণ করিল, ইতি।

কলিকাতা, প্রণত

১২৯৬, ২রা শ্রাবণ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

ভূমিকা

'অবলা-বান্ধব' প্রকাশিত হইল। যে সদুদ্দেশ্য প্রাণে পরিপোষণ করিয়া 'অবলা-বান্ধব' লিখিতে প্রবৃত্ত হই, জানিনা তাহার কতটুকু সংসাধিত করিতে পারিয়াছি। জানিনা 'অবলা-বান্ধব' পাঠে বঙ্গীয় কুলকন্যাগণ কতদূর উপকৃত ও সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন। আমরা বাঙ্গালী—ধর্ম্মভীরু, আমরা চিরদিনই আমাদের কুলললনার স্বভাবের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসিতেছি, চিরদিনই দেখিব, ইহা আমাদের বড়ই অভিলষণীয় এবং প্রার্থনীয়। যদি 'অবলা-বান্ধব' পাঠে মহিলাগণের চরিত্র-শোভার কিয়দংশও পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুটিত হয়; স্বামী-সেবা, সন্তানপালন, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি অবশ্য করণীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও মনের ঐকান্তিকতা জন্মে, আর যদ্যপি তাঁহারা, মনুষ্যত্বের অঙ্গভূষণস্বরূপ স্নেহ, মমতা, ভক্তিশ্রদ্ধা, সারল্য ও ন্যায়পরতা, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থপরতা ও সংসাহসিকতা প্রভৃতি সদ্গুণে সমলঙ্কৃত হইতে আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি সকল যত্ন ও আয়াস সফল মনে করিব।

বঙ্গভাষায় স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অপ্রতুল নাই। তবু কেন 'অবলাবান্ধব' প্রকাশিত হইল, গ্রন্থপাঠ করিয়া শিক্ষিত মহোদয়গণ তাহার বিচার করিবেন। 'অবলা-বান্ধব' তাড়াতাড়ি মুদ্রিত হইল। নহিলে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আরও পরিপাটী রূপে সম্পন্ন হইত। আমার শারীরিক ও মানসিক

অসুস্থতার আতিশয্য নিবন্ধন, আমি স্বয়ং উপযুক্ত সতর্কতা সহকারে প্রুফ দেখিতে পারি নাই এবং গ্রন্থের ভাষাও আশানুরূপ প্রাঞ্জল ও পরিমার্জ্জিত করিতে অসমর্থ হইয়াছি। ভবিষ্য সংস্করণে যাবদীয় দোষ সংশোধন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইব। যদি কোন সহৃদয় পাঠক বা পাঠিকা অবলা-বান্ধবের উন্নতিকল্পে কোন সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে সমধিক যত্ন করিব। গ্রন্থের প্রথমভাগে একটি শুদ্ধি-পত্র দেওয়া গেল; তন্মধ্যে কএকটি মাত্র গুরুতর ভুল প্রদর্শিত হইল।

আমার শ্রদ্ধেয় হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায 'অবলা-বান্ধবের' মুদ্রাঙ্কণের জন্য আর্থিক সাহয্য করিয়াছেন এবং আমার অন্যতর শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দত্ত বি, এ মহাশয় এই গ্রন্থের লিখিত দুই একটি বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম, ইতি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

বিজ্ঞাপন।

"অবলা-বান্ধব" বিক্রয় দ্বারা যে লাভ হইবে, তাহার এক ষোড়শাংশ উপায়হীনা অনাথিনী অবলার আনুকূল্যার্থ গ্রন্থকার প্রদান করিবেন, ইতি।

গ্রন্থকারের জনৈক গুণগ্রাহী সুহৃৎ।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২২	বা তিরস্কার	বা স্ত্রীকে তিরস্কার
৬	১৫	উচ্ছঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল
৬	১৫	প্রতি	প্রকৃতি
৭	২০	দরিদ্র বা	দরিদ্রতায় বা
১৯	৭	দোষণীয়	দূষণীয়
৪০	১২	দোষণীয়	দূষণীয়
২১	৯	ভক্তি, সৌজন্য ব্যবহার	ভক্তি ও স্নেহ
২৬	৩	উক্লষ্ট	উৎকৃষ্ট
২৯	১১	পত্রী	পাত্রী
৩২	১৭	সকল সাধ্বীগণের	সকল সাধ্বীর
৪০	১৩	এবং লজ্জাহীনতার	এবং পতিকে লজ্জাহীনতার
৪৪	৫	ব্যবহারের	ব্যবহাব
৪৮	৩	প্রদর্শন কর	প্রদর্শন না কর
৫৫	২২	বিশুদ্ধ থাকিতে	বিশুদ্ধ রাখিতে
৭১	১৭	শাশুড়ী আমাকে	শাশুড়ী আমার
১১৪	৩	আবশ্যকীয়	আবশ্যক
১১৪	৪	নিষ্প্রয়োজনীয়	নিষ্প্রয়োজন
১১৭	১১	আবশ্যকীয়	আবশ্যক
		স্ত্রীলোতর্কের	স্ত্রীলোকের
৮১	২১	হইবেন	হইবে না
১০০	১	যে, বরদাব	যে, তাহারা বরদায়
৯১	১৪	দুর্ণাম	দুর্নাম

পতির প্রতি কর্ত্তব্য।

সরলে! সংসারে পতিই পত্নীর একমাত্র সহায়, সুহৃৎ ও অবলম্বন। যিনি অবলার বল, এবং সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সর্ব্বদা ধর্ম্মপত্নীকে সযত্নে রক্ষা ও প্রতিপালন করিয়া থাকেন; যাঁহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, জীবনে জীবন এবং বিরহে মৃতপ্রায় হইতে হয়, রমণীর সেই পরম বান্ধব, চরম দেবতা পতির পদ-সেবাই প্রধান ধর্ম্ম। নারী-জীবনের যাহা কিছু গৌরব, সম্মান, সুখ ও সম্পদ, তাহা পতি-পদ-সেবায়ই লাভ হয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকদিগের ভিন্ন যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই; যিনি স্বামী সেবা করেন, তিনিই স্বর্গে সমাদৃত হন।" অতএব অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া সর্ব্বদা পতির পরিচর্য্যা করা রমণীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নবতী হওয়াই

নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সরলে! ইহা নিশ্চয় জানিও সংসারে স্বামী সেবা রূপ মহাযজ্ঞের অমৃতময় অনুষ্ঠানে প্রাণ মন ঢালিয়া না দিলে এবং সেই মহাযজ্ঞ পবিত্র ভাবে সম্পন্ন করিতে না পারিলে, নারীজীবনের মূল্য এক কপর্দ্দকও নয়। স্বামী দুষ্ট হউন, মূর্খ হউন, দরিদ্র হউন, বৃদ্ধ হউন, কাণা হউন, রোগগ্রস্ত হউন, কি অকর্ম্মণ্যই হউন তথাপি তিনিই রমণীর পরম পূজ্য ও একমাত্র আশ্রয় স্থল। পতি পত্নীর সকল অবস্থায়ই পতি। মনু বলিয়াছেন, "স্বামী দুশ্চরিত্র, লম্পট ও গুণহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা দেববৎ আরাধনীয়।" বস্তুতঃ স্বামী যেমনই কেন হউন না, তাঁহার পদ সেবা করিলে, একমাত্র তাঁহাতে পরিতুষ্টা থাকিলে ইহলোকে সুখ ও সম্মান, পরলোকে শান্তি লাভ হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, স্ত্রীলোকের পতিই পরম গতি, পতিই পরম ধর্ম্ম; পতিই তাহাদের সুখ সম্পদ ও সৌভাগ্য; পতিই তাহাদের বসন ভূষণ ও সৌন্দর্য্য। সূর্য্য হীন জগৎ আর পতিহীনা স্ত্রীলোক, উভয়েই তুল্য। যে নারী এমন পরম পূজ্য, পরম গুরু ও পরম সুহৃৎ স্বামীকে অবহেলা করিয়া একচিত্তে পূজা না করে এবং তাঁহাতে সন্তুষ্ট না থাকে, সে শৃগালী, সে পাপীয়সী। সংসারে তাহার সুখও নাই, স-

স্থানও নাই। সে সকলের ঘৃণনীয়া। জন্মজন্মান্তরে সে শৃগালী হইয়া সংসারে বিচরণ করে। সে প্রকৃতপক্ষেই নারীকুলকলঙ্কিনী।

পতি যাহাতে সুখী ও সন্তুষ্ট থাকেন এবং যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হয়, চরিত্রটি পবিত্র থাকে পতিপরায়ণা সতী সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। প্রাণ দিয়াও স্বামীর হিত সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। পতির অপ্রিয় আচরণ হইতে সর্ব্বক্ষণ ক্ষান্ত থাকিবেন। কদাচ মনে মনেও তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, 'পতি লোকাভিলাষিণী সাধ্বী স্ত্রী জীবিত বা মৃত পতির কিছু মাত্র অপ্রিয় আচরণ করিবেন না।' ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে কথিত আছে, "যে রমণী পতির অপ্রিয় কার্য্য করেন তাঁহার ব্রত, দান, তপঃ সকল বৃথা হয়।" স্ত্রী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইবেন। সর্ব্বদা সযত্নে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেন। পতির প্রিয় কার্য্য সাধনই পতির প্রকৃত উপাসনা। পত্নী কদাপি পতির বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। তিনি যাহা করিতে বলেন তাহা সৎ ও সাধু হইলে যত্নের সহিত করিবে, ইহাও পত্নীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্বামী কোন কারণ বশতঃ স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার বা তিরস্কার করিলে তাহার প্রতিশোধ লইতে

চেষ্টা করাও ভার্য্যার অকর্ত্তব্য। যদি তুমি স্ত্রীস্বভাব-সুলভ সারল্য, সহিষ্ণুতা, কোমলতা ও দয়াভক্তি এবং অমলতা প্রভৃতি গুণ দ্বারা পতিহৃদয়ের ক্রোধ ও উগ্রতা প্রভৃতি দোষ দূর করিতে সমর্থা না হইলে, তবে কি প্রকারে পতির সৌভাগ্যলাভ ও মঙ্গল বিধান করিতে পারিবে? পতি রাগান্ধ হইয়া কটু কাটব্য বলিলে অথবা মর্ম্মান্তিক রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার করিলে, নীরবে সহ্য করাই মঙ্গলের বিষয় এবং পত্নীর কর্ত্তব্য। পরন্তু উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'তার প্রতিফল প্রদান করিতে যাইলে বিষময় বিপরীত ফলই ফলিবে। পতির নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করাও যার-পর-নাই গর্হিত কর্ম্ম। মূর্খা স্ত্রীলোকেরাই তদ্রূপ কু কর্ম্মে সাহস করিয়া থাকে। আমি আশা করি বুদ্ধিমতী সরলা স্বামীর নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার মনোভঙ্গ করিবে না।

আজ কাল পতিভক্তি রূপ স্বর্গীয় জিনিসের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বড়ই মর্ম্মভেদী। এখনকার মেয়েরা মনে করেন স্বামী যেন তাঁহাদের একচেটিয়া ও খেলার পুতুল; তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারা যায়। ইহারা পতিকে বড় ভক্তির চক্ষেও দেখিতে চাহেন না। ইহা বড় দোষের কথা। স্ত্রী মাত্রেরই এই প্রকার দূষিত

ভাব পরিত্যাগ করা বিধেয়। পতিকে দেববৎ জ্ঞান করা; পতির বশীভূত থাকা,পতিকে সন্তুষ্ট রাখা, পতির পরিচর্য্যা করা ইত্যাদি যেন তাহাদের পক্ষে বড়ই গুরুতর বিপদজনক কাজ। অনেকে আবার এমন নীচাশয়া ও অসহিষ্ণু যে, পতির একটুকু দোষ বা ত্রুটি পাইলে দুই চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ ক- রিয়া মুখে যাহা আইসে তাহাই বলিয়া থাকে। ত- খন তাহাদের ভাল মন্দ কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না। কেহ কেহ আবার মান করিয়া 'সপ্ত দিবানিশি' কাঁ- দিয়া কাটান। স্ত্রীর এইরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া কখনও সঙ্গত নহে। পতির শত সহস্র দোষ থাকিলেও কটু কাটব্য বলিয়া তাঁহার মনে আ- গুণ ঢালিয়া দেওয়া বড় অধর্ম্মের কাজ। কেহ কেহ এমন চপলস্বভাব যে, স্বামীর দোষ পাইলেই অন্যের নিকট বলিতে একটুকু ভীত বা সঙ্কুচিত হয় না। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও পতির দোষ অন্যকে বলা উ- চিত নহে। বরং গোপন রাখিতে প্রাণ পণ চেষ্টা করা উচিত। পতির দোষ দেখিলে তাঁহার প্রতি পত্নীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বঙ্গললনাগণের মধ্যে অনেকেই তাহা জানেন না। অথবা জানি- লেও রোগ বুঝিয়া ঔষধ দিতে পারেন না। প- তির দোষ সংশোধন করিতে হইলে, নম্রভাবে

মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে তাঁহার দোষ পরিহার করিতে অনুরোধ করিবে। তাহাতেও তিনি দোষ পরিত্যাগ করিয়া ভাল না হইলে, পায় ধরিয়া শতবার অনুরোধ করিবে। অবশ্য তোমার কাতরতা এবং পতিভক্তিরসের মধুর শীতলতায় তিনি পবিত্র ও সাধু হইয়া যাইবেন। স্বামী কুপথগামী হইলে স্ত্রী সাধ্যানুসারে তাঁহাকে সুপথে আনিতে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। কখনও অবহেলা বা মান করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যতদিন তাঁহাকে সুশীল ও প্রকৃতিস্থ করিতে না পারিবেন, তত দিন বন্ধুর ন্যায় ভক্তিভাবে, বিনয় বাক্যে দোষগুলি দেখাইয়া দিবেন। স্ত্রী যেমন দুঃশীল স্বামীকে সুশীল করিতে পারেন, তেমন আর কেহই নহে। বস্তুতঃ পতিগতপ্রাণা, সাধ্বী, বুদ্ধিমতী স্ত্রীই পাপরোগাক্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি স্বামীর অব্যর্থ মঙ্গলপ্রদ মহৌষধ।

স্ত্রীলোকের পতিবর্ত্তমানে আপন ইচ্ছামত কোনও কর্ম্ম করিবার অধিকার নাই। প্রতিনিয়ত স্বামীর অনুমতি ক্রমে তাঁহার অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যে কার্য্য করিলে পতি অসন্তুষ্ট হন বা হইবার কারণ থাকে, রমণী কোনও ক্রমে সেইরূপ কার্য্যে রত হইবেন না। অধিক কি, তদ্রূপ কোন কর্ম্মে যোগদান বা সহানুভূতিও দে-

খাইবেন না। প্রিয় সখীর ন্যায় পতির প্রিয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা রমণীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য-পথ ভুলিয়া থাকা ঘোর বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নহে। সরলে! তুমি অনুগতা হিতকারিণী দাসীর ন্যায় স্বামীর আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে শৈথল্য, অবাধ্যতা ও অবহেলা প্রদর্শন করিও না।

স্ত্রী কেবল সম্বন্ধে স্ত্রী নহেন। তুমি ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, স্ত্রী স্বামীর সমস্ত জীবন পথে সঙ্গিনী এবং মঙ্গলকারিণী দেবী; পাপ, পুণ্য ও শরীরের অর্দ্ধভাগিনী। পতি যখন সুখে থাকিবেন, তখন তাঁহার সুখে সুখী হইবে এবং দুঃখের সময় সমদুঃখভাগিনী হইয়া তাঁহার হৃদয়ের অসহনীয় তুফান রাশি দূর করিবে। বিপদে সাহস ও উপদেশ দিবে। সম্পদে তদীয় চিত্ত সংযত রাখিতে চেষ্টা ও যত্ন করিবে। তিনি পীড়িত হইলে অন্তরের সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। পতি দরিদ্র হইলে অনেক স্ত্রী পতিকে বিদ্বেষ চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কর্কশ বলিয়া মনে কষ্ট দিতেও কসুর করেন না। ইহা কতদূর অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়া শেষ করা যায় না। পতি দরিদ্র বা দুরবস্থায় পড়িলে, যে স্ত্রীর পতিভক্তি হ্রাস হইতে থাকে, সে ভার্য্যা ভার্য্যা নামেরই উপযুক্তা নহে।

পাষাণী শৃগালপ্রকৃতি মহিলারাই এরূপ করিয়া ক-
লঙ্কিনী হয়। মনু বলিয়াছেন, “দৈবদুর্ব্বিপাকে
স্বামী দরিদ্র কিম্বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে যে স্ত্রী তাঁহাকে
অবজ্ঞা করে, সে পুনঃ পুনঃ কুক্কুরী, শূকরী ও গৃ-
ধিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে”। বুদ্ধিমতী স্ত্রীলো-
কের ঈদৃশ অসচ্চরিত্রতা সত্বরপরিত্যাগ করা উচিত।
পতি যেরূপ অবস্থায়ই কেন না থাকুন, স্ত্রীর তাহা-
তেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এবং অবস্থার উন্নতি
বিধানে সহায়তা করা, উপদেশ দেওয়া সর্ব্বেব
সঙ্গত।

এস্থলে তোমাকে তিনটি রমণীর রত্নের কথা
বলিব। সরলে! তুমি ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী ও সী-
তার বৃত্তান্ত মহাভারত ও রামায়ণে বোধ হয় পড়ি-
য়াছ? গান্ধারী যাবজ্জীবন অন্ধপতির পদসেবা
করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। স্বামী অন্ধ বলিয়া
ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত
হয় নাই। সীতা রাজসুখ-ভোগ তুচ্ছ করিয়া প-
তির সঙ্গে বনচারিণী হইলেন। কত কষ্ট, কত মর্ম্মা-
ন্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বনে বনে পতি সেবা ক-
রিলেন। তারপর গর্ভাবস্থায় স্বামী বিনাদোষে
পরিত্যাগ করিয়া হিংস্র জন্তুপূর্ণ বনে নির্ব্বাসিত
করিলেন, সতীর প্রাণে সকলই সহিল; তিনি স্বা-

মীর এইরূপ ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়াও ক্ষণ-কালের জন্য পতির চরণ ভুলেন নাই। জন্মজন্মা-ন্তরে রামচন্দ্রকেই পতিরূপে পাইতে বাসনা করি-য়াছেন। ভগিনি! দেখ, কি অবিচলিত পতিভক্তি! সতীর সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ের কি অলৌকিক দেবত্ব!

এই সে দিন কামিনী নাম্নী একজন হিন্দু মহিলা যেরূপ স্বামীভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। কামিনীর বাড়ী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল। কামিনীর স্বামী বড় গাঁজাখোর। একদিন তাঁহার স্বামী গাঁজা খাইয়া তাঁহাকে অকারণ গুরুতর রূপে প্রহার করে। দারুণ প্রহারে কামিনীর শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। চিকিৎসার নিমিত্ত কামিনী হাঁসপাতালে নীত হন। কামিনী হাঁসপাতালে থাকিয়া মৃতপ্রায় অ-বস্থা সত্ত্বেও স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। স্বামী কেমন আছেন, কি খাইতেছেন, কে পাক শাক ক-রিয়া দিতেছে, তাঁহাকে আনিয়া আমাকে দেখাও, তদীয় পার্শ্বস্থিত আত্মীয় স্বজনকে এরূপ বলিয়া কাঁ-দিয়া ফেলিতেন। যখন হাকিম তাঁহার সাক্ষ্য গ্র-হণ করেন, সতী তখন কিছুতেই স্বামীর দোষ স্বীকার করেন নাই। নিজ দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া স্বামীর দোষ গোপন রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছি-

লেন। এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রা-র্থনা করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন সাহেব বি-চারকের বিচারে কামিনীর স্বামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসরের কারাদণ্ড হয়, তখন তাঁহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বড়ই মর্ম্মপীড়ক। পতিপ্রাণা সতী কামিনী সেই সময় উচ্চৈঃস্বরে কাঁ-দিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সহ-রের লোকগুলি তাঁহার ক্রন্দনে অশ্রুজল সম্বরণ ক-রিতে পারে নাই। তাঁহার ঈদৃশ অলৌকিক পতি-ভক্তির কথা শুনিয়া বঙ্গবাসিগণ একেবারে বিস্ময়া-পন্ন হইয়াছিল। কামিনী যথার্থই আদর্শ পতিপ্রাণা সতী। সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকাও কামি-নীর ভূয়সী প্রশংসা এবং তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পতিসেবাই স্ত্রীলোকের প-রম ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত আর তাহাদের অন্য কোন ধর্ম্ম করিতে হয় না। সুতরাং পতিকে আ-ত্মদান পূর্ব্বক যে রমণী তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত থা-কিয়া, তাঁহার পদ সেবাতেই জীবন যাপন করেন, তিনিই দেবী, তিনিই ইহকালে সুখ ও পরকালে প-তিলোক প্রাপ্ত হন।

নারীজীবনের মহাযজ্ঞ ও কর্ত্তব্য কি,তাহার স্থূল

মর্ম্ম বোধ হয় সরলা এখন বুঝিতে পারিয়াছ। এ-খন স্বামী বিদেশগত হইলে ভার্য্যার কিরূপ কার্য্য করা শাস্ত্রসঙ্গত তোমাকে সেই বিষয়ে দুই একটি উ-পদেশ দিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। স্বামী বি-দেশে গেলে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়া-ছেন, ‘যে কামিনীর পতি অনুপস্থিত অর্থাৎ বিদেশে আছেন, সে দেহ সংস্কার, বিবাহাদি উৎসব দর্শন, হাস্য ও পরগৃহে গমন, পর পুরুষের সহিত আলাপ, বিচিত্র বসন ভূষণ পরিধান করিবেন না।* ভগ-বানের নিকট সরল প্রাণে, ভক্তিভাবে বিদেশগত স্বামীর মঙ্গল কামনা করিবে। এবং মনে মনে তাঁহারই পদ স্মরণ করিয়া গৃহকার্য্যে রত হইবে। পতির অনুপস্থিতে স্ত্রীমাত্রেরই এ ব্রত পালন করা নিতান্ত উচিত এবং অত্যন্ত আবশ্যক। সরলে! আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি এ ঋষি বাক্যটি কখনও বি-স্মৃত হইও না। আর অদ্য তোমাকে যে সকল উ-পদেশ দিলাম, তুমি সময়ান্তরে স্থিরচিত্তে সে গুলির পুনরালোচনা করিও।

* এখানে পর গৃহ শব্দে পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় ভিন্ন অ-ন্যের গৃহ বুঝিতে হইবে।

দাম্পত্য প্রণয়।

সরলে! পতির প্রতি কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যাহা তোমাকে বলিয়াছি, তুমি মনে করিওনা যে, ইহাই কর্ত্তব্যের চরমসীমা। পতির প্রতি কর্ত্তব্যের ইয়ত্তা নাই, সংখ্যাও নাই। যদি তোমার পতির প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও ভালবাসা থাকে, তবে জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা জন্মিবে, তখন ধীর, স্থির ও গম্ভীর চিত্তে কর্ত্তব্য পালনে যত্নবতী হইলে আপনা হইতে ততই পতির প্রতি কর্ত্তব্যের অভাবও অসচ্ছন্দতা বুঝিয়া লইতে পারিবে। এইক্ষণ তোমাকে দাম্পত্যপ্রণয় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতে বাসনা আছে।

পবিত্র ভাবে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মিলনের নাম বিবাহ। স্ত্রী পুরুষ পরিণয় সূত্রে গ্রথিত হইল—প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিল, প্রণয় জন্মিল; উভয়েরই এক আশা, এক আকাঙ্ক্ষা, একধ্যান, এক জ্ঞান; সকলই এক। স্ত্রীতে স্বামী, স্বামীতে স্ত্রী মিশিয়া গেল। দুইটি পৃথগাঙ্গ মিলিয়া এক নূতন ও প্রিয়দর্শন যুগল মূর্ত্তি হইল। সরলে! এইরূপ মধুর ও বিমল মিলনের নামই দাম্পত্য প্রণয়। এ প্রণয় বা আধ্যাত্মিক মিলনের ভাব অতি গম্ভীর, উদ্দেশ্য

অতি মহৎ। ইহার মূলে ভগবানের যে গূঢ় অভি-
প্রায় নিহিত রহিয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত করাই
দম্পতির বিমল প্রণয়মিলনের গৌরব বা চরম উ-
ন্নতি। সে গূঢ় অভিপ্রায়টি কি? স্বামী ও স্ত্রী এক
যোগে, এক সঙ্গে, এক মতে ও এক আকাঙ্ক্ষায় প-
রস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়
কার্য্য সাধন করাই দাম্পত্য প্রণয়ের প্রধানতম অভি-
প্রায়। এজন্য স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। এই
প্রলোভনময় সংসারে কি পুরুষ কি স্ত্রী, একাকী ক-
খন আত্মরক্ষা করিয়া অবিকৃত থাকিতে পারে না।
তাই এ পবিত্র যুগল মিলন। যদি সমাজে এ পবিত্র
যুগল মিলন না থাকিত, তাহা হইলে সমাজ এতদিনে
উৎসন্ন যাইত। স্নেহ, দয়া, মায়া ও পরদুঃখকাতরতা
এবং ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি ঐশ্বরিক ভাব সকল নর-
লোকের হৃদয় স্পর্শ ও কোমল করিতে পারিত না।
মানুষের হৃদয় ভুজঙ্গের আবাস ভূমি হইত; সংসার
বাসের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিত। তাই দাম্পত্য প্র-
ণয়ের সৃষ্টি। যাহা না হইলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ
করিতে পারে না; যাহা না হইলে মনুষ্য হৃদয় মরুর
ন্যায় উত্তপ্ত ও দোষ-কলুষিত হইয়া উঠে, তাহা ঐ
দাম্পত্য প্রণয়ের মূলে। ভগবানেরই বা কি মহিমা!
তিনি মানুষকে মানুষ করিবার নিমিত্ত; পাপ, তাপ,

ব্যভিচার প্রভৃতি গরলে তাহাকে বাঁচাইবার এবং স্বর্গীয় সুখের অধিকারী করিবার জন্য স্ত্রীর ভার স্বামীর স্কন্ধে, স্বামীর ভার স্ত্রীর স্কন্ধে বহন করাইতেছেন এবং দাম্পত্যপ্রণয় সকল সুখ ও উন্নতির মূল করিয়া দিয়াছেন। আজ দাম্পত্যপ্রেম জনসমাজের কত মঙ্গলসাধন করিতেছে তাহা অনির্ব্বচনীয়।

দাম্পত্যপ্রেম সকল সুখ ও উন্নতির মূল বটে; কিন্তু দম্পতির হৃদয় ও চরিত্রের উপর সে সুখ ও উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। স্বামী বা স্ত্রীর ব্যবহার দোষে এ সুখেও তীব্র গরল উৎপন্ন হইয়া থাকে। দম্পতী পরস্পরের প্রতি মনে প্রাণে অনুরক্ত হইলে, আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করিলে সংসারে তাহারা যত সুখ ভোগ করিতে পারে রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যেও তত সুখ হয় না। দাম্পত্যপ্রণয় বা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ বড় নিষ্কলঙ্ক, বড় মধুরতাময়। অতি সাবধান হইয়া ইহার ব্যবহার করিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষের দোষ গুণে দাম্পত্যপ্রেমে সুখ দুঃখ ঘটে। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে অনেকেই এবিষয়ে বড় অনভিজ্ঞা। এজন্য অনেক স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সর্ব্বদা বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট থাকেন। কেহই কাহার দ্বারা সুখী হইতে পারেন না! সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ভার্য্যার কুব্যবহারে গৃহে কিছুমাত্র সুখ

ঘটে না বলিয়া অনেক পুরুষ গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করেন। কেহ কেহ বা আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণের জ্বালা দূর করিয়া থাকেন। আবার স্বামীর দোষেও কত স্ত্রী আজীবন দারুণ মনোকষ্টে দেহপাত করেন! যাহার হৃদয়ে সহিষ্ণুতা নাই, সে কুলকলঙ্কিনী হইয়া নরকে ডুবিয়া যায়। দাম্পত্যপ্রণয়ের অসচ্ছলতা প্রযুক্ত সংসারে পাপ ও ব্যভিচারের এত আধিক্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতই, গাঢ়তা এবং অটলতা ব্যতীত দাম্পত্যপ্রণয় গরলই উৎপন্ন করে। গার্হস্থ্য সুখের মূলভিত্তিও দাম্পত্যপ্রণয়। দাম্পত্য প্রণয় ভিন্ন মধুর গৃহসুখ ভাসা ভাসা বলিয়া বোধ হয়। গৃহীরা গৃহলক্ষ্মীর প্রসাদে যে বিশুদ্ধ-সুখাস্বাদন করিতে পান অন্য কিছুতেই তেমন সুখ পাইতে পারেন না। যে গৃহে স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় গাঢ়, সদ্ভাব অটল তাহারা সে গৃহের শুভ আনিয়া দেয়। সরলে! মনু বলিয়াছেন, 'যে কুলে স্ত্রী দ্বারা স্বামী, স্বামীদ্বারা স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকে সেখানে নিশ্চয়ই চিরকল্যাণ হয়।' বস্তুতঃ পতি পত্নীর মধ্যে অবিচলিত অনুরাগের অভাব থাকিলে গৃহে নানাপ্রকার অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হইয়া গৃহ দগ্ধ করে। স্ত্রীর জীবনের সংকীর্ণ সময়, পতি-বিচ্ছেদের অসহনীয় কষ্টে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিতে হয়। ইহাতে উত্তম সন্তান লাভ করিতেও পারা যায় না

বিজ্ঞান শাস্ত্রে কথিত আছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম না থাকিলে তাহাদের শান্ত, মেধাবী ও সবল-কায় সন্তান জন্মিতে পারে না। অতএব সংসার-সুখে সুখীহইতে হইলে,পাপ,তাপ ও ব্যভিচারের ক-রাল গ্রাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইলে এবং সুস্থ,শান্ত,মেধাবী,সবল এবং সুন্দর সন্তানের মুখ দর্শন করিয়া মন ও নয়নের পরিতোষ লাভ করিতে হইলে দাম্পত্য প্রণয় স্বার্থের দুর্গন্ধহীন এবং অটল ও প্রগাঢ় হওয়া অতীব আবশ্যক। দাম্পত্য প্রণয়ের মূলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। যে প্রণয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই, সে প্রণয় প্রণয়ই নহে। সে প্রণয়ে সুখের প্রত্যাশা করিলে পরিণামে প্রতা-রিত হইতে হয়।

পতির আন্তরিক ভালবাসা লাভ করাই প-ত্নীর সৌভাগ্য। কিরূপে সেই ভালবাসা লাভ করা যায়? অনেকে মনে করে রূপ লাবণ্য না থাকিলে পতির হৃদয়াধিকারিণী হওয়া সুকঠিন। রূপ দ্বারাই পতিকে বশ করিতে হয়। যাহারা এরূপ অন্ধবি-শ্বাসের বশীভূত হইয়া, রূপ লাবণ্যে স্বামীর মন পাই-তে অভিলাষ বা চেষ্টা করে তাহাদের বড় দুর্ভাগ্য! তাহারা কখনই পতির প্রকৃত ভালবাসা পাইতে পারে না। যতদিন তাহাদের রূপ, ততদিন তাহাদের

সৌভাগ্য। কাল সহকারে যখন রূপ নষ্ট হইবে,ভাল-বাসাও তখন ক্রমে লয় পাইবে। যাহারা স্বামীকে সুখী করিয়া সুখী হইতে পারে, ভালবাসিয়া ভাল-বাসা পাইতে পারে, স্বামীর চরণধূলি লইয়া, আপন মনুষ্যত্ব বলে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে; সেই সকল রমণীর প্রতি স্বামী সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, এবং মনে প্রাণে ভালবাসেন। সে ভালবাসা রূপজ মোহের ন্যায় অল্প সময়েই নষ্ট হইয়া যায় না। অ-নেক স্ত্রী, স্বামীর ভালবাসা না পাইলে স্বামীকে ভাল-বাসিতে চাহেন না। মানে অভিমানে পতির প্রতি এত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট থাকেন যে,তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র জ্বলিয়া উঠেন। এরূপ স্বভাবের স্ত্রীরা কদাপি পতি-প্রেম লাভ করিতে পারেন না। স্বামী ভাল না বাসিলেও স্ত্রীর স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে। কা-রণ তিনি পত্নীর পতি,গতি ও আশ্রয়। বিশেষতঃ স্ত্রী স্বামীকে অকৃত্রিম অনুরাগ দিলে, তাহার প্রতিদানে তিনি পত্নীকে প্রাণ সমর্পণ না করিয়া পারেন না। মনে কর তোমার স্বামী তোমাকে ভালবসেন না, সর্ব্ব-দাই তোমার প্রতি বিরক্ত আছেন, যদি তুমি তাঁ-হাকে মনে প্রাণে ভালবাস, তাঁহার জন্য প্রাণ দেও তিনি তোমাকে ভাল না বাসিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। নিশ্চয় এক দিন তোমার জন্য তাঁ-

হার প্রাণ কাঁদিবে এবং তোমার মধুর ব্যবহার ও হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবে। ফলতঃ এইরূপ না করিলে কখনই স্বামীসোহাগিনী হওয়া যায় না। আর এক কথা এই,পতির মনোমত হওয়াও তাঁহার ভালবাসা পাইবার আর এক মুখ্য উপায়। যে রূপেই হউক স্বামীর মনের মত হওয়া চাই। পতির যেরূপ রুচি স্ত্রীরও সেইরূপ রুচি অবলম্বন করা উচিত। নহিলে তাঁহার মন পাওয়া অতি সহজ নহে। এজন্য তুমি মনে করিওনা, স্বামীর রুচি জঘন্য ; চরিত্র কলুষিত হইলে পত্নীর রুচি ও চরিত্র তদ্রূপ করিতে বলিতেছি। স্বামী দূষিতচরিত্র এবং কুরুচিসম্পন্ন হইলে যতদূর পারা যায় তাঁহার স্বভাব ও রুচি মার্জ্জিত করিয়া তাঁহার রুচি ও চরিত্রে, ভার্য্যার রুচি ও চরিত্র মিশ্রিত করিতে হইবে। স্বামী ও ভার্য্যার মধ্যে একভাব না থাকিলে বিবাদ-বিসম্বাদ বা মনোমালিন্য ঘটিবারই খুব সম্ভাবনা। তাহাতে দম্পতী দাম্পত্যপ্রেম জনিত বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। তাই বলি কোন প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বামীর মনের মত হইতে হইবে। দাম্পত্য প্রণয়ের কতকগুলি শত্রু স্ত্রীহৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে, এইক্ষণ তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, অভিমান। এক শ্রেণীর স্ত্রী আছে, তা-

হারা বড়ই অভিমান প্রিয়া। তাহারা মনে করে, অভিমান না করিলে স্বামীর নিত্য নূতন আদর পাওয়া যায় না। তাই তাহারা কথায় কথায় মান করিয়া স্বামীর সোহাগ নূতন করিয়া লয়। অপিচ সেই সোহাগ পাইতে কালবিলম্ব হইলেই মর্ম্মাহত হয়। আবার স্বামী তাহাদিগকে একটুকু মৌখিক আদর করিলেই আহ্লাদে গলিয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা বড় দোষণীয়। ইহাতে স্বামী সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অধিকতর অসন্তুষ্টই হইয়া থাকেন। অভিমানিনী স্ত্রীরা ভালবাসার সুখ উপলব্ধি করিতে পায় না। তাহাদের প্রণয়ের মূলে সঙ্কীর্ণতা সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়। সুতরাং ইহারা পতির চিত্তগত অনুরাগের অধিকারিণী নহে। যাহারা পতিপদে মানকে বলি প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারাই পত্নী নামের উপযুক্তা। দ্বিতীয়তঃ, অসরলতা। অসরলতা যে দাম্পত্য প্রণয়ের এক প্রধান শত্রু ইহা সহজেই অনুমিত হয়। কপটতায় মনের উদারতা বিনষ্ট করে এবং হৃদয় কঠিন হইয়া পড়ে। যে প্রণয়ে সরলতার অভাব সে প্রণয় মনোবিষাদেই পর্য্যবসিত হয়। পত্নী যদি পতির নিকট অকপট হৃদয়ে মনের ভাব ব্যক্ত না করেন; যাহা করেন, যাহা ভাবেন তাহা পতির নিকট সরল মনে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া না বলেন তবে নিশ্চয়ই সেরূপ

স্বামী-স্ত্রীতে প্রকৃত বিমল অনুরাগ জন্মিতে পারে না। যিনি স্বামী, সরলে! বল দেখি তাঁহার নিকট স্ত্রীর গোপনীয় বিষয় কি আছে? পতি ও পত্নী এক-অভিন্নহৃদয়; তাহাতেও স্বামীর নিকট যে স্ত্রী মনের ভাব ও আপন দোষ গোপন রাখিতে পারে-তাহার সে ভালবাসা দুদিনের জন্য। পতিপ্রেম অনন্তকাল স্থায়ী ইহা ত সে বুঝিতেই পারে না। অতএব স্বামীর নিকট সর্ব্বতোভাবে অসরলতা পরিত্যাগ করিবে। তৃতীয়তঃ, স্বামীর নিকট দোষ অস্বীকার। অনেক স্ত্রীলোক দোষ করিয়া স্বামীর নিকট প্রচ্ছন্ন রাখেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। তুমি তোমার যে দোষ স্বামী শুনিলে বা জানিলে অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া গোপন কর, যদি তিনি তাহা কোন প্রকারে জানিতে পারেন, তবে তোমার প্রতি তিনি অধিকতর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। দোষ করিয়া স্বামীর নিকট গোপন করিতে চেষ্টা পাওয়া ঘোর মূর্খতা। বরং সরল মনে তাঁহাকে দোষ জানাইলে, তিনি উপযুক্ত সময়ে তাহার সংশোধন করিবেন। তাহাতে তোমার যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। বিশেষতঃ দোষ পরিহারের জন্য স্বামীর নিকট উপদেশ না লইয়া যদি দোষগুলি হৃদয়ে পোষণ কর, তাহা হইলে সেই দোষের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অংশও পরিণামে বদ্ধমূল হইয়া

তোমার সর্ব্বনাশ সাধনও করিতে পারে। অতএব স্বামীর নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। চরিত্রের কলঙ্ক দূর করিয়া পবিত্র হও। ভালবাসার বন্ধন অটুট থাকিবে, স্বামীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে। চতুর্থতঃ, পতির পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিজনগণের সহিত অবিনয় ব্যবহার করা। তাঁহাদের সহিত বিবাদ কলহ করিলে কখনই পতির আদরণীয়া হওয়া যায় না। পতি পরিবারবর্গের মধ্যে যাঁহাকে ভয়, ভক্তি, সৌজন্য ব্যবহার ও স্নেহ মমতা করেন, তাঁহাকেও তোমার তদ্রূপ ভক্তি, স্নেহ, ও মমতা করা উচিত। পঞ্চমতঃ, স্বার্থপরতা। যে স্ত্রী আপন স্বার্থ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত; স্বামীকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হইতে পারে না; স্বামীর সুখের জন্য আপনার সুখ ভোগের বাসনা সংযত করিতে অপারগ, ভগিনি, সে স্বামী-সেবার মধুরতা বুঝিতেই পারে নাই। সে পতিকে যথার্থ মনে প্রাণে ভালবাসে নাই। পতির পদে নিজ স্বার্থ উৎসর্গ করিতে হইবে। যে স্বার্থান্ধ, সে পতির প্রণয়-পিপাসু হইলেও সদন্তঃকরণে নহে। স্বার্থপরতা প্রণয়ের মহাশত্রু ইহা তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। স্বামীকে নিঃস্বার্থ আত্মদানে সুখী করিও, নিজেও সুখী হইতে পারিবে।

ষষ্ঠতঃ, ক্রোধ। প্রণয়ের যত শত্রু ক্রোধ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাহারা সহজে বিরক্ত ও রাগত হয়, সেই সকল স্ত্রী, স্বামীর অনুরাগের অমৃত পানে অধিকারিণী নহে। স্বামীর দোষ সত্ত্বেও যাঁহার মান নাই, রাগ নাই, বিরক্তি নাই এবং ভক্তিমূলক ভালবাসার শৈথল্য নাই, পরন্তু দোষ সংশোধনের প্রবল তৃষ্ণা আছে, তিনিই পতির প্রেম-রাজ্যের যথার্থ রাজ্ঞী। পতির ভালবাসাকে তাঁহার ডাকিতে হয় না, ভালবাসাই তাঁহাকে ডাকিয়া লয়। সপ্তমতঃ, বিলাসিতা। বিলাসিনী রমণীগণ সর্ব্বদাই কলুষিত বিলাস বাসনার চরিতার্থ করিতে গিয়া পতির বুকের মাংস খাইয়া ফেলে। যাহারা বস্ত্রালঙ্কারের জন্য পাগলিনী, তাহারা পতির স্বর্গীয় ভালবাসার বিনিময়ে সামান্য বস্ত্রালঙ্কারই পাইয়া থাকে। তাহাদের ভাগ্যে পতি-প্রেম অতিশয় দুর্ল্লভ। সরলে! তুমি কিন্তু সামান্য বসন ভূষণের জন্য পতিকে কষ্ট দিও না এবং বিরক্তির কারণ হইওনা। তিনি আপন ইচ্ছায় দিলেও নিষেধ করিবে। অত্যধিক অলঙ্কার প্রিয়তা বা বিলাসিতা স্ত্রীলোকের বড়গুরুতর দোষ বর্ত্তমান কালে বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বস্ত্রালঙ্কারের জন্য স্বামীর কষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের হৃদয় আছে কি না সন্দেহ। তা-

হারা পতির দরদ কিছুমাত্রই বুঝে না। স্বামী হাড়-ভাঙ্গা শ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিতেছেন, অবিশ্রান্ত শ্রমে তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া যাইতেছে; তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই; সর্ব্বদা কেবল বসন ভূষণের জন্য ব্যস্ত। পরন্তু স্বামী কোথা হইতে অলঙ্কার দিবে অনেক ললনা তাহা না বুঝিয়া অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে উত্যক্ত ও ঋণজালে জড়িত করে। বস্তুতঃ এই পতিহিতৈষিণী পত্নীরাই অনেক স্বামীর সর্ব্বস্বান্ত করিবার মূল কারণ। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ভদ্র ঘরের মেয়েরা বড় অলঙ্কার প্রিয়া। তাহারা সামান্য বসনভূষণের জন্য পতির কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। পূজার সময় উপস্থিত, স্বামী বিদেশে আছেন। স্ত্রী কাপড় ও গহনার এক লম্বা জায় পাঠাইলেন, স্বামীর হস্তে কিন্তু এক কপর্দ্দকও নাই। যথা সময়ে পত্র পতির হস্তগত হইল। পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। উপায় কি? সাত পাঁচ ভাবিয়া স্থির করিলেন ধার কর্জ্জ করিয়াই এবারকার পূজার বসনভূষণের দায় কাটাইয়া দিব। আর অমনই ধারের জন্য ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘূরিতে লাগিলেন। উদরে অন্ন নাই, চক্ষেও ঘুম নাই; কায়ক্লেশে ধার করিয়া পত্নীর মনস্তুষ্টি করিলেন। সরলে! ব্যাপার ত এইরূপ। বল যদি স্ত্রী সামান্য খাওয়া,

পরার জন্য পতিকে কষ্ট দিতে পলকের জন্য মনে কষ্ট না পায় বা একটুকু সঙ্কুচিত না হয়, তাহাকে ভার্য্যা না বলিয়া রাক্ষসী বলিলে দোষ কি? অল্প দিন হইল একটি যুবক ভূষণপ্রিয়া স্ত্রীকে অলঙ্কার দিতে না পারিয়া,তাহর দুর্ব্বাক্যে আত্মহত্যা করিয়া অলঙ্কারের দায় এড়াইয়াছে। যদি তুমি পতির স্নেহ পাইতে পার, তাহাই তোমার স্বর্গীয় ভূষণ ও গৌরবের যিষয় হইবে। তজ্জন্য যত্নবতী হও।

ভক্তিভাজন বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার "নারী জাতি-বিষয়ক প্রস্তাবের" কোন এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "অনুচিত আমোদপ্রিয়তার ন্যায় অনুচিত ভূষণপ্রিয়তাও নারী জাতির জ্ঞান-লালসার অতৃপ্তির আর একটি বিষময় ফল"। "পৃথিবী ব্যাপিয়া এই কথা প্রচলিত হউক যে, সলজ্জ কোমলতাই নারীর অপূর্ব্ব ভূষণ, পবিত্র প্রীতিই অবলাকুলের কণ্ঠহার এবং ধর্ম্মের রজতকান্তিই তাহাদিগের চির-সেব্য পরিচ্ছদ। ' যে সমস্ত কুলনারীগণ ভূষণ-প্রিয়তার একেবারে ক্রীতদাসী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের পরমুখপ্রেক্ষিতা তাঁহাদিগের চিত্তের অশান্তি এবং হৃদয়ের দরিদ্রতা মনে করিতেও আমাদিগের"দুঃখ বোধ হয়। যত শীঘ্র তাঁহারা এই হীনদশা হইতে অব্যাহতি লাভ করেম ততই মঙ্গল।

এই অনুচিত ভূষণপ্রিয়তা অনেক সময়ে রূপাভি-
মানে কিংবা অসঙ্গত প্রশংসা লাভ-লালসায় প-
রিণত হইয়া আরও কত অমঙ্গলের হেতু হয়। কত
নিষ্ঠুর নরাধম ঐ সূত্রে বন্ধন করিয়াই কত কুলমহি-
লার সর্ব্বনাশ সমুৎপাদন করে! সৌভাগ্যবতী প্র-
তিবেশিনীর সাড়ম্বর বেশভূষণ অবলোকনে মর্ম্ম-
বেদনা প্রাপ্ত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেও য-
খন নারী ভীত বা উৎকণ্ঠিত হয় নাই, তখন অনুচিত
ভূষণপ্রিয়তা তাহাকে কোন্ পাপে না প্রবর্ত্তিত ক-
রিতে পারে?" অষ্টমতঃ, চরিত্র-হীনতা। চরিত্র
মন্দ হইলে,—দশে মন্দ কহিলে পতির প্রিয়পাত্রী
হওয়া সুকঠিন। বিশেষতঃ দম্পতীর মধ্যে স্ত্রীচরিত্র
দুষ্ট হইলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সু-
তরাং চরিত্র সুগঠিত ও মধুর করিতে চেষ্টা করা স্ত্রী
মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে চরিত্র-বিষয়ক
প্রস্তাবে বিশেষ করিয়া বলিতে চেষ্টা পাইব।

চরিত্র।

সরলে! চরিত্র একটি মূল্যবান বস্তু। জগতের অন্য কোন বহুমূল্য বস্তুর সহিত ইহার তুলনা হয় না। চরিত্র মনুষ্যকে সম্যক্ রূপে উন্নত ও উৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। চরিত্রবলে সাধ্বী সকলেরই পূজনীয়া। এবং তিনি যেমন সাধারণের হৃদয়গত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন, তেমন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সকলেই তাঁহাকে সম্মান, সমাদর ও বিশ্বাস করে এবং সকলেই তাঁহার অনুকরণে লালায়িত হয়। সৎ স্বভাব সকলেরই বাঞ্ছনীয়। গুণ না থাকিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু চরিত্র মন্দ হইলে বড়ই অমঙ্গলের কথা! দুশ্চরিত্রাকে কেহ বিশ্বাস করে না, ভালও বাসে না। তাহার ভয়ে সকলেই সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত থাকে। দুঃস্বভাব গুণবান্‌ও নিন্দনীয় এবং পরিত্যজ্য, মূর্খ সাধু সকলেরই আদরণীয় এবং অনুকরণীয়। বিশ্বসংসারে যাঁহাদের চরিত্র সৎ, তাঁহারা মানব সমাজের আদর্শস্থানীয়। সংসারে যাহা কিছু মধুর, প্রীতিপ্রদ ও উৎকৃষ্ট, তাঁহারা তাহারই অধিকারী হন। জনসমাজে, প্রথমতঃ স্ত্রী চরিত্র সৎ ও নিষ্কলঙ্ক হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। স্ত্রীচরিত্র সুগঠিত ও উৎকৃষ্ট না

হইলে পুরুষচরিত্রের সমুন্নতি হইতে পারে না। স্ত্রী, গৃহরাজ্যের রাজ্ঞী ; যদি সেই রাজ্ঞী নিজেই মন্দ হন, তবে গৃহের সর্ব্বনাশ কেন উপস্থিত হইবে না ? আর পুরুষের দুশ্চরিত্রতায় সমাজের যত অমঙ্গল ঘটে, স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রতায় তাহার সহস্র গুণ অধিক অনিষ্টোৎপাদন হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, জননীর ক্রোড় তাহার আশ্রয় এবং জননীর স্তন্য দুগ্ধ তাহার জীবিকা হয়। এইরূপে অন্ততঃ দশ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান মাতার সংসর্গ করে। সন্তান মাতৃ স্তন্য পানের সহিত মাতার চরিত্রেব ভাব সকল গ্রহণ করিতে থাকে। সুতরাং জননী সুশীলা হইলে সন্তান তাহার সৎ সংসর্গে থাকিয়া সুশীল হয়। আর জননী দুশ্চ-রিত্রা হইলে সন্তানও দুঃশীল ও দুর্ব্বিনীত হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায়,সন্তান প্রায় জনক জননীর প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের গুণ না পাইলেও দোষের ভাগ সম্পূর্ণই পায় ; কারণ, গুণ অপেক্ষা দোষ শীঘ্র শীঘ্র মানুষের অভ্যস্ত হয়। অপিচ জননী শিশু সন্তানের একমাত্র শিক্ষয়িত্রী এবং তাহার চরিত্র শিশুজনশিক্ষণীয় গ্রন্থ। জননী অবগণ্ড স-ন্তানকে যাহা শিখাইবেন ; শৈশবে শিশুর কো-মল হৃদয়ে যাহা অঙ্কিত করিবেন, আজীবন শিশু সেইরূপ শিক্ষার ফলভোগ করিবে। বাস্তবিকই স-

সন্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্রের উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণ রূপে মাতার চরিত্রের উপর নির্ভর করে, সন্দেহ নাই। যে সকল মহাপুরুষ চরিত্র বলে জগতে বি-মল সুখসম্ভোগ এবং অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের জননীগণ চরিত্রে দেবী ছিলেন। জননী সচ্চরিত্রা হইলে সন্তান কচ্চিৎ দুশ্চরিত্র ও অসাধু হইয়া থাকে। যে কুলে স্ত্রী চ-রিত্র উত্তম, দিন দিন সে কুলের উন্নতি হইতে থাকে এবং সে কুলের সন্তান সন্ততিগণ চরিত্র বলে বংশ উজ্জ্বল করে। ভগবান্ সে কুলের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন। ক্রোধপরায়ণা, মিথ্যাবাদিনী, অধা-র্ম্মিকা জননীর দোষে সন্তানের যে ক্ষতি ঘটে, তাহার পূরণ কিছুতেই হয় না। সুতরাং আদৌ নারী-চরিত্র উৎকৃষ্ট হওয়া অতি আবশ্যক। বাল্য কাল হইতেই বালিকাদিগের চরিত্র সুগঠিত করা প্রয়ো-জন, যেন তাহারা পুত্র কন্যার মা হইয়া আপন আপন পুত্র কন্যাদিগকে চরিত্রবান করিতে পারেন।

দুশ্চরিত্রা রমণী জগৎসংসারের কণ্টক-স্বরূপ; একমাত্র স্ত্রীলোকের অসৎ চরিত্রতায় মনুষ্য-স-মাজের দারুণ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। সচ্চরিত্রা, সরলহৃদয়া, সাধ্বী নারী যেমন পতিহিতৈষিণী, পতির মঙ্গলকারিণী ও পতির প্রাণতোষিণী; দুশ্চ-

রিত্রা স্ত্রী তেমনই পতিঘাতিনী ও পতিকুলকলঙ্ককা-
রিণী হইয়া থাকে। দুষ্টা স্ত্রী দ্বারা পতির সর্ব্বস্বান্ত হয়।
মান, সম্মান ও গৌরব সকলই নষ্ট হইয়া যায়। লোক-
সমাজে তাহার মুখ দেখান ভার হইয়া উঠে। দুষ্টার
দোষে গৃহে সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ ও বিপদ ঘটিতে
থাকে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ঈদৃশ মন্দস্বভাবা স্ত্রীকে
পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাহা
দিগের যেরূপ নরক ভোগের ভয় দেখাইয়াছেন,
তাহা মনে করিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। নর
লোকে ইহাদের স্থান নাই। ইহারা সকলেরই ঘৃ-
ণার পাত্রী। ঈশ্বরও ইহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট
থাকেন। ইহাদের বিপদ বিড়ম্বনারও অন্ত নাই।

সুশীলা সতী রমণী গৃহের উজ্জ্বল প্রদীপ-স্বরূপা।
তাঁহার মধুর আকর্ষণে, কি পতি, কি শ্বশ্রূ, শ্বশুর, কি
প্রতিবাসী সকলেই সমাকৃষ্ট হন। সকলেই তাঁহার
বিমল সত্তায় সুখভোগ করিয়া থাকেন। যিনি
সৌভাগ্য বশতঃ সাধুশীলা পত্নী লাভ করিয়াছেন,
জগতে তিনিও ধন্য; এবং তিনিও মর জগতে স্বর্গীয়
সুখভোগ করিয়া থাকেন। চরিত্রবতী পত্নীর অ-
মায়িক মধুর আচরণে, স্বামীর সুখের সীমা থাকে না।
পরিবারের অন্যান্য লোকও তাঁহার গুণে কত

সুখ ভোগ করিতে পায় এবং গৃহ স্বর্গীয় শোভা ধারণ করে।

চরিত্র পবিত্র হইলে নিজেও কত সুখভোগ করিতে পারা যায়। সংসারে যাহার চরিত্র যত উৎকৃষ্ট, তাহার সুখ সম্পদ ও মান সম্মান তত অধিক। স্বভাব ভাল হইলে, পৃথিবীর অনেকানেক বিপদ আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। সৎ প্রকৃতি যথার্থই নারীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, সৎ স্বভাব প্রকৃত পক্ষেই অবলার বল ও রক্ষক এবং অসময়ের বান্ধব। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর আবরণ সমুদ্র, ঘরের আবরণ প্রাচীর, দেশের আবরণ প্রতাপান্বিত মহীপাল, স্ত্রীলোকের আবরণ সৎ স্বভাব। বস্তুতই সৎচরিত্র অবলার উত্তম আবরণ।

পত্নী সুশীলা হইলে দুশ্চরিত্র পতির যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে, আমি এস্থলে তৎসম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা তোমাকে বলিব। মেজ দাদার পরিচিত একজন ভদ্রলোক কু সংসর্গে থাকিয়া এমন দুশ্চরিত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার অবনতি ও অধোগতি দেখিলে চক্ষে জল আসিত। তিনি বিষয় কর্ম্মে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, মদ্যপান করিয়া তৎসমুদয় উড়াইয়া দিতেন। এইরূপ অপব্যয় করিয়া তিনি অচিরাৎ দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। চাকুরিটিও

স্বভাবদোষে হারাইলেন। ক্রমে তাঁহাকে ঘোর দারিদ্র্যে আক্রমণ করিল; তিনি সকলের দয়ার পাত্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তিই একমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইয়া উঠিল। তবুও তাঁহার মদ্যপানাসক্তি দূর হইল না ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারাও মদ খাইতে লাগিলেন। কিন্তু না জানি তিনি কোন্ পুণ্য ফলে অকলঙ্কহৃদয়া স্ত্রী-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী স্বীয় স্বামীর ঐ রূপ দুর্দ্দশা ও অধোগতি দেখিয়া সর্ব্বদা কাঁদিয়া আকুল হইতেন। পতিকে সৎপথে আনিতে কত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না। তাঁহার বিনয়মধুর বাক্যে, দরবিগলিত অশ্রুজলে পতির পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইত না দেখিয়া, একদিন স্বামী ঘরে আসিলে তিনি পতি পদ সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুইটি শিশু সন্তান মাকে কাঁদিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আহা! তখন এক অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়া পাষাণ গলাইয়া দিল; স্বামী সাধ্বী স্ত্রীর আকুল রোদনে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অশ্রুজল মোচন করিয়া পত্নীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং সুরাপান প্রভৃতি কু কার্য্য আর কখনও করিবেন না বলিয়া পত্নীর নিকট শপথ করিলেন। অহো! সতী সা-

ধ্বীর কি অপূর্ব্ব দেবজ্যোতিঃ! তাই স্বামীর প্রাণের অন্ধকার দূরীকৃত হইল। বলা বাহুল্য, তদবধি তিনি ক্রমেই ভাল হইতে লাগিলেন। আর কুসংসর্গে মিশেন না, মদ্যপান করেন না। অর্থ উপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহাতে অবস্থারও ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। সরলে! দেখ, সুশীলা ভার্য্যার উপদেশে ও সৎসহবাসে দুশ্চরিত্র স্বামীর কত মঙ্গল হয়। আমরা যে রমণীর কথা বলিলাম, তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার চরিত্রের পবিত্র লালিত্য এবং হৃদয়ের দেবত্ব দেখিলে আহ্লাদিত হইতে হয়। আমরা সচ্চরিত্রা রমণীদিগকে দেবীর ন্যায় পূজ্য ও পবিত্র মনে করি। আর্য্য ঋষিরা নারীদিগকে পবিত্র মনে করিতেন। সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি দেবীগণ চরিত্র বলে জগতের পূজনীয়া হইয়া গিয়াছেন। আমরা প্রাতে শয্যা পরিত্যাগ করিবার সময় সেই সকল সাধ্বী গণের নাম স্মরণ করিয়া থাকি। তাঁহাদের নামে দুষ্কৃতি দূর হয়।

চেষ্টা ও যত্ন ভিন্ন চরিত্র উন্নত ও পবিত্র হয় না। চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আত্মশাসন, আত্মশৃঙ্খলা ও আত্মপর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। জগতের চারিদিকেই পাপ তোমার অম-

ঙ্গলের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে ; চারিদেকেই প্রলো-
ভনীয় বস্তু পড়িয়া আছে। এই সকল পাপ ও প্রলো-
ভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চরিত্রের উন্নতি ক-
রিতে হইলে আত্মশাসন প্রভৃতির আবশ্যকতা দৃষ্ট
হয় ; যে কাজ করিলে পাপ হয়, যাহা কর্ত্তব্য নহে
তাহা সকল সময়ই ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা
বিধেয়। যখন কোন কু ভাব মনে আইসে, কি কোন
অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ জন্মে, তখন
আত্মশাসন ক্ষমতা থাকিলে সেই ইচ্ছাকে সংযত করা
উচিত। নহিলে চরিত্রের পবিত্রতা কখনও বজায়
থাকিবে না। সকলেরই আত্মশাসন, আত্মপর্য্যবেক্ষণ
শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মশাসনক্ষমতা বলে মনকে
বশীভূত রাখিবে, এবং আত্মপর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা গুণে
আপনার চরিত্রের দোষ গুণ বা ভাল মন্দ ও অভাব
বিচার করিয়া বুঝিয়া লইবে। অসৎ সংসর্গ হইতে
দূরে থাকিবে। নচেৎ চরিত্র উন্নত করিবার প্র-
ত্যাশা বৃথা মাত্র।

চরিত্রের উন্নতির জন্য সুশিক্ষার প্রয়োজন।
সুশিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জ্জিত ও উদার এবং ক-
র্ত্তব্যজ্ঞান অবিচলিত হইয়া থাকে। সদ্‌গ্রন্থপাঠে
সদ্দৃষ্টান্তে সৎকার্য্য করিতে অভিলাষ জন্মে। চ-
রিত্র এই রূপ শিক্ষা পাইয়া উন্নত ও পবিত্র হইয়া

উঠে। কিন্তু আমাদের দেশে যে প্রণালীতে স্ত্রী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বড় সুফলপ্রদ বলিয়া ভরসা হয় না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে হই-তেছে যে, আমাদের তদ্রূপ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। তাহা হইতে চিরকাল অশিক্ষিতা হইয়া থাকাই মঙ্গলকর।

রহস্য ও বাক্‌চাপল্য।

সরলে! মনের যে ভাব অত্যন্ত গোপনীয়, যাহা প্রকাশ হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা যত্ন পূর্ব্বক মনে রাখাই যুক্তিসঙ্গত; মিত্রকেও বলা ক-র্ত্তব্য নহে। কেননা তোমার রহস্যে তোমার যেরূপ মমতা; পাছে রাষ্ট্র হয় এই বলিয়া তোমার যেরূপ ভয়, ভাবনা ও উদ্বেগ, অন্যের কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। পরন্তু অদ্য তুমি যাহাকে বিশ্বাস করিয়া মনের গোপনীয় কথাটি বলিয়া ফেলিলে; সে তো-মার মত তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিবে বিশ্বাস কি? ইহাতে তুমি কখনই মনে করিও না যে, মনের অতিশয় নিগূঢ়ভাব স্বামীর নিকটও গোপন রাখিতে বলি-তেছি। স্বামীর কাছে স্ত্রী গোপন করিবার কিছু

আছে কি না আমি জানি না। এসম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরপি উল্লেখ করা অনাবশ্যক। বঙ্গমহিলারা মনের কোন গুপ্ত কথা চাপা দিয়া রাখিতে পারেন না; পারিবার জন্য আন্তরিক যত্নও করেন না। ইহাঁদের মধ্যে এদোষটি বড় গুরুতর; অথচ ইহারা মনে করেন, এসকল ভাল এবং সরলতার লক্ষণ। কপটী লোকেরাই মনের কথা বাহির করে না। বস্তুতঃ ইহারা এইরূপ দুষ্ট বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া যার পর নাই অন্যায় কার্য্য করিয়া বসেন। এবং সময় সময় ঈদৃশ সরলতা দেখা-ইতে গিয়া বিপন্ন ও অপমানিত হইয়া থাকেন! কি আশ্চর্য্য! তবু ইহাঁদের এইরূপ গুরুতর দোষ দূর করিতে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা নাই।

দেখা গিয়াছে অনেকে আপন ঘরের কোন গোপনীয় কথা পাড়ার 'রামী শ্যামীর' নিকটও বলিতে সঙ্কুচিত হয় না; এরূপ স্ত্রীলোক যথার্থই গৃহের শত্রু। আরও এক ধরণের রমণী আছেন, তাহারা নিজগৃহে কে একটুকু বেশী খাইল, কে একটুকু পরিশ্রম কম করিল, কে একটুকু অন্যায় কার্য্য করিল, মেজ বৌ চুরি করিয়া ভাল সামগ্রী খায়; সোণা বৌ শাশুড়ীকে কটু বলে; এই সব বিষয় লইয়া অন্য পরিবারের বৌ ঝীর সঙ্গে আলাপ করিতে বসেন। তখন তাহারা

এমনই সরলা হইয়া পড়েন যে,ঘরের সকল গোপনীয় কথা, যাহা বলিলে সম্মান নষ্ট হইতে পারে, অনায়াসে তাহা বলিয়া ফেলেন। এমন স্ত্রীকে পরিবারের সর্ব্বনাশকারিণী বলিলেও বোধ হয় অন্যায় হয় না। কোন কোন স্ত্রীলোক আবার এরূপ মূর্খ যে,যদি ঘরের কাহারও সঙ্গে একটুকু মনোবাদ ঘটে, কি বিবাদ বিসংবাদ হয়, তাহা হইলেই পরের নিকট ঘরের গোপনীয় অপমানজনক কথা বলিয়া মনের ঝাল ঢালেন। কিন্তু তাহারও যে নাক কাণ কাটা যায় সে বিষয়ে একবারে উদাসীন। ঘরে ঘরে শত ঝগড়া কলহ ও মনোমালিন্য জন্মিলেও গৃহছিদ্র রাষ্ট্র করা অমানুষের কর্ম্ম। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহছিদ্র ও অপমানের কথা কদাচ অন্যের নিকট ব্যক্ত করে না,' এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, বেশী বেশী কথা বলা, অনাবশ্যক; আলাপ করা, পরের কথা লইয়া সময় নষ্ট করা বঙ্গললনাগণেরই বড় কু অভ্যাস। বস্তুতঃ এ দোষগুলি তাঁহাদের এত দূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা কোন প্রকারেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অধিক কথা কহা একটি গুরুতর দোষ। ইহাতে মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। কেননা যাঁহারা অধিক কথা কহেন তাঁ-

হারা অনেক সময় অন্যায় কথা বলিয়া ফেলেন। এজন্য লোকে পাতলা মনে করে। তাহার পর পরের কথা লইয়া আন্দোলন করাও সামান্য দোষের কথা নহে। ইহাতে পরের সঙ্গে মনোমালিন্য জন্মে, সময় সময় ঝগড়া কলহ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে' যাওয়া বুদ্ধিমতীর কার্য্য নহে। শুদ্ধ এই কারণে প্রতিবেশি-গণের সহিত অনেকের বিষম শত্রুতা হইয়া থাকে। আমরা জানি স্ত্রীর ঐরূপ দোষে পুরুষের সর্ব্বনাশ প-র্য্যন্ত উপস্থিত হয়। স্ত্রী যদি চপলা এবং বহুভাষিণী হয়, তাহাতে স্বামীর সমাজে লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হয়। বুদ্ধিমান স্বামীও সেই সকল স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। যে স্ত্রীর দোষে স্বামীর সমাজে মাথা কাটা যায়, সে স্ত্রী পতিঘাতিনী। আর এক কথা এই, মেয়েরা কাহারও দোষ জানিতে পারিলে মনে রাখিতে পারে না। কাদম্বিনী সুশী-লার দোষের কথা শুনিতে পাইল, আর অমনই বি-নোদিনীর কাছে বলিয়া ফেলিয়া সাবধান করিয়া দিল যে, 'দ্যাখ্ ভাই বিনু, এ কথা কিন্তু তুই কা'কেও বলিস্ না।' সরলে, ইহার চেয়ে হাস্যজনক কথা আর কি আছে? তার পর কাদম্বিনীও বাক্‌ চাপল্য দোষবশতঃ সুশীলার নিকট কহিল; সু-

শীলা তো শুনিয়া ক্রোধে, দুঃখে, মানে, পাদদলিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বিবাদ করিতে আসিল। আসিয়া বেশ দু কথা শুনাইয়া দিয়া গেল। প্রণয়-টিও ভঙ্গ হইল। লাভ তো এই। অতএব কাহারও কথা কাহারও নিকট বলিবে না। আর যে গুপ্ত কথা রাষ্ট্র হইলে স্বামী, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর, পুত্র, কন্যা কি অপর কাহারও সম্মান নষ্ট, কি অন্য কোন ক্ষতি হইতে পারে, তদ্রূপ কথা প্রাণান্তেও অন্যের নিকট বলিও না। সরলে, তুমি এ উপদেশটি প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখিয়া কাজ করিও। ইহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না।

স্বামীর সহিত কথোপকথন।

সরলে, কিরূপ ভাবে স্বামীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিবে তৎসম্বন্ধে তোমাকে গুটি দুই উপদেশ দে-ওয়াই অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বলিতে পার, স্বামীর সহিত কথা বার্ত্তা বলিতে আর কি শিক্ষা করিব? স্বামীর নিকট যেরূপ ভাবেই কেন কথা না বলি, ভয় কি? তিনি স্বামী, অপরাধ হইলে তো মাপই করিবেন। স্বামী আর স্ত্রীর দোষ দেশ বিদেশে গাইয়া ফিরিবেন না। আমার মতে তরলমতি

রমণীরাই এরূপ অসার, দোষাবহ কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। পতির সহিত আলাপে যে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, ইহা তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। কতকগুলি স্ত্রীলোকের এমনই দুঃস্বভাব যে, তাহারা স্বামীর সহিত বাকৃচপলতা করিতে বড় ভালবাসে। মনে মনে বিশ্বাস, ইহাতে স্বামী বড় সুখী হন, অথচ স্বামী তাহাতে সুখী নহেন। যাহারা স্বামীর নিকট বাকৃপটুতা দেখাইতে যাইয়া মিথ্যা কথা কহিয়া এ-কটুকু রসিকতা করে, তাহারা বড় গুরুতর অপরাধিনী। স্বামী তাহাদিগকে সর্ব্বদা অবিশ্বাস ও সন্দেহ করেন। পতিকে প্রতারণা করা আর নিজে প্রতারিত হওয়া একই কথা।

স্বামীর সঙ্গে অনন্তকালের সম্বন্ধ। যাঁহার সঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান; যাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগে ভার্য্যার সমস্ত জীবনের সুখ, সৌভাগ্য ও সাধুতা নির্ভর করিতেছে, তাঁহার সহিত যাহা ইচ্ছা তাহাই আলাপ ব্যবহার করিলাম, মুখে যাহা আসিল তাহাই তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম, ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। অনেকে স্বামীর নিকট অশ্লীল কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। ইহা নিতান্তই অবৈধ। দুইটি অসার, অসত্য ও অশ্লীল কথা কহিয়া স্বামীর মন পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা পাওয়া অপেক্ষা না করাই

বরং শত গুণে মঙ্গলকর। স্বামী অভিন্ন-হৃদয়, প্রণয়-ভাজন বলিয়াই কি তাঁহার নিকট নির্লজ্জের মত অ-শ্লীল কথা কহা ও ব্যবহার করা ভার্য্যার কর্ত্তব্য ? না।·তাহা কখনই নহে। স্বামীর সহিত কথোপক-থন করিবার সময় স্ত্রীর গম্ভীরতা, নম্রতা ও ধীরতা অবলম্বন করা অবশ্য সঙ্গত। তাঁহার নিকট চঞ্চ-লতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। কখনও বাক্‌চপলতা করিও না। কারণ তাহাতে তিনি প্রাণে ব্যথা পাইতে পারেন। এবং এমন কোন কথা তাঁহাকে কহিবে না যাহাতে তাঁহার মনকষ্ট জ-ন্মিতে পারে বা জন্মিবার হেতু থাকে। পতির স-হিত অশিষ্ট বাক্যালাপও যেমন দোষণীয়, অশিষ্ট আচরণ করা এবং লজ্জাহীনতার পরিচয় দেওয়াও তেমন অন্যায়। আর এক শ্রেণীর স্ত্রী আছেন, তাঁ-হারা স্বামীর সহিত আলাপ করিতে আদতেই অব-গত নন। স্বামী দশ কথা জিজ্ঞাসা করিলে দুটি ক-থারও উত্তর দিতে সক্ষম নহেন। ইহাঁরা কখনও স্বামীসোহাগিনী হইতে পারেন না। এরূপ স্ত্রীলো-কের স্বামী প্রায়শঃ বিপথগামী হয়। কারণ, পুরুষ স্ত্রীর নিকট যাহা নিশ্চয় পাইবে ; যদি তাহা যথাস-ময়ে ভার্য্যার নিকট না মিলে কাজেই সে বাহিরে তাহা পাইবার জন্য আকুল প্রাণে ছুটিয়া থাকে :

শরলে, তুমি মধুর, বিনীত ও অকপট আলাপে স্বা-
মীর মন সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নবতী হইও। তিনি যখন
সংসারের অশেষবিধ জ্বালা, যন্ত্রণায় সন্তপ্তহৃদয়ে,
বিষাদবিমর্ষবদনে মনুষ্য জীবন অন্ধকারের ভীষণ
কূপ মনে করিয়া ক্লান্ত হন; তখন আপনার মুখের
মধু দ্বারা তাঁহাকে শান্ত ও সুখী করিতে প্রাণপণ
চেষ্টা করিও। দেখিও যেন তোমার কোন কথায়
তাঁহার মনোবেদনার প্রশ্রয় না হয়। যে সকল স্ত্রী
মৌখিক অনুরাগ দেখাইয়া পতির মন পাইবার জন্য
বেশী বেশী কথা কহে, তাহারা কখনও পতিপ্রেম
লাভ করিতে পারে না। এক সময়ে নিশ্চয় তাহাদের
বাক্যরূপ ইন্দ্রজাল ছিন্ন ভিন্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।
'আমি তোমাকে বড় ভালবাসি' এরূপ কথা স্বামীকে
বলা উচিত নহে। কার্য্য দ্বারাই ভালবাসা দেখান
উচিত। কথায় প্রকাশ করিলে কপটতারই পরি-
চয় দেওয়া হয়।

আর এক শ্রেণীর স্ত্রী আছেন, তাঁহারা স্বামীর
বড়ই বশীভূত। স্বামী যাহা বলেন নিরাপত্তিতে, অ-
বনতমস্তকে তাহাই স্বীকার করেন। স্বামীর স-
হিত একটুকু বিনীতভাবে তর্ক করিয়া স্বীকৃত হ-
ইতে সাহস বা বুদ্ধিতে বেড় পান না। পতি যদি
কহেন "চুরি করা অকর্ত্তব্য নহে" স্ত্রী অমনি সে ক-

থায় সায় দিয়া কহিলেন সত্য বটে। এরূপ বলাতে স্বামীর উন্নতির পথ কণ্টকিত করিতে হয়। সরলে, একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, কিন্তু এতাদৃশ শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারা যায়। আমরা যখন সংসারী, তখন আমাদের নিত্য করণীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় কত বিষয় আছে, যাহার জন্য অনেক সময় স্বামীর স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় পত্নী যদি একটুকু না ভাবিয়া না চিন্তিয়া ও না বুঝিয়া স্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে 'হয় হয়' বা 'নয় নয়' করেন, তবে যত অশুভ ও অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বামী যে পরামর্শই কেন জিজ্ঞাসা করুন না, ভাল করিয়া বুঝিয়া একটুকু তলাইয়া দেখিয়া তার উত্তর করা কর্ত্তব্য। না বুঝিয়া না শুনিয়া সহসা উত্তর দেওয়া যার পর নাই অন্যায়। স্বামী যদি কোন অন্যায় ও অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তুমি যতদূর বুঝিতে পার তাহার সেই অন্যায় ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের দোষগুলি অকুতোভয়ে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তখন যদি তুমি নীরবে তাহাতে সায় দেও, তাহা হইলে তুমি নিজ হস্তে স্বামীর সর্ব্বনাশ করিলে। কতকগুলি ক্ষুদ্রহৃদয়া, স্বার্থপরায়ণা,

নীচাশয়া স্ত্রী আছে, তাহারা শ্বশুর, শাশুড়ী ও পতির ভাই ভগ্নীর বিরুদ্ধে স্বামীকে কুমন্ত্রণা দেয়। তাহাদের তিল দোষ তাল প্রমাণ করিয়া স্বামীর কাণে দেওয়া কখনই মানুষীর কার্য্য নহে। আর হৃদয়শূন্য নির্ব্বোধ পতিই ঈদৃশ পত্নীর কুমন্ত্রণা গ্রহণ ও কার্য্যে পরিণত করে। সাবধান হও, তুমি কদাপি এইরূপ জঘন্য ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ও লোকবিগর্হিত কার্য্য করিয়া জনসমাজে কলঙ্কিনী হইও না। স্বামীর গৃহসুখে কাঁটা দিও না!

বিনয় ও শিষ্টাচার।

সরলে! বিনয় স্বভাবের মনোহর অলঙ্কার। স্ত্রীচরিত্রে বিনয় আরও মধুর, আরও মনোরম। নম্রশীলা রমণী মিষ্টবাক্যে অমৃত বর্ষণ করেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট থাকে। বিনীতা; কোমলতাময়ী ললনার প্রতি প্রাণ ভরিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। ফলতঃ বিনীতস্বভাবা, মধুরভাষিণী স্ত্রী যেমন পতিপ্রাণতোষিণী এবং পরিবারের আনন্দদায়িনী তেমন আর কেহই নহে। আমরাও তাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। যিনি যত বিনীতা, তিনি

তত মাননীয়া ; এবং পরিজনের আদরণীয়া। বিনীতারা গৃহস্থের ঘর আলোকিত করেন। শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজন বর্গ, জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং প্রতিবেশিনীগণ তৎপ্রতি এত সন্তুষ্ট থাকেন যে, তাঁহারা তাঁহার বিপদে নিজের বিপদ মনে করিয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ত্রুটি বা শৈথল্য করেন না।

মুগ্ধস্বভাবা, নম্রশীলা অবলার শত্রু নাই। তাঁহার বিনয় ও নম্র ব্যবহারের পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়। তিনি ভ্রমবশতঃ কোন অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও পরিজন বর্গ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। দুর্ব্বিনীতার ভাগ্যে তদ্রূপ ক্ষমা বড় ঘটে না। বিনয় সকল সময়ই মধুর। বঙ্গ-ললনাগণ অনেক সময় সে মধুরতা বুঝিতে পারেন না। অনেকে পরিবারের কাহারও নিকট একটুকু নম্র হওয়া কি একটুকু অবনতি স্বীকার করা মানহানি মনে করেন। এরূপ মনে করা কখনই বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুদ্রহৃদয়া স্ত্রীরাই স্বামীর ভগিনী, দেবর, পত্নীর নিকট উচ্চশির হইয়া থাকিতে বড় শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। ইহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল। স্বামীর ভগিনী, দেবরপত্নীর নিকট অহঙ্কার প্রকাশ করিলে তাহাদের অপ্রিয়ভাজনই হইতে হয়। তুমি তাহা-

দের হৃদয়গত যে ভক্তি ও শ্রদ্ধাটুকু পাইবার অধি-কারিণী এরূপ করিলে কখনও তাহা পাইতে পার না। স্বামী বড় চাকুরে কি, বড় ক্ষমতাশালী হইলে স্ত্রীর মনে মনে একটুকু দেমাক হয়। তিনি কাহারও নিকট নম্রভাবাপন্ন হইতে চাহেন না, ইহা বড় দোষের বিষয়। ক্ষমতাপন্ন লোকের ভার্য্যা হইলে তোমার যত শ্রেষ্ঠত্ব না হইবে, যদি তুমি বিনীতা হও, তবে তোমার শ্রেষ্টত্ব ততোধিক বর্দ্ধিত হইবে। আজ কাল লেখাপড়া শিখিয়া অনেক রমণী শাশু-ড়ীর নিকটও নম্রতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা মনে করেন যে, আমার মত বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিা জগতে আর নাই। তাঁহারা এরূপ ভাব মনোমধ্যে পোষণ করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বিনীতা হইয়া উঠেন। শাশুড়ী প্রভৃতি আত্মীয়কে ঘৃণার চক্ষে দে-খিতে থাকেন। ইহা বড় অন্যায়। যে গৃহে শাশুড়ী মুখরা, ক্রোধশীলা ও স্বার্থান্ধ। সে গৃহে বিনীতা বধূ থাকিলে কোন ক্রমেই বিবাদ বিসংবাদ হইতে পারে না। বধূ শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে মধুর বাক্যে ও বিনীত আচরণে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বশীভূত করিয়া রাখেন, সুতরাং কদাচ বিবাদ কলহ হইতে পারে না। শা-শুড়ী তাঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলেও লক্ষ্মী বৌ তাহাকে সৌজন্য এবং প্রিয় বাক্য দ্বারা লজ্জিত

করেন। যদি তুমি কাহারও প্রতি ভাল ব্যবহার কর, তিনিও তোমার প্রতি শিষ্ট আচরণ না করিয়া পারিবেন না। আর যাহারা অবিনীতা ও অপ্রিয়-বাদিনী তাহারা গৃহ-সুখের বাসা ভাঙ্গে। মুখরা স্ত্রীলোক গৃহের অলক্ষ্মী স্বরূপা। তাহার প্রতি কেহই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। স্বামীও তাহার মুখের দোষে সর্ব্বদা মর্ম্মপীড়িত থাকেন।

স্ত্রী, অপ্রিয়বাদিনী হইবেন না। অপ্রিয় বা-দিনী স্ত্রীলোক বড়ই ভয়ানক। যাহারা কর্কশ বাঁক্য প্রয়োগ করিয়া অপরের চিত্তে কষ্ট দেয়, শাস্ত্রকা-রেরা বলিয়াছেন, স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ কবি-বেন। মহাভারতে আছে, ডাকিলে যে স্ত্রী রাগত হইয়া উত্তর করে, সে কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। মিষ্ট বাক্যে সকলকেই তুষ্ট রাখিতে পারা যায়। বি-শেষতঃ মিষ্ট কথা বলিয়া শত্রুকেও মিত্র করা যায়। যাহারা অপ্রিয়বাদিনী তাহারা অপরের, অপরের কেন, পতি পুত্রেরও বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগকে কেহ ভালবাসে না। তাহাদের কার্য্যে কেহ সন্তুষ্ট হয় না। বড় বড় ঘরের অনেক স্ত্রীলো-ককে অত্যন্ত অপ্রিয়বাদিনী হইতে দেখা যায়। তাঁ-হারা সামান্য কারণেও অধীনস্থ আত্মীয় স্বজন ও চাকর বাকরকে কটু কথা কহিয়া মনে কষ্ট দেন।

এরূপ করা নিতান্তপর অন্যায়। আবার এরূপও অনেকে আছেন যে, তাঁহারা পূজ্যতম পতিকেও কটু কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হন না। এরূপ মুখরা স্ত্রীলোক কখনও পতিসোহাগিনী হইতে পারেন না। স্বামী তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকেন। স্বামীকে কটু বলিয়া কষ্ট দেওয়া মানুষীর কার্য্য নহে। বস্তুতঃ তাহা কলঙ্কিতহৃদয়া পিশাচীরই কার্য্য।

বিনয় গুণরাশিকে উজ্জ্বল করে। হৃদয়কে মধুর ও উদার করে। সুতরাং বিনয় শিক্ষা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। অভিভাবক ও গুরুজনের বাধ্য থাকিয়া তাঁহাদের আদেশ অনুসারে চলিবে। কখনও তাঁহাদের নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করিবে না। ইহাও বিনয়ের লক্ষণ। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা করিয়া অবিনয়ের পরিচয় দিবে না। স্ত্রীলোলোকের প্রগল্‌ভতা ভারি অন্যায়। স্বামীর নিকটও প্রগল্‌ভতা দেখাইবে না৹

শিষ্টাচার শিক্ষা করাও অবলার একান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা বিনয় অভ্যাস করেন,শিষ্টাচার শিক্ষা তার সঙ্গে সঙ্গেই হয়। যাঁহাকে যেরূপ সম্মান ও সমাদর করা উচিত; তাঁহাকে তদ্রূপ সম্মান করিবে। স্বামী, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, ঠাকুর ঝী, প্রভৃতি পূজনীয়গণ তোমার নিকট সম্মান পাইবার যোগ্য, কখনও তাঁ-

হাদিগকে অসম্মানিত করিও না। এমন কি তুমি যদি তোমার অধীনা গৃহের দাসীকেও শিষ্টাচার প্রদর্শন কর, তোমারই নীচত্ব প্রকাশ পাইবে। অধুনা বঙ্গমহিলাগণ শিষ্টাচারের বড় ধার ধারেন না, একজনের বাক্য শেষ না হইলে অন্যের কথা বলাও অশিষ্টের লক্ষণ। বঙ্গীয় ললনাগণের মধ্যে এ দোষ খুব প্রচলিত দেখা যায়। তাঁহারা যদি কাহারও সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে একজনের কথা শেষ হইতে না হইতেই আর এক জন তাঁহার মুখে চাপা দিয়া নিজের কথাটি বলিতে চেষ্টা পান ; তখন একে অন্যের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না। কেমন একটা হ য ব র ল হইয়া যায়। প্রথম যিনি কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার বাক্য যাবৎ শেষ না হয়, তাবৎ নীরব থাকাই শিষ্টাচার ও নীতিসঙ্গত। কাহারও নিকট ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবে না, যখন যাহার সহিতই কেন আলাপ কর না ধীরে ধীরে ও স্পষ্টরূপে কথা বলিবে। আলাপ ব্যবহারের সময় চঞ্চলতা প্রকাশ করা ভারি গর্হিত কর্ম্ম। শিষ্টাচার দ্বারা পরিজনবর্গকে আপ্যায়িত করিবে। গুরুজন ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিবে না। আনতবদনে কথা বলা বিনয় ও শিষ্টাচারের লক্ষণ।

সতীত্ব স্বর্গীয় রত্ন।

অন্তরের যে পবিত্রতায় অবলার শারীরিক সৌ-
ন্দর্য্যের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি হয়, যাহার অভাব হ-
ইলে সুন্দরী মাকাল ফলের ন্যায় বাহ্য সৌন্দর্য্যে
ভূষিত হইয়াও হৃদয়ে অস্পৃশ্য ভস্মভার বহন এবং
কাল ভুজঙ্গিনীবৎ লোক-হৃদয়ে বিজাতীয় ঘৃণা ও
ভয় উৎপাদন করে, সরলে! তাহারই নাম সতীত্ব।
সতীত্ব নারীর জীবন; সতীত্ব স্বর্গীয় রত্ন এবং সং-
সারে অমূল্য। সতী প্রাতঃস্মরণীয়া। সতীত্ব নারীর
চিরপূজ্য; সতী অনন্তকাল জগতের হৃদয়গত পূজা
পাইবেন। চন্দ্রালোকে যেমন পৃথিবী জ্যোৎস্নাময়
হয়, সতীর হৃদয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যেও তেমন পৃথিবী
আলোকিত হয়। পতিপ্রাণা সাধ্বী গৃহের পূর্ণ-
লক্ষ্মী। শাস্ত্রে উক্ত আছে, সংসারে সতীত্বের ন্যায়
রত্ন নাই, সতীর মত দেবী নাই। মধুরভাষিণী প-
তিব্রতা, স্বামীসেবিকা, সাধ্বী রমণী যে স্থানে বাস
করেন, সে স্থানই সংসারের নন্দনকানন এবং শা-
ন্তির শীতল আলয়। স্বামী দুঃখতাপে জর্জ্জরিত
হইয়া একমাত্র পতিভক্তা, প্রাণতোষিণী সতীর প-
বিত্র মুখমণ্ডল দেখিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হন, এবং
একমাত্র সতীর সুমিষ্ট সান্ত্বনাবাক্যে প্রকৃতিস্থ হ-

ইতে পারেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বসিয়া সতী স্ত্রী পতিকে স্বর্গসুখ ভোগ করাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ পতি, সতীর মধুর আচরণে, তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বে নিরাশায় আশা, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে অবলম্বন লাভ করেন। জগতে সতী নারীর পতি পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায় অচল, অটল ও উচ্চ। পতি সতীর সহবাসে যে বিশুদ্ধ সুখ-উপভোগ করিয়া থাকেন বিশ্ব সংসারে তাহার তুলনা নাই। সতীর পতি লক্ষপতি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সমাজে গণনীয়। সতী পতির জন্য না করিতে পারেন এমন কর্ম্মই নাই। পতি সতীর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়, স্বর্গ হইতেও উচ্চ এবং স্বচ্ছ দর্পণ স্বরূপ। যে পতিকে দ্বেষ করে, সাধ্বী তাহার মুখ দর্শনও করেন না। তিনি পতির পদসেবা করিয়া যেমন সুখ পান, তেমন সুখ অন্যের ভাগ্যে ঘটে না। সতীর প্রাণ পতির মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁহার মন পতি পদে, নয়ন পতির বদনমণ্ডলে পড়িয়া রহিয়াছে। সাধ্বী স্বামীর প্রফুল্ল মুখ দেখিলে যেমন সুখী ও সন্তুষ্ট হন, তেমন তাঁহার মলিন মুখ দেখিলে বিষাদসমুদ্রে ভাসিতে থাকেন।

সরলে! যে সতীত্ব বলে মানবী দেবী বলিয়া পূজ্য ও সম্মানিত হন, সেই অমূল্য ধন সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবতী হওয়া উচিত ও আবশ্যক।

মৃত্যুও ভাল এবং প্রার্থনীয়,তথাপি সতীত্বের অপমান করা ভাল ও প্রার্থনীয় নহে। যুগযুগান্তর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ডুবিয়া দগ্ধ হইতেও কষ্ট হয় না, সতীত্বের উচ্চ ও পবিত্র সিংহাসন হইতে এক চুল নামিয়া পড়িতে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। এখন বিবেচ্য এই, কিসে সতীধর্ম্ম বিশুদ্ধ থাকিতে পারে ? অদ্য তদ্বিষয় তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।

কুচিন্তা, কুভাবনা ও অপবিত্র কল্পনা মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। কারণ ক্ষণকালের জন্যও কুভাব মনে স্থান পাইলে সতীত্বে কলঙ্ক স্পর্শে। সতীত্ব এমনই পবিত্র বস্তু যে, উহা হইতে একচুল সরিয়া পড়িলেই কলঙ্কিত হইতে হয়। পতিতে পরিতুষ্টা থাকা সতীর লক্ষণ। তাঁহাতে একটুকু অসন্তুষ্ট হইলে এবং তাঁহার কুব্যবহারেও তাঁহাকে মনে মনে দ্বেষ করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়। স্ত্রী পতির অসাক্ষাতে সুখজনক কোন আমোদ উৎসবে মত্ত হইবে না। কারণ, তাহা সতীর অধর্ম্ম। পতি তোমার নিকট যাহা পাইবেন,যদি তুমি তাহা অন্যকে দেও,তাহা হইলে তুমি 'ব্যভিচারিণী' বলিয়া নিন্দিত ও ঘৃণিত হইবে। পতি পত্নী পরস্পরের নিকট ধর্ম্মতঃ যাহা পাইবার অধিকারী তাহা অন্যায়রূপে অন্যকে দান করাই ' ব্যভিচার '। মনু বলিয়াছেন, পতির অ-

গোচরে উপাহার প্রেরণ,ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে পরপু-
রুষের অঙ্গ স্পর্শন, একান্তে একাসনে বহুক্ষণ উপ-
বেশন অথবা শারীরিক কোন প্রকার সেবা করণও
'ব্যভিচার'। আমাদের দেশে মেয়েদের একটি
কু অভ্যাস এই যে, তাহারা দুইটি পুরুষ পাশাপাশি
হইয়া পৃথক্২ বসিয়াছে, তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া
যাইতেও সঙ্কুচিত হয় না। ইহা নিতান্ত অন্যায়।
শাস্ত্রে উক্ত আছে, এরূপ করাতেও সতীধর্ম্ম নষ্ট
হয়। কদাচ পরপুরুষকে পতি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং
পরপুরুষের সুখ-সৌভাগ্য এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া
প্রাণান্তেও স্বীয় স্বামীকে হেয় ও দুর্ভাগ্য মনে ক-
রিবে না। যে করে সে সতী নহে—পাপীয়সী।

স্বামীর চরিত্রদোষে অথবা তাঁহার অন্য কোন
কারণে স্ত্রী যদি একটুকু কষ্ট পায় বা অসুখ অসুবি-
ধায় পড়ে তাহা হইলে অনেকেই বলিয়া থাকে যে,
'আমি যদি ইহার হাতে না পড়িতাম বা বিধবা
হইয়া থাকিতাম তবে আর আমার এত কষ্ট, এত
জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। ইহা যারপরনাই
অন্যায়, এবং সতীর লক্ষণ নহে। সরলা, যদি তোমার
এই সকল দোষ থাকে তবে সত্বর পরিত্যাগ কর।
অনুচিত আমোদ প্রিয়তা, মন্দ বিলাসবাসনা কদাচ
অন্তরে স্থান দিবে না। যে সুখাভিলাষে ধর্ম্ম নষ্ট

হইতে পারে, সতী কখনই তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। কেন না এই সকল দুষ্প্রবৃত্তিই লোকদিগকে বিপথগামী করিয়া দারুণ নরক-দাবানলে নিয়ত দগ্ধ করে।

পুরুষজাতির মধ্যে কুলকলঙ্ক, দুরাচার পাপিষ্ঠ-দিগের প্রবঞ্চনায় দুর্ব্বলহৃদয়া অবলার অধঃপতন সংসাধিত হয়। সাবধান, তুমি প্রাণান্তেও তাহা-দের মুখ দর্শন এবং নাম স্মরণও করিও না। ইহারাই কুলবধূর মৃত্যুর কারণ। সর্ব্বদা মনে রাখিও, এই সমস্ত নরপিশাচদের হৃদয়ই জীবন্ত নরক। ইহারা জ্ঞাতি হউক, কুটুম্ব হউক কি বান্ধব বলিয়া পরিচি-তই হউক, তথাচ ইহাদিগকে দয়াশূন্য দস্যুদান-বের ন্যায় ভয় করিবে। খলপ্রকৃতি অপবিত্রহৃ-দয়া দুষ্টার সহিতও কুলবালার আলাপ করা সঙ্গত নয়। ইহাদের সংসর্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। নহিলে দুষ্টার অপবিত্রতায় তোমার চিত্ত কলঙ্কিত এবং হৃদয়ে পাপরূপ পিশাচ প্রবেশ করিতে পারে। সাধ্বী অসতীকে বিষবৎ পরিত্যাগ ও ঘৃণা করিবেন। পাপ ও পাপীর প্রতি অবজ্ঞা থাকাই নারীর মঙ্গল।

অসৎ পুস্তক পাঠ, অসৎ বিষয়ের আলাপ কখ-নই করিবে না। অতিশয় সুখাসক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বি-ষের ন্যায় কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়সংযম ধর্ম্ম রক্ষার

এক উৎকৃষ্ট উপায়। যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নহে, তাহার নরক ভোগ ও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে পশুত্বে প্রবর্ত্তিত করে। তোমার মনোবৃত্তি সকল সযত্নে পরিমার্জ্জিত কর এবং নিজ চরিত্রের উপর এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ, যেন তাহা কোন প্রকার দোষস্পর্শে দূষিত না হয়। ভগবানের প্রতি যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে। কাতর অন্তরে ভাক্তিভাবে ঈশ্বরের নিকট পতির ও নিজ চরিত্রের মঙ্গল কামনা করিও। কখনই আত্ম দোষ ঢাকিয়া রাখিও না। স্বামীর নিকট নিজ দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সদুপদেশ গ্রহণ করিও। ইহাতে লজ্জা বা অসম্মানের কিছুই কারণ নাই।

সতীর বিক্রম অপরিসীম, সতীত্বের মহিমা অনির্ব্বচনীয়! সতীর পবিত্র দৃষ্টি অমৃত এবং অগ্নি উভয়ই উদ্গীরণ করিতে পারে। মহাভারতে উক্ত আছে, নির্ম্মলহৃদয়া সতী দময়ন্তী ব্যাকুল প্রাণে, সাশ্রুনয়নে যখন বনে বনে একাকিনী পতির অন্বেষণ করিতে ছিলেন, তখন এক জঘন্যপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ ব্যাধ অসৎ অভিপ্রায়ে তাঁহার সম্মুখীন হওয়া মাত্রই তাঁহার অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে দগ্ধ এবং ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। সরলে! 'সতীর পবিত্রদৃষ্টি এইরূপই বটে।' ভগবান্ করুন, প্রত্যেক রমণীর চক্ষুই যেন

ঈদৃশ অনল উদ্গীরণ করিতে জানে। সাবিত্রী সতীত্বের অপ্রতিহত প্রভাবে মৃত পতিকে জীবন দান করিয়া ছিলেন। দেখ সতীত্বের কি আশ্চর্য্য মহত্ত্ব! আর সতীর কি অপূর্ব্ব প্রভাব! শত মুখে প্রশংসা করিলেও সতী ও সতীত্বের গুণগান সমাপ্তি হয় না। সতী কিরূপে দুর্নিবার বিপদ আপদে ও প্রলোভনের মধ্যে আত্ম পবিত্রতা অকলঙ্কিত রাখিতে পারেন সীতার বৃত্তান্ত শুনিলেই জানিতে পারিবে। সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন, সীতা প্রবলপরাক্রান্ত রাবণের সম্পূর্ণ বশে নীতা হইয়াও পতিধ্যানে সতীত্বধর্ম রক্ষা করিয়া ছিলেন। দশাননের শত অনুনয়ে শত তিরস্কার ও ক্রোধে তিনি বিচলিতচিত্ত হন নাই এবং রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল বিক্রম ও অপ্রতিহত প্রভুত্ব তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছেন। বস্তুতঃ যিনি জানিয়াছেন পতি এক বই দুই জন হয় না, আত্মদান একবার বই দুইবার করা যায় না; আর বুঝিয়াছেন, সতীত্বই নারীর জীবন, সতীত্বই নারীর সম্পদ, সতীত্বধনে জলাঞ্জলি দিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গল; প্রাণ হইতেও সতীত্ব প্রিয়, পূজ্য ও আদরনীয় এবং অমূল্য। সেই সতী, পাপিষ্ঠ দুরাচার প্রভৃতি নরপিশাচের বশে থাকিয়াও আপনাকে নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ থাকিতে পারেন। শুদ্ধ-

চারিণী সতীর কিছুতেই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না। স-
তীর হৃদয় সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শ, আকাশের ন্যায়
অনন্ত এবং কুসুমের ন্যায় কোমল অথচ সতীত্ব রক্ষার্থ
বজ্রসমষ্টির ন্যায় সুদৃঢ়। সতীর সাহস অপরিসীম।
ধর্ম্মের জন্য সাহস, বিপন্ন পতির জন্য সাহস অবশ্য
অবলম্বনীয় ও প্রশংসনীয়। সীতা ও দ্রৌপদী স্বীয়
স্বীয় স্বামীকে সৎসাহসিকতা সহকারে বৃদ্ধ মন্ত্রীর
ন্যায় উপদেশ দিতেন।

সরলে! সতী যেমন স্বীয় পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ
রাখিয়া বিমলানন্দ ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ ক-
রেন; জনসমাজের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া
থাকেন; ইহ লোকে স্বামীসেবা করিয়া লোকহৃ-
দয়ে রাজত্ব স্থাপন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া
যান এবং পরলোকে অমৃতের অধিকারিণী হন;
অসতী তেমনই নিয়ত লাঞ্ছনার দারুণ প্রহারে
জীবন্মৃত হইয়া থাকে এবং লোকগঞ্জনা ও লোক-
তাড়নায় অধীর হইয়া সংসার অন্ধকার দেখিয়া
থাকে! তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য্য—অ-
বশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রে উক্ত আছে, অসতী নরক দাবানলে
দগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে।
সতী স্বর্গের ন্যায় উচ্চ, পবিত্রা ও চিরপূজ্যা। অসতী
নরকের কীট, বিষক্রিমির ন্যায় নীচ ও অপবিত্র। ব্য-

ভিচারিণী জগতের কণ্টক স্বরূপ। ইহাদ্বারা লোক-সমাজের যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে কিছুতেই তাহা নিরাকৃত হয় না। জগতে সতীর তুলনা নাই। অনন্তকাল সতী পূজা পাইবেন। সতী সধ্বীর সুখ, শান্তি ও সম্মান অবিচলিত; কলঙ্কিনী অসুখ অ-শান্তি ও অসম্মান চিরকাল ভোগ করিবে। সতী শত-গ্রন্থি বাস পরিধানে, ভিখারী পতির জীর্ণ কুটীরে থাকিয়া যে পবিত্র সুখ ভোগ করিতে পান, অসতী উচ্চ রম্য অট্টালিকায় বসিয়া মণিকাঞ্চনে ভূষিত হইয়াও সে সুখের মুখদর্শন করিতে পায় না। সতী দেবীর ন্যায় পূজনীয়া; অসতী শৃগালী ও কু-ক্কুরীর ন্যায় ঘৃণনীয়া। তাহার বিড়ম্বনা ও দুঃখের অবধি নাই। সে অনায়াসে হাসিতে হাসিতে প-তির শিরশ্ছেদ করিতে পারে! জগতে এমন কুকর্ম্ম নাই, যাহা সে করিতে পারে না। সে দস্যুর ন্যায় পরের প্রাণনষ্ট করিতেও ভীত বা কুণ্ঠিত হয় না। দূরদর্শী চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, সর্পের সহিত গৃহবাস করিলে যেমন মৃত্যু অবধারিত, তেমন দুষ্টা লইয়া ঘর কন্না করিলেও নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে।

সরলে, তোমাকে এতদ্বিষয়ে আর অধিক ব-লিতে ইচ্ছা করি না। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পবিত্রতাই রমণীর জীবন। প্রাণ দিও তবু পবিত্র-

তাকে পরিত্যাগ করিওনা। সতীর সকল বিষয়েই পবিত্র থাকা আবশ্যক এবং উচিত। পবিত্রতাশূন্যা স্ত্রী, বায়ুশূন্য জীবন উভয়ই তুল্য। ঈশ্বর করুন যেন, নারী-নাম-ধারিণী প্রত্যেকের প্রাণই পবিত্রতার জন্য লালায়িত থাকে। আর এক কথা এই, যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে জানেন তিনিই সুরক্ষিত। নহিলে জগতের সমস্ত লোক আসিলেও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, 'বিশ্বস্ত ও হিতকারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা। যাহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করে তাহারাই সুরক্ষিতা। অতএব তুমি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে যত্নবতী হও।

সন্তোষ।

সরলে! মনু বলিয়াছেন, "সুখাভিলাষী ব্যক্তি সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও সন্তোষসম্পন্ন হইবেন। কারণ সন্তোষই সুখের মূল এবং অসন্তোষই দুঃখের মূল জানিবে।" আক্ষেপের বিষয়, দারিদ্র্যপ্রপীড়িত বঙ্গ-পরিবারে সন্তোষহীনা মহীলাগণ আরও অসুখ ও অশান্তি আনয়ন করিতেছেন। ইহাঁরা স্বা-

মীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করেন না, দেশের দুর্দ্দশা ভাবেন না, স্বামীর সামান্য উপার্জ্জনে ও সংসারিক সুখের অনটনে শুধু অসন্তোষই প্রকাশ করিয়া থাকেন। যদি স্বামী স্ত্রীর ফরমাইস মত বিলাস দ্রব্য না আনিয়া দেন তবে পত্নী তাহাতেই পতির অনুরাগের অভাব দেখিয়া মুখ ভার করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অন্যায়। পতি পত্নীকে বসনভূষণে ভূষিত দেখিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। তিনি কি পার্য্যমাণে স্ত্রীকে ভাল খাওয়াইতে,ভাল পরাইতে কুণ্ঠিত হন? কখনই নহে। অবস্থা বুঝিয়া সুখের বাসনা করিলে অতৃপ্তির আগুনে পুড়িতে হয় না। সন্তোষ সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যাহার হৃদয়ে সন্তোষ আছে সে সকল সময়ই সুখী। সন্তোষ স্পর্শমণি স্বরূপ। রোগীর অসহ্য রোগযন্ত্রণা, দরিদ্রের অনিবার্য্য লাঞ্ছনা, বিপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ের অসহনীয় তুফান রাশি,.শোকাতুরের অগাধ বেদনা সন্তোষের শীতলতায় দূর হইয়া যায়। যে পরিবারে সন্তোষ বিরাজ করে, সে পরিবারই প্রকৃত সুখী। সন্তোষ সকলকেই অমৃত দান করে। তাহার দয়ার চক্ষে ধনী দরিদ্র, বড় ছোট নাই; সে সকলকেই সমান স্নেহ দান করে। সন্তোষ সকলেরই অবলম্বনীয়। যাহাদের অন্তঃকরণ শান্ত, সরল ও বিশুদ্ধ

তাহারাই সন্তোষরূপ অমূল্য স্পর্শমণি লাভে সুখী হয়। চিরসন্তোষ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সংসারের বিপদই সন্তোষের প্রধান শত্রু। যাহারা বিপদ সাগরের উচ্চ তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খায়, তাহারা যদি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তিষ্ঠিতে পারে, তবে সন্তোষ তাহাদিগকে সুখ আনিয়া স্বহস্তে বিলাইয়া দেয়। তাহারা সন্তোষের প্রসাদে বিপদের অসহনীয় তাড়নেও সুখানুভব করিতে পারে। তাই বলি বিপদে পড়িলে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। যাহাতে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহাই করা উচিত। বিপদে আকুলিত হইয়া সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিলে হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়; উৎসাহ উদ্যম কিছুই থাকে না। যাহার যেমন অবস্থা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া অবস্থা ভাল করিতে যত্ন করাই শ্রেয়ঃ। যাহারা অভাব পূর্ণ হইলেও অসন্তুষ্ট থাকে তাহারা কেবলই নিরাশার আগুনে দগ্ধ হয়। তাহাদের শান্তি সুদূরপরাহত।

অল্পে সন্তুষ্ট থাকিবে। যেসকল রমণী অল্পে তুষ্টা নহে, তাহারা আজীবন কষ্টই পায়। স্বামী যে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন স্ত্রীর কর্ত্তব্য তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকা। নহিলে স্বামীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিতে হয় এবং তাঁহার মনক্ষুণ্ণের কারণ হইতে

হয়। তোমার সহচরী মনোরমার স্বামী দুই শত টাকা বেতনে চাকুরী করেন; সুতরাং মনোরমা ভাল খায়, ভাল পরে; অর্থের অভাব জনিত কোন কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু তোমার স্বামী বিশ টাকা বেতনে একটি সামান্য কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিও নাই। কাজেই তুমি মনোরমার ন্যায় ভাল খাইতে, ভাল পরিতে পাও না। তোমার স্বামী তোমাকে এক ছড়া মোহনমালা গড়াইয়া দিতে পারেন না। এজন্য যদি তুমি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাক, স্বামীকে ত্যক্ত বিরক্ত কর তাহা হইলে কি তোমার পত্নীর কার্য্য করা হয়? কখনই নহে। স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া যদি তোমার এক বেলাও খাইতে হয় তাহাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা অবশ্য উচিত। আর যাহাতে দুইটি টাকা ঘরে আইসে তাহাতে স্বামীকে সাহায্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সন্তোষ, সকল সময়ই সকলকে সুখী করিতে পারে। কিন্তু অল্প বিষয়ে অধিক সন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নহে। কেহ কেহ অন্যের একটুকু সামান্য ভাল ব্যবহার পাইলে, পরের মুখে নিজ প্রশংসার কথা শুনিলে অথবা অন্যে একটুকু স্নেহ করিলেই অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা কেবল লঘু চিত্তের কার্য্য। তুমি এইরূপ লঘুচিত্ততা পরি-

ত্যাগ করিও। ধর্ম্ম পথে থাকিয়া যে সন্তোষ লাভ হয়, তাহার ক্ষয় হয় না; সে সন্তোষ বড়ই সুখকর, বড়ই পবিত্র, বড়ই স্পৃহণীয়। আশা করি তুমি এইরূপ সন্তোষ লাভে আন্তরিক যত্ন করিবে।

নারী-হৃদয়।

নারী-হৃদয় অতিমাত্র কোমল এবং অতিমাত্র স্নেহ-মমতা-পূর্ণ। কিন্তু এত মিষ্ট গুণ সত্ত্বেও নারী-হৃদয়ের যে একটি গুরুতর দোষ আছে তাহাই তাহার অনেক সময় সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। নারীহৃদয় বন্যার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় অতীব বেগশালী ও দুর্ণিবার। অথচ বিচার শক্তিও অতি ক্ষীণা, মানসিক বলও অতি দুর্ব্বল। হৃদয়ের এইরূপ আবেগে, বিচার শক্তির এইরূপ দুর্ব্বলতায় এবং মানসিক বলের এইরূপ ক্ষীণতায় স্ত্রীলোকের যেরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, আর কিছুতেই তদ্রূপ হয় কি না সন্দেহ। স্ত্রীচরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা হৃদয়ের প্রাবল্য বশতঃ কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিতে, পিশাচীর পরিচ্ছদ এবং চরিত্র ধারণ করিতে অনুমাত্রও শঙ্কিত হয় না। এই কারণেই দুষ্টা নারী মন্দ হইতেও মন্দ, নরকের পিশাচী হই-

তেও নিকৃষ্টা। ইহারা না করিতে পারে এমন কুকর্ম্মই নাই। এই জন্যই দূরদর্শী শাস্ত্রকারগণ দুষ্টা নারীতে আর সর্পে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাননাই। দুষ্টা নারী অনেক সময় স্বামীঘাতিনীও হইয়া থাকে। কারণ তাহাদের মানসিক বল এত দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য যে, তাহারা হঠাৎ উত্তেজনা বশতঃ ঐরূপ পাশব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে কিছুতেই হৃদয়ের বেগ নিরোধ এবং আত্ম সংযম করিতে পারে না। এজন্য স্ত্রী-লোক ভাল হইলে স্বর্গের দেবী,আর মন্দ হইলে নর-কের কীট হইতেও নিকৃষ্টা হয়। যদি একবার কোন প্রকারে স্ত্রীচরিত্র দূষিত হয়, নারী-হৃদয়ে, পাশবরৃত্তি একটুকু প্রভুত্ব পায়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই; তখন তাহাকে বাঁধ, কাট, মার কিছু-তেই সে পাপের পথ পরিহার করিতে চাহিবে না; কিছুতেই তাহার হৃদয়ের প্রবল বেগ থামাইতে পা-রিবে না। তখন সে তৃণের ন্যায় পাপে ডুবিবে ভাসিবে; লাঞ্ছনা এবং দণ্ডের একশেষ ভোগ ক-রিবে, তবুও দুষ্ট বাসনা সংযত করিবে না, পাপ সুখেচ্ছা পরিত্যাগিনী হইবে না। এজন্য তাহারা স্নেহমমতাদি গুণে ভূষিত হইয়াও হৃদয়ে ভস্ম-ভার বহন করে এবং স্ত্রীস্বভাব-সুলভ গুণাবলী কার্য্যে ব্যবহার করিতে গিয়া কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়।

তখন ভবিষ্যতের তীব্র গরলও তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না; অসম্মান ও অপযশের কঠিন পীড়নেও তাহাদের কোমল হৃদয় ব্যথিত হয় না। যে রমণী একবার বিপথগামিনী হইয়াছে, সে কলঙ্কের ভয় করে না, মরণের ভয় রাখে না, সমাজের ধার ধারে না, এবং প্রাণপ্রতিম সন্তানের স্নেহ-শিকলি কাটিতেও দুঃখিত বা ব্যথিত হয় না। ইহার সম্পূর্ণ হেতু হৃদয়ের আবেগ। এইরূপ সর্ব্বনাশক হৃদয়ের বেগ সংযত করিতে যত্নবতী হওয়া নারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সরলে, তুমি বলিতে পার ইহা স্বভাবসিদ্ধ; প্রকৃতির উপর কাহারও হাত নাই। আমি কিন্তু এ কথায় সায় দিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, ইহা স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ইহার উপর লোকের হাত আছে। উপযুক্ত রূপ শিক্ষিতা, এবং সুরক্ষিতা হইলে অনেকাংশে এই দোষ গুণে পরিণত হইতে পারে। হৃদয়ের এইরূপ আবেগ যদি ধর্ম্মের পথে লইয়া যাওয়া যায়, তবে নারীর পক্ষে স্বর্গ অতি সুলভ ও নিকটবর্ত্তী হইতে পারে।

স্ত্রী চরিত্রে দেখা যায়, তাহারা হৃদয়ের এইরূপ প্রবল আবেগ বশতঃ, যাহারা তাহাদের স্নেহ ও ভালবাসার তাহারা তাহাদের নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্ব্বগুণে গুণী। আর যাহারা প্রিয়

ও স্নেহের পাত্র নহে তাহারা তাহাদের নিকট সুন্দর হইলেও শ্রীহীন, গুণবান হইলেও গুণহীন। তার পর ইহারা যদি কাহারও উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে যেমন বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, তেমন আর কাহাকেও নহে; দুই দিন পূর্ব্বে তাহার গুণের পক্ষপাতী ছিল, দেখিবে আজ তাহার দোষগ্রাহিণী; শতমুখে তাহার নিন্দা করিতেছে। স্ত্রীগণ মনের এই দুর্ব্বলতাটুকু কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহা ভাল নহে। ইহারা এইরূপ মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ শত্রুর নিকটও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা ব্যক্তিবিশেষের সামান্য গুণ দেখিয়া, তাহাতে অকিঞ্চিৎকর স্বজনভাব বুঝিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হয়, আবার তাহাতেই সামান্য দোষ বা পরভাব দেখিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহাকে শত্রু ভাবিয়াছে, পরমুহূর্ত্তে দেখ গিয়া তাহাকেই পরম মিত্র জ্ঞানে আত্ম সমপণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে, তুমি আমার ভাই, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সকল, তোমার মত আমাদের আত্মীয় কেহ নাই, এইরূপ মিষ্ট বাক্য কহিয়া পূর্ব্ব শত্রুতার লাঘব করিতে চেষ্টা পায়। এইরূপ করাতে যে, সময় সময় তাহাদের গুরুতর অনিষ্ট

হইয়া থাকে তাহা তাহারা বুঝে না, ভাবিয়াও দেখে না আমাদের গ্রামে বসুদের বাড়ীর মেয়েদের স্বভাব ঠিক এইরূপ। তাহাদের সকলই শত্রু, সকলই মিত্র। দেখিয়াছি তাহারা শত্রুকেও মিত্র জ্ঞান করিয়া নিজহস্তে আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আজ যাহাকে শত্রুজ্ঞানে কটু কহিয়া মর্ম্মপীড়িত করিয়াছে, কালই তাহাকে মিত্রভাবে তোমামোদের মধু ঢালিয়া দিতেছে। ইহারা যেমন নির্লজ্জ, তেমন আর কেহই নহে। ইহাদের সম্মানবোধ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানও ঠিক ঐরূপ। এই জন্যই উহারা এত দুর্ণামভাগিনী হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীহৃদয় যেমন আবেগময়, তেমন বিচার শক্তি হীন। তাহারা যখন যে বিষয়ের জন্য লালসাবতী হয়, যখন যে বাসনা তাহাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখন তাহার চরিতার্থ না করিতে পারিলে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে! সংসার রসাতলে যাউক, সহস্র বিপদ ও ক্ষতি ঘটুক, তবু তাহাদের ইচ্ছা পরিপূরণ হওয়া চাই! তাহাকে হাজার বুঝাও, শত বার নিষেধ কর, তর্কযুক্তি দ্বারা তাহার দোষ দেখাও কিছুতেই তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিবে না; যায় প্রাণ যাউক, তবু বাসনা পূর্ণ হউক! সরলে, ভাবিয়া দেখ, এইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থ ঘটান কি

মানুষিক কর্ম্ম? কর্ত্তব্য আর ইচ্ছা এক নহে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ইহারা ইচ্ছারদায়ে, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের মস্তকে অনায়াসে পদাঘাত করিতে পারে। ইহারা সুখ ও বিলাস-বাসনার আতি-শয্য বশতঃ স্বামীর সর্ব্বনাশ ঘটায়। অবস্থা বুঝে না, সময় দেখে না, অনুরোধ উপরোধ ও বাধাবিঘ্ন মানে না, যখন যে ইচ্ছা বলবতী হয় তখনই তাহার চরিতার্থতার জন্য পাগলিনী হইয়া উঠে। সীতা রা-জনন্দিনী, রাজার বধূ ও দেব স্বামীর পত্নী হইয়া সামান্য স্বর্ণমৃগের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সোণার কুরঙ্গলাভেচ্ছা তাঁহাকে কি বিপ-দেই না পাতিত করিল। তিনি কর্ত্তব্য ভুলিয়া ই-চ্ছার বশীভূতা হইয়া কি অনর্থই না ঘটাইলেন? তাঁহার কিসের অভাব ছিল? স্বয়ং পূর্ণলক্ষ্মী, আশৈ-শব রাজসুখে প্রতিপালিত, ছার সোণা তাঁহার পক্ষে তৃণবৎ বইত নয়? তিনিই স্বর্ণমৃগ দেখিয়া ভুলিয়া গেলেন, মৃগের কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিলেন না। কারণ, তিনি হৃদয়ের আবেগ বশতঃ বাসনার বশ-বর্ত্তিনী হইয়া আত্মহারা হইলেন। নিজে নিজের দুঃখের দিন ডাকিয়া আনিলেন। যদি তিনি ঐরূপ ইচ্ছার নিকট না বিকাইতেন তবে তাঁহার দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না।

বর্ত্তমান সময়ে একান্নবর্ত্তিতা প্রায় উঠিয়া যা-ইতেছে। তাহারও মূল কারণ স্ত্রীলোকের হৃদয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্ত্রীলোক হঠাৎ হৃদয়ের উত্তেজনা বশতঃ স্বজনের প্রতি, তাহার সামান্য গুণে সন্তুষ্ট ও সামান্য দোষে রুষ্ট হইয়া থাকে। এই দোষ বশতঃ, যদি পরিবারের কাহারও সহিত একটুকু মনোবাদ হয় তবেই তাহারা বিপক্ষকে নির্য্যাতন করিবার জন্য নানা অসদুপায় অবলম্বন করে। ভিন্ন হাঁড়ি করিতে স্বামীকে মন্ত্রণা দেয়। যদি স্বামী তাহাতে অসম্মত হন, তখন কাঁদেন কাটেন, শাঁখা ভাঙ্গেন; নিরম্বু উপবাসে দিন কাটাইতে প্রস্তুত হন। মুখে আর হাসি থাকে না, মনে আর সুখ থাকে না, কেবল হৃদয়ে এক জ্বালা, এক পোড়া, এক ভাবনা, একই ধ্যান, একই চিন্তা। এজন্যই জ্ঞানীগণ বলেন স্ত্রী বুদ্ধিতে প্রলয় উপস্থিত হয়। সরলে, তুমি আপ-নার হৃদয়ে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, এই সব দোষ তোমাতেও আছে; তোমার হৃদয়ও জলস্রো-তের ন্যায় একদিক বহিতেছে। কিন্তু ভগিনি, সা-বধান, প্রাণ থাকিতে ন্যায়ের অনুশাসন তুচ্ছ ক-রিও না; কর্ত্তব্য-পথ হারাইও না; ধর্ম্মের দিক চাহিয়া, আপনার সময় ও অবস্থা বুঝিয়া, নিজের গুরুত্ব ভাবিয়া ধীর, স্থির, শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে

কার্য্য করিও। হঠাৎ হৃদয়ের আবেগ বা উত্তেজনা বশতঃ, না বুঝিয়া না শুনিয়া, বর্ত্তমান না দেখিয়া ভবিষ্যৎ অগ্নিময় করিয়া কোন কাজ করিও না। সর্ব্বদাই আপন হৃদয়কে জ্ঞান দ্বারা মার্জ্জিত এবং ধর্ম্ম দ্বারা শাসিত করিও। কোন মতে উচ্ছৃঙ্খলতা হৃদয়ে স্থান দিও না। ইচ্ছার প্রবলতা, মনের দুর্ব্বলতা, লালসার ঐকান্তিকতা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ কর। সর্ব্বদা মনে রাখিও অতিশয় কিছুই ভাল নহে।

কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন ?

অধুনা বঙ্গে যেরূপ ভাবে স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছে ইহাতে ভবিষ্যৎ ভাল হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না। শিক্ষা এক কথা, আর শিক্ষার ভাণ আর এক কথা। আজ কাল অনেক বঙ্গললনা শিক্ষার ভাণ করিয়া অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। অধিকন্তু পুরুষের দোষে ও শিক্ষার গুণে নারীগণ নির্লজ্জা বনিয়া যাইতেছেন। ইহা কখনই ভাল নহে। তার পর, কালির আঁচড় দিতে পারিলেই অনেকে আবার আপনাকে বিদ্যাবতী বা সরস্বতী মনে করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" হইয়া উঠে। ইহারাই রাগ, দ্বেষ,

অভিমান ও আলস্য প্রভৃতি দোষে দূষিতচিত্ত হ-
ইয়া পারিবারিক সুখে বিষ ঢালিয়া দেন। যেরূপ
শিক্ষায় বঙ্গ মহিলার সম্মান বোধ ও কর্ত্তব্য জ্ঞান
জন্মে, তাঁহাদের চরিত্রের শোভায় গৃহ ও বঙ্গদেশ
সুশোভিত হয় এবং তাঁহাদের পবিত্রতায় গৃহে
স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয়; স্বামী-সেবা, শ্বশ্রূ,
শ্বশুর, ভাশুর, দেবর প্রভৃতি স্বজনের সহিত সদ্ভাব
স্থাপন পূর্ব্বক সংসারসুখে সুখী হইতে পারে, আ-
মার মতে সেইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন; যে শি-
ক্ষায় গৃহকর্ম্ম ও সন্তান পালনে দক্ষা হইয়া জীবনের
উন্নতি করিতে পারে তদ্রূপ শিক্ষাই আমাদের বা-
ঞ্ছনীয়। ইহা ভিন্ন বঙ্গরমণীর অন্য শিক্ষার আবশ্য-
কতা দৃষ্ট হয় না। শিক্ষার গুণ যদি রমণী হৃদয়ে
কার্য্যকারী না হয়, তবে সে শিক্ষার ফল কি? সুশি-
ক্ষায় মনোবৃত্তি সকল মার্জ্জিত এবং অন্তঃকরণ প্র-
শস্ত ও উদার হয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে, চপলতা দূর
করে এবং চরিত্রের উন্নতি সংসাধিত হয়। যদি
তাহাই না হইল তবে দেশে স্ত্রীশিক্ষার ভাণ করিয়া
মহিলাগণের মাথা খাওয়া কখনই কর্ত্তব্য ও মানু-
ষের কার্য্য নহে। তুমি যে সামান্য লেখা পড়া
শিখিয়াছ ইহাই যথেষ্ট; এখন গৃহকার্য্য, সন্তানপা-
লন, গৃহিণীপনা প্রভৃতি যাহা আমাদের অত্যন্ত প্র-

য়োজনীয় সেই সব বিষয় শিক্ষা কর। অবলার পক্ষে পুঁথিগত বিদ্যার কোন দরকার নাই। আর আজ্‌কাল সামান্য একটুকু লেখাপড়া শিখিয়া বা 'শিশুশিক্ষার' প্রথম পাতা শেষ করিয়াই মেয়েরা অভিমানিনী হইয়া উঠেন, গৃহের বুড়ার দোহাই মানেন না, স্বামীর কথা শুনেন না, ভালমন্দ ভাবেন না,লজ্জার ধার ধারেন না,মনে যাহা লয় প্রায় তাহাই করেন। এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা কুত্রাপি ভাল নহে। তুমি পাছে এইরূপ অন্যায় পথের অনুসরণ কর, তাহা হইলে কিন্তু ভাল হইবে না। দেখ সরলা, একদিন আমারও এইরূপ অল্প বিদ্যা গুণ হইয়া দোষের হ-ইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় অধিক দিন আর আমার লোকনিন্দা, শাশুড়ীর তিরস্কার, স্বামীর বিরাগ সহ্য করিতে হইল না। উৎকৃষ্ট স্ত্রী-পাঠ্য কএকখানা গ্রন্থ পড়ায় আমার চৈতন্য জন্মিল; আমি গ্রন্থের উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইলাম। ক্রমে ক্রমে সকল দোষ দূর হইল, আমি ভাল হইলাম। শশুর শাশুড়ী আমাকে ভাল হইবার চেষ্টা দেখিয়া আমাকে দুইহস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। স্বামীরও মনের কষ্ট দূর হইল; তিনি অধিকতর অনুরাগ দেখাইতে লাগিলেন। আমার ভাল হইতে চেষ্টা দেখিয়া তিনি একদিন

আমাকে সাদরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, অদ্য আমি স্বর্গের অর্দ্ধেক সিঁড়িতে উঠিয়াছি; যে দিন তুমি সচ্চরিত্রা, কর্ত্তব্যপরায়ণা, গৃহকর্ম্মে দক্ষা এবং শরচ্চন্দ্রের ন্যায় পরিবারের আনন্দদায়িনী হইবে, সেইদিন আমি স্বর্গে উঠিব; সেই দিন আমার জীবনাকাশে নূতন চাঁদ উদয় হইবে। সরলে, অদ্য হইতে তুমি এইরূপ শিক্ষা পাইতে চেষ্টিত হও, যাহাতে সংসারে সুখী হওয়া যায় এবং স্বামীকে স্বর্গসুখে সুখী করিয়া নারী জন্ম সার্থক করিতে পার। সে শিক্ষা কি? যদি এই প্রস্তাবটি নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিয়া থাক তাহা হইলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

শিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হয়, কুসংস্কার দূর হয়। বস্তুতঃ শিক্ষা চন্দ্রের ন্যায় হৃদয়কে প্রফুল্ল এবং উদ্ভাসিত করে, চরিত্রের শোভা সংবর্দ্ধিত হয়। বস্তুতঃ চরিত্রের উন্নতির জন্যই শিক্ষা। যদি শিক্ষায় চরিত্র বিশুদ্ধ, উন্নত ও আদর্শ না হইল, তবে সে শিক্ষাকে কদাচ শিক্ষা বলিতে পারি না। সেরূপ শিক্ষা বিষবৎ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যে শিক্ষায় চিত্তচাঞ্চল্য জন্মায়; বিলাসবাসনা, অন্যায় সুখাসক্তি দ্বারা হৃদয় কলুষিত হয় সেই প্রণালীর শিক্ষার ত্রিসীমায় পদার্পণ করাও বিধেয় নহে।

আজ কাল মেয়েরা লেখা পড়া শিখিয়া বড় বিলাসিনী হইয়া পড়িতেছেন। দরিদ্রা বঙ্গ-মহিলার বিলাসিতা শোভা পায় না। গৃহস্থের বৌ ঝী বিলাসিনী হইলে ভিটায় পুকুর না হইবে কেন ? সরলে, তুমি অত্যধিক বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া স্বামীকে দারিদ্র্য-দুঃখে দগ্ধ করিও না। সর্ব্বদা মনে রাখিও, অন্যায় সুখেচ্ছা, অত্যধিক বিলাস বাসনা, লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করে এবং মান সম্ভ্রম, বিদ্যা ও বুদ্ধি সকলই নষ্ট করিয়া ফেলে। অধুনা, যে প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছে তাহা বঙ্গ-ললনার পক্ষে প্রশস্ত নহে। পরন্তু ইহাতে কুফল ফলিবারই সমধিক সম্ভাবনা। অধিক কি, অনেক কুলকন্যা কুফল ভোগ না করিতেছেন এমনও নহে। তাঁহারা বিলাসিতা, কৃত্রিমতা ও নির্লজ্জতা প্রভৃতি দোষে দূষিত হইতেছেন। বঙ্গললনার পক্ষে ইহা নিতান্তই ঘৃণার কথা। অনেক পুরুষ ইচ্ছা করিয়াও আপন স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীকে ঐরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহাদের দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করা সঙ্গত নয় কি ? আর সেরূপ শিক্ষার সুফল ও কুফলের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত মনে করি। যদি তাঁহারাই ইচ্ছা করিয়া স্বীয় স্বীয় স্ত্রী কন্যা

ও ভগ্নীকে কুশিক্ষার পাহাড়ে উঠাইয়া দুর্গতির সা-গরগর্ভে নিক্ষেপ করেন তবে রক্ষা করিবে কে ?

চাল চলন ও লজ্জাশীলতা।

সরলে ! লজ্জাশীলতা স্ত্রীসৌন্দর্য্যকে প্রফুল্লিত ও উদ্ভাসিত করে। লজ্জা স্ত্রীহৃদয়ের অতুল ভূষণ। যে স্ত্রীর লজ্জা নাই তাহার হৃদয় সুসার ও দোষ-স্পর্শশূন্য নহে। তাহাকে দেখিলেই যেন মনে কে-মন এক ভয়ের সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ লজ্জা এমনই একটি অপূর্ব্ব জিনিস, ইহার অভাবে স্ত্রীলোকের স-মুদয় গুণ নষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। লজ্জাহীনা রমণীর প্রতি লোকের হৃদয়গত ভক্তি ও শ্রদ্ধা থা-কিতে পারে না। সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়, নির্লজ্জা ললনার প্রতি ব্যক্তি মাত্রেরই যেন একটুকু আন্তরিক রাগ, দ্বেষ ও ঘৃণা জন্মিয়া আছে; তাহা থাকাও বাঞ্ছনীয়। যদি নির্লজ্জা রমণীর প্রতি কা-হারও আন্তরিক ঘৃণা না থাকে, তবে নিশ্চয় অবলা জাতি অচিরে একটি মহামূল্য রত্ন হারাইবেন।

লজ্জাবতী ললনার লজ্জাযুক্ত মুখপদ্ম বড়ই সু-ন্দর, বড়ই পবিত্র, বড়ই মনোহর। তাঁহাকে দে-খিলেই যেন হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয় এবং

মন ভক্তিরসে দ্রব হইয়া যায়। অন্তঃপুরবাসিনী লজ্জাবতী রমণীর হৃদয় বিশুদ্ধ, কোমল ও স্নেহ মমতাপূর্ণ। লজ্জাহীনা পুরুষ-প্রকৃতি বাহিরের একটি স্ত্রীলোকের হৃদয় অপবিত্র ও কোমলতা হীন। তাহার ভাব, কথাবার্ত্তা ও চালচলন সকলই স্বতন্ত্র। সে না করিতে পারে এমন কুকর্ম্ম জগতে আছে কিনা সন্দেহ। তাহার গুণ থাকিলেও সে গুণ পঙ্কিল এবং তাহা দ্বারা লোকের অমঙ্গল ঘটিবারই খুব সম্ভাবনা। একটি নির্লজ্জা রসিকতাপ্রিয়া গুণবতী রমণী অপেক্ষা একটি লজ্জাশীলা অরসিকা গুণহীনা রমণী শ্রেষ্ঠা। লজ্জাশীলা গুণবতী রমণীর তো কথাই নাই। তিনি সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন। লজ্জা ললনাকে সাধ্বী ও গুণবতী করিয়া তুলে। ফলতঃ যে ললনা লজ্জায় লজ্জাবতী লতার ন্যায়, দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে না। তিনি লজ্জার পুরস্কার স্বরূপ, ভীরুতা, নম্রতা, সত্যপ্রিয়তা ও পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্‌গুণ পাইয়া থাকেন। তিনি পরমেশ্বরের প্রসাদে যেরূপ বিমলানন্দ ভোগ করিতে পান, অন্যের তাহা দুঃখেও লাভ হয় না। ভগবান লজ্জাবতীর প্রতি সদাই প্রসন্ন থাকেন। লজ্জাহীনারা যেমন লোকের তেমন পরমেশ্বরেরও অ-

প্রিয়া। পরন্তু ইহারা অসদ্ প্রকৃতি বিশিষ্টা, কলহ-কারিণী, অশ্লীলভাষিণী হইয়া থাকে। কখনও ইহাদের সহিত সাধ্বীর আলাপ করা বিধেয় নহে৷

লজ্জাবতীর হৃদয় অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সংযত। তিনি আপন হৃদয়ের বলে কুপ্রবৃত্তিকে অনায়াসে পদাঘাত করিতে পারেন। কুপথ গমনজনিত বিপদ আপদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পায় না। পবিত্রতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ও ভালবাসা থাকে। সংসারে বাস করিতে হইলে আগে পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা অতি প্রয়োজন। যে গৃহে পবিত্রতার অভাব আছে, সে গৃহে সুখ ও শান্তির আশা করা যায় না। নির্লজ্জা রমণীরা পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে কি না সন্দেহ। তাহাদের চরিত্র সামান্য প্রলোভনে কলঙ্কিত হইয়া যাইতে পারে। যে স্ত্রীলোকের লজ্জা যত কম, তাহার দুঃসাহস ততই বাড়িতে থাকে। স্ত্রীলোকের দুঃসাহস জন্মিলে পদে পদে বিঘ্ন ও বিপত্তি ঘটিবারই সম্ভাবনা। অতএব লজ্জাহীনতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। নহিলে মঙ্গল নাই।

আমাদের দেশে মেয়েরা ভগ্নিপতি ও বৈবাহিক প্রভৃতি যাহাদিগের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করা যাইতে পারে, তাহাদিগের সঙ্গে সময় সময় লজ্জা-

হীনা হইয়া এমন বদ রসিকতা করিয়া থাকেন যে, ঐসব দেখিলে শুনিলে সত্যই মনে রাগ উপস্থিত হয়। অনেক সময় নির্লজ্জা রমণীর মত অশ্রাব্য ও অশ্লীল কথা বলিয়া পরিহাস করিয়া থাকেন। যেমন পুরুষ, তেমন মেয়ে মানুষ; উভয়েই সমান সমান হইয়া কোঁমর বাঁধিয়া রসিকতা আরম্ভ করেন। ইহা যে কত দূর দোষাবহ তাহাদের সে জ্ঞান আদতেই বোধ হয় নাই। মেয়েরা মনে করেন, একটুকু বেশী বাক্‌পটুতা দেখাইতে পারিলেই বুঝি আমি পুরুষের নিকট বুদ্ধিমতী বলিয়া যশঃলাভ করিতে পাইব। ইহা তাহাদের বুদ্ধির ন্যূনতার পরিচয় বই আর কিছুই নহে। লজ্জাহীনা বদরসিকা মহিলাদিগকে মুখ ফুটিয়া যদিও কেহ কিছু না বলুক কিন্তু মনে মনে ভারি বিরক্ত হয় এবং অগোচরে তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকে। যদি ঐরূপ আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একান্তই রসিকতা করিতে ইচ্ছা হয়, কর; কিন্তু রসিকতা করিবার সময় যেন মনে থাকে রসিকতার মাত্রা বৃদ্ধি না হয় এবং তাহা কোনও রূপ দূষিত ভাব অবলম্বন না করে। রমণী চির পবিত্রা, আর্য্যঋষিগণও নারীকে পবিত্র মনে করিয়াছেন। সাবধান হও, তোমার কোন কার্য্যেই যেন অপবিত্রতা আসিয়া বিপর্য্যয় না ঘটায়। পবিত্রতার

প্রতি যেন তোমার মন দৃঢ় থাকে। আশা করি তুমি ওরূপ আমোদ প্রমোদের অনুসরণ করিবেনা। কেহ করিলে ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে সতর্ক হইতে নম্রভাবে উপদেশ দিও। পূর্ব্ব বঙ্গে আরও একটি গুরুতর দোষ নারীসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে স্ত্রীলোকেরা কুৎসিৎ আ-মোদ করেন এবং নানা রকমের অশ্লীল, অশ্রাব্য গান গাহিয়া থাকেন। সেই সকল গান এত জঘন্য ও অশ্লীল যে, শুনিলে অন্তঃকরণে বিজাতীয় ঘৃণার উ-দ্রেক হয়। ইহার ফল বিষময় বই আর কিছুই নহে, বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ?

বলিতে দুঃখ হয়, দিন দিন অবলার লজ্জা সরম যেন ক্রমেই লোপ পাইতেছে। আমি কিন্তু এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও চিন্তিত হইয়াছি। রমণীর লজ্জাই ভূষণ, লজ্জাই সুন্দরতা এবং লজ্জাই তাঁহাদের গুণাবলীর মূলভিত্তি। তাঁ-হারা সাধ করিয়া কেন যে সেই মূল্যবান জিনিসটি জলাঞ্জলি দিতেছেন বুঝিতে পারি না! কেনইবা তাঁহাদের মতি গতি এইরূপ হইল! ভগবান জানেন। আমার বিশ্বাস, এরূপ হওয়ার প্রধান দোষ পুরুষের এবং গৃহকর্ত্রীর। সাধারণতঃ এখন কার পুরুষেরাই অবলার লজ্জাহীনতার প্রশ্রয় দিতেছেন। লজ্জা-

হীনতা অবলা রমণীর দুর্দ্দশা বই আর কি বলিব ? যাহারা এটুকুও না বুঝেন, তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ঘরের মেয়েরা লজ্জাহীনা হইলে ঘরের পুরুষেরও যে বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়, ইহা বোধ হয় তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতায় যাহাতে ব্যাঘাত না জন্মে এবং তাহারা নির্লজ্জা হইয়া না পড়ে, তৎপ্রতি পুরুষ রমণী উভয়েরই সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা উচিত। অনেক রকমে নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকের চাল চলনের উপরও লজ্জাশীলতা অনেক নির্ভর করে। যাহার লজ্জা আছে তাহার চালচলন এক প্রকার ; আর যাহার লজ্জা সরম নাই, তাহার চালচলন আর এক প্রকার। নির্লজ্জার পরিচয় যে, কেবল আলাপ ব্যবহারেই পাওয়া যায় এমত নহে, চাল চলনেও লজ্জাহীনা স্ত্রীলোক ধরা পড়ে। লজ্জাবতী স্ত্রীলোকেরা কখনও পুরুষের নিকট যাইতে অভিলাষ করেন না। অগত্যা যাইতে হইলে, ধীরপদ সঞ্চারে, অবনত মুখে, পিন্ধন বাসে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে আবৃত করিয়া যাওয়া লজ্জাবতীর লক্ষণ। সাংখ্য বচনে উক্ত আছে যে, "স্ত্রীলোক দ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না। কাহাকেও নাভি দেখাইবে না। বিস্তৃত বসন পরিধান করিবে। অ-

নাবৃত শরীরে কখন থাকিবে না।” সরলে, তুমি সাংখ্য বচনের এই হিতকর উপদেশটি কার্য্যে পালন করিতে যত্ন করিও। রমণীর অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা কদাচ উচিত নহে; এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা ক-হাও অন্যায়। অনেকে বড় গলায় কথা কহিতে গৌরব মনে করে। ইহাদের স্বভাবে সময় সময় পুরুষের বড়ই লজ্জা পাইতে হয়। বাড়ীতে কোন ভদ্র লোক আসিলে ইহারা অন্দরে থাকিয়া বড় বড় গলায় কথা কহিয়া অভ্যাগত লোককে শুনান। ইহাতে যে নির্লজ্জতার পরিচয় দেওয়া হয়, এবং পরিবারের দুর্নাম রটে তৎপ্রতি মাত্রই খেয়াল নাই। অনেক মহিলা ভাল একখানা কাপড় বা অলঙ্কার পরিধান করিয়াও লজ্জাহীনতার পরিচয় দিয়া থা-কেন। ভাল একটি হার, বাজু, বা বালা গলদেশে বা হস্তে পরিধান করিয়া আর পরিধেয় বস্ত্রে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন না; ইচ্ছা এই, লোকে আ-মার গহনাটি দেখুক; অথচ অন্যে যে প্রায় সর্ব্বাঙ্গ দেখিতেছে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। বঙ্গললনা-গণের মধ্যে অনেকেই লজ্জার মাথা খাইয়া ঈদৃশ কুৎসিৎভাবে চলিয়া থাকেন। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যাইতে হইলেই তাহাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি অধিক জন্মে।

অনেকে বাহিরে বাহিরে খুব লজ্জাশীলতার প-

রিচয় দেয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা বড়ই লজ্জা-হীনা। ইহা বড় দোষের কথা। কথায় বলে, "লাজে বৌ ভাত খায় না চালিতা সম গ্রাস"। বাস্তব, তাহাদের ভাব স্বভাবও তদ্রূপ। ইঁহারা আত্মীয় স্বগণের সহিত আলাপ করিতে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়। অথচ একজন অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ করিতে লজ্জা বোধ করে না। উপ-সংহারে সবিনয় প্রার্থনা, কুলকামিনীগণ কদাচ নির্লজ্জতার পরিচয় দিবেন না। চালচলনে এমন সাবধান হইবেন যেন রমণীর ভূষণ লজ্জার শিরে পদাঘাত করা না হয়। অনেক সময় সচ্চরিত্রা রমণীও চালচলন প্রভৃতির ত্রুটিতে কলঙ্কভাগিনী হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি, মনে কর তুমি কোন কার্য্য উপলক্ষে তোমার কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে উপ-স্থিত হইলে এবং অন্যান্য সমবয়স্কা নির্লজ্জা স্ত্রীলো-তর্কের সহিত বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া অত্যন্ত অ-সতর্কভাবে বেড়াইতে বাহির হইলে। তুমি সতী স্বাধ্বী বটে, কিন্তু মনে রাখিও কলুষিতচরিত্র পুরু-ষের নিকট সতীত্বের মূল্য অতি অল্প, সুযোগ পাইলে তোমার উপর অত্যাচার করিতে তাহারা কিছু মাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হইবেন। এমন অবস্থায় তো-মার প্রতিপদেই অপমানিত হইবারই সম্ভাবনা।

অতএব তুমি চালচলনে সর্ব্বদা খুব সতর্ক থাকিও, যেন দুরাচার পাপিষ্ঠ পুরুষ তোমার চালচলনের দোষে তোমার প্রকৃত পবিত্র মনের ভাব ভুল ক-রিয়া বুঝিয়া না লয়।

বিধবার প্রতি ব্যবহার ও

বিধবার কর্ত্তব্য।

হিন্দুরঘরে বিধবা রমণী পবিত্রতার জাগ্রত প্রতি-মূর্ত্তি। তাঁহার সেই পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁ-হাকে যথোচিত উপদেশ দেওয়া এবং তাঁহার কঠো রব্রতে সহানুভূতি প্রদর্শন করা সকলেরই উচিত। এক পরিবারস্থ বিধবার প্রতি সকলেরই সানুকূল ব্য-বহার করা সঙ্গত। বিধবা রমণীকে প্রাণের মত ভাল বাসিবে; স্ত্রীলোক মাত্রেরই ইহা কর্ত্তব্য। যে কথায় তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট জন্মিতে পারে, কখনও তাঁহার প্রতি তদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে না। এবং যে কার্য্যদ্বারা তাঁহার অনিষ্ট হয়, প্রাণে আঘাত লাগে ভ্রম বশতও সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ক-র্ত্তব্য নহে। বিধবার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁ-হার অনিবার্য্য যন্ত্রণার লাঘব করা আত্মীয় স্বজনের অবশ্য সঙ্গত কর্ম্ম। তিনি অনাথিনী বলিয়া সক-

লেরই দয়া ও স্নেহের পাত্রী। পতিশোকবিহ্বলা সাধ্বী সতী নিরন্তর মনোদুঃখে থাকিয়া কত কষ্টই পান্‌; মর্ম্ম বেদনার নিরবচ্ছিন্ন প্রহারে কত জ্বালাই ভোগ করেন। এমন শোচনীয় অবস্থায় প্রিয়কারিণী মহিলাগণ বিধবার সহিত নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ এবং ধর্ম্মবিষয়ক আলাপাদি করিলে তাঁহার সেই গুরুতর যন্ত্রণা কিয়ৎপরিমাণেও অপনীত হইতে পারে। পরন্তু এমন সতর্ক হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে হইবে,যেন কোনওরূপে তাঁহার হৃদয় নিহিত শোক রাশির প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যদি ভ্রম বা অজ্ঞানতা বশতঃ দুঃখিনী বিধবা কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া বসেন, তাহাহইলে কোনও ক্রমে তাঁ-হাকে কর্কশবাক্য বলিবে না; মিষ্ট কথাদ্বারা তাঁ-হাকে লজ্জিত করিতে হইবে; তাঁহার দোষগুলি সরলভাবে দেখাইয়া দিতে হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিবে। কখনই বিধবাকে অসম্মান করা উচিত নহে। তুমি পতিসোহাগিনী গৌ-রবিণী, তুমিও যেমন সম্মানযোগ্যা, পতিহীনা অবলাও তেমনই সম্মাননীয়া। তাঁহার জীবনা-কাশ হইতে পতিরূপ পূর্ণচন্দ্র খসিয়া পড়িয়াছে সত্য বটে, তাই বলিয়া তিনি কখনই অবহেলনীয়া নহেন।

যদি এক পরিবারের সমুদয় লোক বিধবারপ্রতি মধুর ব্যবহার করেন, তাঁহার হইয়া তাঁহাকে দুটিকথা কহেন, তাঁহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করেন ও যত্ন সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যায় রত হন, তবে অনাথিনীর তত কষ্ট থাকিতে পারে না; তবে পতিহীনা, সংসার রূপ শ্মশানক্ষেত্রে থাকিয়া কর্ত্তব্যের কঠিন পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারেন। ফলে, বিধবাকে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ করা হিন্দু রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু রমণী এ কর্ত্তব্যের অনুশাসন কখনও লঙ্ঘন করিতে পারেন না। বিধবাকে অবহেলা করা জ্ঞানহীনের কাজ এবং সে বিধবার গুরুত্বের কিছুই বুঝিতে পারে না। হিন্দুর বিধবা অনেকেই পিত্রালয় থাকিয়া জীবন যাপন করেন, ভ্রাতৃবধূ বা পরিবারের অন্য স্ত্রীলোক সময় সময় তাঁহাদের প্রতি ভাল আচরণ করেন না। দ্বেষ ও ক্রোধপরবশ হইয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে অত্যাচার করিয়া থাকেন এবং নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা দিতেও ক্রুটি কবেন না। অনেক ভ্রাতৃবধূই উহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া দিতে স্বামীকে মন্ত্রণা দেন। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! কেহ কেহ আবার এমনই হতভাগিনী যে, বিধবা ননন্দা, দেবর-পত্নী বা ভাসুর-পত্নীর সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিয়া স্বামীকে কষ্ট

দিয়া থাকে। এমন কি ‘ আমাকে পিত্রালয় পাঠাইয়া দেও আমি আর তোমার সংসারে থাকিয়া দুঃখ করিতে পারিব না ’ এরূপ বলিয়া স্বামীকে উত্যক্ত করে। ইহা বড় গুরুতর দোষ। কোথায় পতি-সোহাগিণীরা দীনহীনা, মলিনা, অনাথা রমণীর দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবে, তাঁহার দরবিগলিত অশ্রুধারা মুছাইয়া দিতে যত্ন করিবে, না তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়াও স্বীয় স্বামীকে এপর্য্যন্ত পরামর্শ দেন যে, হয় উহাকে স্থানান্তরিত কর, নয় আমাকে আমার পিত্রালয় পাঠাইয়া দেও। বুদ্ধিমতী রমণী কখনও এরূপ অন্যায় কার্য্য করিবেন না। অন্যে করিলেও তাহাকে যথোচিত শাসন করিবেন।

আমি এস্থলে বিধবার কর্ত্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এপ্রস্তাবের উপসংহার করিব। পতির মৃত্যুর পর স্ত্রীলোক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পবিত্র ভাবে কালাতিপাত করিবেন। সকল সময় পরলোকগত পতির মঙ্গল কামনা করিবেন। পতির ধনাদি পাইলে পতির পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। মৃত পতির ধ্যান করিয়া শোক-তাপ দূর করিবেন। কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন না। ধর্ম্মপরায়ণা, সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন। হিন্দুশাস্ত্রকার ভগবানের অবতার স্বরূপ মহামনীষা-

সম্পন্ন ঋষিগণ বলিয়াছেন, পতি পরলোক গমন ক-
রিলে পত্নী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট জীবন
কাটাইবেন। তাহা হইলে তিনি পরলোকগত স্বা-
মীর সাক্ষাৎ পাইবেন, এবং স্বর্গসুখে সুখী হইবেন।
ভগবান্ মনু বিধবার কর্ত্তব্য স্থলে বলিয়াছেন যথা
"পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে নিযুক্ত থাকিলে
অপুত্রবতী সাধ্বী স্ত্রীও ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন
করেন।" ব্রহ্মচর্য্য কঠোরব্রত বটে, কিন্তু এমন উচ্চ, এ-
মন পবিত্র, এমন নিষ্কাম ধর্ম্ম জগতে আর কি আছে?
মৃতপতির জন্য মরণ পর্য্যন্ত সাংসারিক সকল প্রকার
সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া কষ্টে শ্রেষ্টে জীবন যা-
পন করা কি সামান্য হৃদয়ের কাজ? আর যিনি
এরূপ উচ্চ ধর্ম্মে, পবিত্রব্রতে দীক্ষিত হইয়া জীবনে
তাহা পালন করেন, তিনি কি সামান্য নারী? হিন্দু
রমণী সহাস্যে তাহা পালন করিয়া জগতে অক্ষয়
পুণ্য ও কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছেন।

যাহাকে একবার আত্মদান করা হইয়াছে, সেই
জীবনসর্ব্বস্ব পতি-বিয়োগে কোন্ হৃদয়শীলা পুন-
রপি পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে? যে পারে,
সে পাষাণী, তাহার হৃদয় নাই; সে সংসারে নারী
সমাজে নিন্দনীয়া। সাধ্বী হিন্দু বিধবা জানেন, তাঁ-
হার পতি স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন; শুধু দিন

কএকের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ; পবিত্রা থাকিলে সেই প্রাণেশ্বরের পদ যুগল বক্ষে ধারণ করিয়া সকল কষ্ট দূর করিতে পারা যাইবে।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে কি সুখ, অন্যে তাহা কিরূপে বুঝিবে ? তুমি আমি হয় তো মনে করি, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা বড়ই কষ্টসাধ্য, অবলা রমণীর পক্ষে এ ব্রত উৎকৃষ্ট নিয়ম নহে। কিন্তু পবিত্রতাময়ী ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দুর ঘরের অনাথিনী, সতী রমণী ক-ঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনে কষ্টানুভব করেন না। বরং তাহাতে তাঁহাদের কত সুখ, কত উৎসাহ ও ঐকা-ন্তিক যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কে না ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া অনন্ত সুখসম্ভোগের বাসনা রাখে ? আর কেইবা নরকে ডুবিয়া থাকিতে অভিলাষ করে ? পার্থিব অকিঞ্চিৎকর সুখের লালসায় কেই বা গরল পান করিতে পারে ? যাহারা ব্রহ্মচর্য্যরূপ পবিত্র-নিষ্কাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কুপথগামিনী হয়, নর-কেও তাহাদের স্থান হয় না। তুমি ধর্ম্মসাক্ষী ক-রিয়া পতিরূপে যাঁহাকে একবার গ্রহণ করিয়াছ, যাঁহাকে একবার আত্ম সমর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই-য়াছ, যাঁহাকে একবার স্বীয় হৃদয়রাজ্যের রাজা করিয়াছ, যাঁহার চরণে বিকাইয়াছ, তিনি পরলোকে থাকুন, কি মর্ত্ত্যলোকে থাকুন, যেখানে কেন না

থাকুন তুমি তাঁহারই। একবার যাহা একজনকে দান করিয়াছ তাহা পুনর্ব্বার অন্যকে দান করিতে কখনই পার না। আত্মদান একবার বই দুইবার হয় না। বিবাহ একবার বই দুইবার করা যায় না। পতি একজন বই দুইজন হইতে পারে না। একাধিক পতিগ্রহণ যেমন পাপ, তেমন কলঙ্ক, তেমন অধর্ম্ম। ধর্ম্ম নষ্ট কবিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। যে সুখাসক্তি দ্বারা ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তাহা মৃত্যু হইতেও ভয়ঙ্কর, নরক হইতেও ন্যাক্কারজনক!

এখন দেখা যাউক, পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণা, সাধ্বী সতী কিরূপ আচার ব্যবহার করিবেন। হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ যে, মৃতপতিকা স্বামীকুলে বাস করিবেন। পতির পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিবেন। আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ এবং মস্তকের কেশপাশ ছেদন করিবেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। ধর্ম্মবিষয়ক আলাপ করিবেন। কুভাব কুচিন্তাদ্বারা চিত্ত কলুষিত করিবেন না। বিনয় নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ গ্রহণ করিবেন। কোনও রূপ জঘন্য বিষয়ে মন দিবেন না। ইন্দ্রিয় সংযত করিতে যত্নবতী হইবেন। ন্যায়নিষ্ঠতা, সত্যপরায়ণতা ও অমায়িকতা দ্বারা সর্ব্বদা আপনাকে পবিত্র রাখিবেন, এবং

নিজকে নিজে রক্ষা করিবেন। যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার বিপদ সুদূর-পরাহত। আর যিনি নিজকে নিজে রক্ষা করিতে অপারগ বিপদ তাঁহার সম্মুখে, পতন তাঁহার অবশ্যম্ভাবী। সংসারের লোক একত্রিত হইলেও তাঁহাকে কদাচ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাংসারিক কার্য্যেও বিধবার যত্ন থাকা আবশ্যক আলস্যের বশীভূত হওয়া বিধবার কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে সংসারে থাকিবেন তাহার উন্নতিকল্পে সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি এমন সাবধান হইয়া চলিবেন যেন, তাঁহার দোষে গৃহের কোনরূপ অনিষ্ট ও অসুবিধা না ঘটে। বিধবা কাহারও মনোকষ্টের কারণ হইবেন না; সর্ব্বদা পরিবারস্থ লোকের নিকট পবিত্রভাবে, সরল অন্তরে, এবং ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার বশীভূত হইয়া চলিবেন। আপনার দোষই দেখিবেন, পরদোষের অনুসন্ধান করিবেন না। ভ্রাতৃবধূগণের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবেন। তাহাদিগকে পর মনে করা কর্ত্তব্য নহে। ভ্রাতষ্পুত্র ও ভ্রাতৃকন্যাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ, যত্ন ও পালন করিবেন। বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিবেন না। অনেক পতিহীনা নারী ভ্রাতৃবধূগণের সহিত বনিবনাও

রিয়া থাকিতে পারেন না। সে দোষ উভয়েরই! এসকল বিষয়ে বিধবা মাত্রেরই উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়।

বধূর কর্ত্তব্য।

সরলে, বধূর কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। কিন্তু এখন কার বধূগণ তাহা বুঝে না। বিবাহের দিন হইতেই বধূর স্কন্ধে সেই ভার ন্যস্ত হয় এবং সেই দিন হইতেই তাহার সেই ভার অবশ্য বহন করিতে হইবে। বধূর প্রধান কর্ত্তব্য শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করা। আপন জনক জননী যেমন পূজ্য শ্বশুর শাশুড়ীও তেমন পূজ্য। পিতা মাতা এবং শ্বশুর শাশুড়ীতে কিছুই প্রভেদ নাই। যে বধূ শাশুড়ীকে ভক্তি করে না, তাহার কথার অবাধ্য হয়, সে বধূ বধূনামের উপযুক্ত নহে। বস্তুতঃ সে নারী-সমাজে নিন্দনীয়া। তাহার স্বভাব দোষে গৃহে নানা বিঘ্ন বিপত্তিই উপস্থিত হয়। পত্নীর গুরু পতি, পতির গুরু তাঁহার জনক জননী; যে পত্নী পতির সেই পরম গুরু পিতা, মাতার অসুখ ও মনক্ষোভের কারণ হয়, সে যথার্থই নারীনামধারিণী নরকের প্রেত। অনেক পরিবারে শাশুড়ী ও বৌতে বনিবনাও নাই; বৌ শাশুড়ীকে তেমন ভক্তি ও সম্মান করে না, শাশুড়ীও

বৌকে তেমন স্নেহ ও আপন জ্ঞান করেন না। ইহা বড়ই কুলক্ষণ। সরলে, তুমি কদাচ শাশুড়ীর অবাধ্য হইও না ; তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিও। তার পর, বধূর আর এক কর্ত্তব্য, ভাসুরকে দেববৎ, দেবরকে পুত্রবৎ এবং ননন্দা, ভাসুরপত্নী, দেবরপত্নীকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করা। আর ভাসুর, দেবর ও ননন্দার পুত্রকন্যাকে আপন সন্তানের ন্যায় আন্তরিক স্নেহ করা। যে সকল বৌ, ইহাদিগকে হিংসা করে, তাহারা গৃহের অলক্ষ্মী। কখনও তাহাদিগকে মানুষী বলিতে পারি না। সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলা বধূর একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে পতির ও পরিবারবর্গের মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাই করা উচিত। সর্ব্বদা সকল প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিবে। যেসকল কার্য্যে পরিবারের দুর্ণাম বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কার্য্য হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। বিনয় ও শিষ্টাচার, নিঃস্বার্থপরতা, ও লজ্জাশীলতা প্রভৃতি দ্বারা পরিবারের সুখ ও সুনাম বৃদ্ধি করিবে। বধূ কদাচ কাহারও সহিত কলহ করিবে না। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া পরিবারের মঙ্গল চিন্তা করিবে। অনেক বধূই পরিবারের অবস্থা দেখে না, এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। ঘরের কোন্ জিনিসটি নষ্ট হইয়া

যাইতেছে,বা বাহিরে কোন্ আবশ্যকীয় দ্রব্য পড়িয়া রহিয়াছে প্রত্যহ তাহার অনুসন্ধান করাও বধূর কর্ত্তব্য। বৌ সর্ব্বদা ঘরের সকল বিষয়ের তত্ত্ব লইবে এবং শাশুড়ী বা পরিবারস্থ অন্য কোন বৃদ্ধার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবে। বৌ গৃহের লক্ষ্মী, যদি সেই অলক্ষ্মী হয়, তবে পরিবারের দুর্গতি না হইবে কেন? সরলে, তুমি এখন বৌ; সুতরাং বধূর কর্ত্তব্য বুঝিয়া লওয়া তোমার অত্যন্ত আবশ্যক, এবং তাহা পালন করিতে যত্ন করা উচিত।

যাহারা পতির নিকট শ্বশুর শাশুড়ীর নামে দুর্নাম করে সেই সকলকে মানুষী বলা উচিত নহে। এখনকার বৌ লক্ষ্মীদের এ দোষ খুব আছে। তাহারা পতির নিকট শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের মিথ্যা অপবাদ করে। ইহার পরিণাম ফল বিষময়। বধূদিগের এরূপ চরিত্রে সময় সময় ঘরে ভয়ানক আগুণ জ্বলিয়া উঠে। আবার অনেক লক্ষ্মী বৌ পিত্রালয়ে যাইয়া শাশুড়ীর দুর্নাম করে যে, শাশুড়ী জ্বালা যন্ত্রণা দেয়; ঘরে কোন ভাল দ্রব্য আসিলে আমাকে খাইতে দেয় না। আমি প্রায়ই বাসি ভাত খাইয়া থাকি। আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই বিবাদ করে। আমি যেন তাঁর চক্ষের বিষ। এই প্রকার মিথ্যাবাদিনী বধূ বস্তুতঃ বড় পাপীয়সী। ইহা-

দিগকে শাসন করা উচিত। অনেক পিতামাতা কন্যার এইসকলকথা বিশ্বাস করিয়া কন্যাকে সহজে পতিগৃহে যাইতে দেন না এবং এই সকল কথা কতদূর সত্য তাহা না জানিয়া শুনিয়া কন্যার শাশুড়ী ও শ্বশুরের সঙ্গে মনোবাদ করেন ইহা অতি অন্যায়। বধূর সহ্যগুণ থাকা আবশ্যক। শাশুড়ী বা গৃহের অন্য কোন আত্মীয় বধূকে মন্দ কহিলে বা তিরস্কার করিলে নীরবে সহ্য করাই উচিত। সমান সমান হইয়া প্রতিশোধ লইতে যাওয়া ভারি অন্যায়। 'এখনকার বৌ ঝীকে কোন কথা বলা যায় না' বোধ হয় তুমি এ গানটি শুনিয়াছ। বস্তুতঃ এখনকার বৌঝীদের যেন সোণার শরীর, কিছু মন্দ কহিলেই তাহারা নাগিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন। এসব দোষ বধূনামের কলঙ্ক। সরলে, যদি এসব দোষের কিঞ্চিৎও তোমাতে থাকে, যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ কর; পতি, শ্বশুর, শাশুড়ী এবং পরিবারবর্গের স্নেহের পাত্রী হইয়া সুখী হইতে পারিবে।

প্রতিবাসিনীর প্রতি ব্যবহার।

সরলে, পরিবার মধ্যে যেমন একাধিক লোকের প্রয়োজন এবং পরিবারস্থ লোকের প্রতি যেমন মধুর ব্যবহার করা উচিত; তেমন প্রতিবাসীরও একান্ত প্রয়োজন এবং তাহাদের প্রতি এক পরিবারস্থ লোকের ন্যায় ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রতিবাসিনীর সঙ্গে কদাচ বিবাদ কলহ করা কর্ত্তব্য নহে। কলহপ্রিয়া, গর্ব্বিতা স্ত্রী সামান্য কারণেও প্রতিবাসিনীর সহিত বিবাদ করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্তই অন্যায়। অনেক স্ত্রীলোক এমন নীচ-প্রকৃতিক যে, ঘোষালদের বাড়ীর গরুটি আসিয়া একটি লাউ গাছ বা শসা গাছ খাইল, অমনই তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল। মিত্রদের বাড়ীর ছোট গিন্নি নির্লজ্জা ও নোংরা বলিল, তখন তখনই তাহারা ছোট গিন্নির সহিত বিবাদ করিতে অগ্রসর হইল। বস্তুতঃ এইরূপ যৎসামান্য কারণে প্রতিবাসিনীর সহিত কলহ করা উচিত নহে। যাহারা করে, তাহাদের অন্তঃকরণ বড় ছোট। প্রতিবাসিনী গণের সহিত সদ্ভাব না থাকিলে অনেক সময়ই বিপদে পড়িতে হয়। যাহারা ঔদ্ধত্য বশতঃ প্রতিবাসিনী গণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তাহাদের বিপদে সহা-

য়তা, সম্পদে সন্তোষ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় তাহাদের পরিণাম চিন্তা নাই। তাহারা কখনই বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী নহে। বৃদ্ধা প্রতিবাসিনীকে ভক্তি ও সম্মান করিবে। কদাচ তাঁহার নিকট নির্লজ্জতা, অশিষ্টতা ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিবে না। তিনি নিকট সম্পর্কীয়া বা জ্ঞাতি হইলে তাঁহাকে শাশুড়ী বা মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। কখনই তাঁহাকে দ্বেষ বা তুচ্ছ করিবে না। সমবয়স্কাকে নিজ ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ ও সমাদর করিবে। মিষ্ট আলাপ ও ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিবে। তাহাদের নিকট অহঙ্কার প্রকাশ করিবে না। তাহাদের পুত্র কন্যাকেও নিজ সন্তানের ন্যায় দেখিবে। অনেকে পরের সন্তানকে মৌখিক আদর করিয়া তাহার জননীর প্রিয়পাত্রী হইতে ইচ্ছা করে। এরূপ করিলে কপটতার পরিচয় দিতে হয়। কপটতা একান্ত দূষনীয়। প্রতিবাসিনীর দুর্নাম করা অবিধেয়। সরলে, তুমি তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিও, যেন তোমার প্রতি তাহারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে। অনেক স্ত্রী সমবয়স্কা প্রতিবাসিনীর সহিত আলাপ করিতে যাইয়া স্বামীর কথা পাড়েন। স্বামীর দোষের কথাই তদ্রূপ আলাপে বেশী বাহির হয়। তুমি ক-

খনও অন্যের নিকট স্বামীর দোষের কথা বলিও না। কারণ পতি গুরু, গুরু নিন্দা মহাপাপ। কোন কোন রমণী মনের কথা লইবার জন্য মিষ্ট মিষ্ট কথা কহিয়া তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। তুমি সাবধান হইয়া ঐরূপ স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিও। ইহারা কেবল পরের কথা কিনিতেই আসে।

প্রতিবাসী পুরুষের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে এখন তাহাই বলিব। স্বামীর জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিবে। সাবধান, যেন তাঁহারা তোমাকে কোন বিষয়ে লজ্জাহীনা মনে না করেন। কখনই তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিবে না। আর এমন সতর্ক ভাবে থাকিবে তাঁহারা যেন অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত তোমাকে দেখিতেও না পান। আর যাহারা পতির নিতান্ত কনিষ্ঠ, তাহাদিগকে স্নেহ করিও। কটু কহিয়া তাহাদের কষ্টের কারণ হইও না। তাহাদের নিকটও কিন্তু নির্লজ্জতার পরিচয় দিও না। আবশ্যক কথা ভিন্ন ইহাদের সহিত অধিক সময় ব্যাপিয়া আলাপ করিও না। তাহারা যেন তোমার কোন ব্যবহারে তোমাকে অসম্মান না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিও। কোন কোন ধনগর্ব্বিতা মহিলা দরিদ্রা প্রতিবাসিনীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া

থাকেন। তাহার সহিত কথা কহিতেও অপমান মনে করেন। ইহাতে কেবল নীচতারই পরিচয় দেওয়া হয়। তুমি কদাপি এরূপ নীচতা প্রকাশ করিও না। দরিদ্রা প্রতিবাসিনীকে যথাসাধ্য সাহায্য এবং তাহার বিপদ আপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। যদি অর্থাভাবে পড়িয়া দরিদ্রা তোমার নিকট ধার করিতে আসে তবে পার্য্যমাণে তাহাকে বিমুখ করিও না। আর অহঙ্কার করিয়া তাহাকে এমন কথা বলিও না, যাহাতে তাহার প্রাণে আঘাত লাগে। অনেক রমণী দরিদ্রার সহিত বিবাদ করিয়া কহিয়া থাকে যে, 'তুই একটুকু পাণ চূণ দিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস্ না তোর এত বড়াই কেন? যেমন গরীব তেমন নীচ হইয়া থাক্‌বি।' সরলে, তুমি কদাচ এমন কর্কশ ও অহঙ্কারের কথা বলিও না। সকলের অবস্থা সমান হইতে পারে না। আজ যে ধনের অহঙ্কার করিতেছে কাল হয় তো সে কড়ার ভিখারী হইতে পারে। ধন জনের অহঙ্কার করা মূর্খের কাজ। জ্ঞাতি গণের সহিত সদ্ভাব রাখা উচিত। তাহাদের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ করিও না। জ্ঞাতি শত্রু হইলে বিপদের আশঙ্কাই অধিক। জ্ঞাতি গণের সহিত যাহার সদ্ভাব আছে, তাহাকে সকলেই সম্মান, সমা-

দর ও ভয় করে। সে বিপদে আপদে জ্ঞাতি গ ণের সাহায্য পাইয়া উপকৃত হয়। জ্ঞাতি গণেব সহিত সম্প্রীতি থাকিলে কত দূর সুখ হয় এবং উ পকার দর্শে তাহা বলিবার নহে। তুমি তোমার জ্ঞাতি বর্গের সহিত প্রণয় রাখিতে যত্নবতী হইও।

গাম্ভীর্য্য।
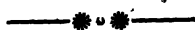
স্ত্রীমাত্রেরই গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। চঞ্চলতা অশেষ দোষের আকর। চঞ্চলমতি স্ত্রীগণ আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেনা। কাজেই তাহারা সময় সময় এমন অন্যায় কার্য্য ক- রিয়া বসে যে, তাহাতে পরিবারের ভয়ানক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। অধিক কি পরিজন বর্গ দুর্ণামের ভাগীও হইয়া থাকে। বস্তুতঃ চপলার স্বভাব দোষে পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। এ- জন্য চপলা স্ত্রীলোক পরিবার বর্গের বিদ্বেষ চক্ষে পতিত হয়। চপলা রমণীর আর এক দোষ এই, তাহারা সামান্য সুখেই গলিয়া যায়; আবার সামান্য দুঃখেই অধীরা হইয়া পড়ে। সুতরাং সুখ-দুঃখ-পূর্ণ সংসারে তাহারা কদাচ সুখী হইতে পারেনা। সুখ, গাম্ভীর্য্যহীনা রমণীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিষের ক্রিয়া

করে। চঞ্চলতা দোষে নারী-হৃদয়ের মধুরতা নষ্ট হইয়া যায়। আবার মধুরতা না থাকিলেও গাম্ভীর্য্য অমঙ্গলেরই কারণ হয়। অতএব নারীহৃদয়ে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য দুইই চাই। গাম্ভীর্য্য না থাকিলে রমণীর পদে পদে অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ নারীহৃদয় অত্যন্ত আবেগময়; তাহাতে যদি গাম্ভীর্য্য না থাকে, তবে রমণী কোন্ খেদজনক ও লজ্জাকর বিপত্তির গর্ত্তেই না নিপতিত হইতে পারে? সরলে, তুমি চিত্তের গম্ভীরতা সম্পাদন কর। যে কাজ করিবে, আগে ভাগে তাহার দোষ গুণ বিচার করিয়া পরে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও। হৃদয়ের চাঞ্চল্য বশতঃ কদাপি হঠাৎ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমোদ প্রমোদে অধিক লিপ্ত হইও না। কেননা নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রমোদ অন্তঃকরণকে লঘু করে এবং পাপের সকল গুপ্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। উহাই দুর্ব্বল-হৃদয়া নারীর সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ।

এক শ্রেণীর স্ত্রী আছে, তাহারা এমনই চঞ্চলা যে, যদি কেহ আসিয়া বলে তোমাকে অমুকে মন্দ বলিয়াছে; আর অমনই সে ক্রোধে অধীরা হইয়া নিন্দাকারিণীকে অপদস্থ করিবার জন্য নানারূপ অন্যায় কথা কহিতে থাকে। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। আবার কতকগুলি স্ত্রীলোকের স্বভাব

এত জঘন্য যে, বরদার নিন্দা সারদার কাছে, সারদার নিন্দা বরদার কাছে বলিয়া বেড়ায়। ইহাদের কথায় প্রত্যয় করা উচিত নহে। গাম্ভীর্য্যহীনারাই আপনার সামান্য নিন্দা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া উঠে। তুমি কদাচ এরূপ চঞ্চলতার পরিচয় দিওনা। চঞ্চলার কোথাও সুখ শান্তি নাই।

সদ্ভাব।

সকলের সহিত সদ্ভাব রাখা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এক পরিবারে শাশুড়ী, ননদিনী, ভাসুরপত্নী দেবরপত্নী প্রভৃতি আত্মীয়গণের সঙ্গে সদ্ভাব না থাকিলে নানা প্রকার অসুখ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সদ্ভাব দ্বারা সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারা যায়। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব থাকিলে কত আনন্দ ভোগ করিতে পারা যায় তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। যিনি সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে জানেন, তিনি কখনও কাহার বিদ্বেষ নয়নে পতিত হন না। গৃহের শিশুটি হইতে অশীতপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সকলেই তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হয়। আমাদের কুলকন্যাগণ সদ্ভাবদ্বারা অন্যকে সন্তুষ্ট ও বশতাপন্ন করিতে জানেন না। তাঁহাদের পক্ষে কি ইহা

অগৌরবের কথা নহে ? কেহ কেহ এমন স্বভাবের যে, ননন্দা, দেবরপত্নী প্রভৃতি স্বগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন না। সামান্য কারণে তাহাদের সহিত বিবাদ করিয়া অপ্রণয় করেন। কেহ কেহ বা গৃহের দাসীর সহিত এত শত্রুতা করেন যে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। সামান্য দাস দাসীর সহিত কুলকন্যার বিবাদ করিতে যাওয়া যার পর নাই অন্যায়। যাহাকে তুমি অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতি-পালন করিতেছ, যে তোমার দাসী, যাহার নিকট তুমি ভক্তি পাইবার যোগ্যা, তাহার সহিত অসদ্ভাব করা কি তোমার শ্রেয়ঃ ? আর সে পরিচারিকা কি তোমার স্নেহ ও দয়ার পাত্রী নহে ? দাসী কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাকে অন্যায়রূপে শাসন করিতে যাওয়াও ভাল নহে। অনেক রমণী রাগান্ধ হইয়া আত্মীয় স্বগণের প্রতি এরূপ কর্কশ ব্যবহার করেন যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরিবার মধ্যে সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখা উচিত। কারণে বা অকারণে শত্রুতা করা বিধেয় নহে। পরিবারের যে লোক তোমার রাগের কারণ হই-য়াছে, তুমি তাহাকে মিষ্টকথায় কাঁদাইয়া দিতে পার। কিন্তু রাগান্বিত হইয়া তিরস্কার বা বিবাদ করিলে শত্রুতাই বৃদ্ধি পাইবে।

যাহারা পরিবার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা অনেক সময়ই পরবিদ্বেষানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। যিনি সকলের ব্যথায় ব্যথিত হন, সকলকে আপনার মনে করিয়া প্রীতি ভক্তি করেন, তিনিই সকলের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন। তুমি যদি তোমার ভাসুরপত্নীর দুশ্চিকিৎস্য রোগে প্রাণপণ করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা কর এবং আপন পুত্র কন্যার মত তাহার পুত্র কন্যাকে লালন পালন কর, তবে ভাসুরপত্নীও তোমার বিপদে আপদে এইরূপ সদয় ব্যবহার না করিয়া থাকিতেই পারিবে না। আর অসময়ে যে নাকি একটুকু সামান্য উপকারও করে তাহার প্রতি স্বতঃই ভক্তি ও ভালবাসা জন্মে। দেখ, যাহাকে তুমি ভগিনী বলিয়া মিষ্ট সম্বোধন করিবে, সেও তোমাকে ভগিনী বলিয়া মিষ্ট সম্বোধন না করিয়া পারিবে না। তুমি যাহাকে শ্রদ্ধা কর, ভাল বাস সেও তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে, ভালবাসিবে। নীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, তুমি যাঁহার নিকটে ভাল ব্যবহার চাও, আগে তুমি তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার কর। আমরা আপনার সদ্ভাবের গুণে সকলকেই সুখী ও বশীভূত করিতে পারি। তুমি যদি তোমার প্রতিবাসিনী অমলা, চপলা, শ্যামলা প্রভৃতি

সহচরীদিগকে সদ্ভাবদ্বারা বশ করিতে পার, তবে তাহারাও তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। সীতা অশোক বনে ভয়ঙ্করী রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা ছিলেন, তাঁহার সদ্‌ভাবে আকৃষ্টা হইয়া সেই সকল দুরন্ত রাক্ষসী তাঁহার পদে বিকাইয়াছিল। তিনি নিজগুণে শত্রুকেও আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব সদ্‌ভাবের কোথাও শত্রু নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। সদ্‌ভাব, লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করে। সদ্‌ভাবের নিকট মনুষ্যের নমনীয় মন সর্ব্বদা অবনত। সংসারে এমন পাষাণ,এমন অসার, কে আছে যে, সে সদ্‌ভাবের বিমল রসে আপ্লুত না হয়? সংসারী লোকের পক্ষে সদ্‌ভাব নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। যে গৃহে সদ্ভাব নাই সে গৃহের সুখ কোথায়? যে রমণীর হৃদয়ে সদ্ভাবের অভাব আছে,সে কেবলই অসুখ, কেবলই অসন্তোষ, কেবলই অসুবিধা ভোগ করিয়া কালযাপন করে। ফলে, যাহার নিকট সদ্ভাব স্থান পায় না, সে পতিপ্রেমজনিত বিশুদ্ধ সুখ ও শান্তির অধিকারিণী হইতে পারে না। সীতা বাল্মীকির তপোবনে থাকিয়া বনের পশু, কাননের তরুলতা পর্য্যন্ত স্বীয় সদ্ভাবে বশীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সরলহৃদয়া এবং স্নেহস্বরূপিণী ছিলেন। তাই বনের

পশুপক্ষীও তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়া সুখী হইয়াছে। তিনি যখন জলকুম্ভ লইয়া সস্নেহে তপোবনের তরুলতায় বারিসেচন করিতেন, তখন তিনি সন্তান প্রসবের অতি পূর্ব্বে অপত্য-স্নেহজনিত আনন্দানুভব করিতেন। হরিণ শাবকেরা পুত্রের ন্যায় আসিয়া স্নেহময়ী সীতার অঙ্ক শোভা করিত; সীতা সস্নেহে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন। তাহারা সংগৃহীত যজ্ঞীয় কুশা অকুতোভয়ে ভক্ষণ করিত। বস্তুতঃ স্নেহময়ী জননীর নিকট যেমন সন্তানের কোনও ভয়ের কারণ থাকে না, নির্ভয়ে আসিয়া হাসিতে হাসিতে অভয়া জননীর কখন আঁচল ধরিয়া টানা টানি করে, কখন স্নিগ্ধ ক্রোড়ে উঠিয়া আহ্লাদে ডগমগ হয়। ঠিক সেইরূপ অরণ্যের পশুপক্ষিগণ, কেহ সীতার পদলেহন, কেহ পার্শ্বদেশে উপবেশন করিত। সীতা যেন তাহাদের জননী। সীতা যেন তাহাদের জীবনের অবলম্বন। কেহ সীতার সম্মুখেই বসিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে, কেহবা তাঁহার হস্তস্থিত ফলমূল বল করিয়া খাইতেছে। অহো! কি মধুর ভাব! দেখ, স্নেহ ও সদ্ভাব দ্বারা বনের পশু পক্ষিগণও লোকের বশীভূত হয়।

———✻০✻———

গৃহ-সুখের অন্তরায়।

গৃহ-সুখের যত শত্রু আছে তন্মধ্যে কলহই শ্রেষ্ঠ। কলহে পরিবারের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ যেখানে কলহ সেখানেই অলক্ষ্মীর বাসভূমি। যে পরিবারে সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ হয়, সে পরিবারের সুখ নাই, শান্তি নাই; সে পরিবারকে লক্ষ্মী বিষনেত্রে দেখেন। অশিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলাগণ, বড়ই কলহপ্রিয়া; বিবাদে তাহারা বড়ই পটু। সামান্য কারণে ঝগড়া বাঁধিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপন করে। ক্ষমা ও ধৈর্য্য গুণের অভাবেই কলহের সৃষ্টি। কলহকারিণী অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী, স্বামীর বিপদ স্বরূপ। অনেক সময় তাহারা পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। কলহপ্রিয়ার শত শত গুণ থাকিলেও 'কাকের গলায় কণ্ঠমালা' যেমন হাস্যজনক, ঠিক তদ্রূপ সদ্‌গুণ সকল কলহকারিণীর শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোক কাহারও ভালবাসার পাত্রী হইতে পারে না। তাহাকে কি স্বামী, কি শ্বশ্রূ শ্বশুর কেহই স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারেন না। শান্ত স্বভাব সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যাহারা সর্ব্বদা বিবাদ করিয়া কাল কাটায় তাহারা কখনই শান্তপ্রকৃতিক হইতে পারে না; তাহাদের

স্বভাব নিতান্তই উগ্র; নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল। তাহা-দের মনে কিছুমাত্র সুখ থাকিতে পারে না; স-র্ব্বদা অশান্তির আগুণে দগ্ধ হইতে থাকে। ব-স্তুতঃ কলহে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মের মত তিরোহিত হয়। কখনই কলহকারিণীগণ পরিজনবর্গ লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে না। কলহকারিণী স্ত্রী-গণ প্রায়শঃ অপ্রিয়বাদিনী হইয়া থাকে। বিবাদে কটু কথা বলা নিতান্তই দরকার। নহিলে বিপ-ক্ষকে পরাস্ত করিতে পারা যায় না। তৎসঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা কথাও বাধ্য হইয়া বলিতে হয়। সুতরাং কলহপ্রিয়াকে অপ্রিয়ও মিথ্যাবাদিনী হইতে হয়। ক্রোধপরায়ণা ক্ষমাহীনা স্ত্রীগণ বিবাদ করিতে খুব ভালবাসে। তাহাদের স্বভাব এত মন্দ যে, সময় নাই, অসময় নাই, একটুকু সামান্য কারণেই ঝগড়া বাঁধিয়া দেয়। ঝগড়ায় তাহারা কখনই পরাজিত হয় না। যদি হয় তাহা হইলে মনের রাগ ঢালিতে না পারিয়া দিন রাত্রি কাঁদিয়া কাটায়। চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে থাকে। কিছুতেই তাহাদের রাগের উপশম হয় না। তখন তাহাদের মনের গতি এতদূর নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, আত্মঘাতিনী হইতেও ভয় করে না! কেহ কেহ বা হাতের বালা ভাঙ্গিয়া, গলার মালা ছিঁড়িয়া ক্রোধের চরম সীমা দেখায়;

কপালে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া অদৃষ্টকে নিন্দা করে। দেখা গিয়াছে ইহারাই পরিজনের কলঙ্ক রটায়। আর এক গুরুতর দোষ এই যে, তাহাদের বিবাদের সময় যেই কেন না আসুক তাহার নিকটই বিপক্ষের কুৎসা বলিয়া থাকে। এমন কি যে নিন্দার কথা অন্যে শুনিলে পরিবারের মান সম্মান থাকে না, তাহাও অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলে। দুইখানা মিথ্যা কথা সাজাইয়া গুছাইয়া কহিতেও ত্রুটি করে না। ইহারা এমন নির্লজ্জা যে, বিবাদের সময় ইহাদের মুখে না আসে এমন অশ্লীল কথাই বোধ হয় নাই। আমার বিশেষ পরিচিত একটি স্ত্রীলোকের স্বভাব ঠিক এইরূপ। তাহার এত ক্রোধ ও এত অধৈর্য্য যে, সে কাহারও সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলে পাগলের ন্যায় মুখে যাহা আসে তাহাই কহে। সে লঘু গুরু মানেনা, কাহারও অনুরোধ শুনে না; সারাদিন কলহ করিলেও ক্লান্ত হয় না। তাহার চীৎকারে আকাশ ফাটিয়া যায়। মান সম্মান জ্ঞান একটা যেন তাহার একবারেই নাই। এমন দুশ্চরিত্রা, কলহকারিণী স্ত্রীলোক প্রকৃতপক্ষেই গৃহের অলক্ষ্মী। আমি শুনিয়াছি, সে যখন বিবাদ করে তখন পুরুষের ন্যায় অশ্লীল কথা কহে, পুরুষের ন্যায় গালি দেয়। পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করে।

যাহাকে যাহা বলিতে না পারে, বলিলে পাপ হয় সে ঝগড়ার সময় অনায়াসে তাহা বলিয়া ফেলে। আর সেই সময় যদি কেহ তাহাদের বাড়ী যায় তবে তাহার কর্ণ বধির করিয়া দেয়। মুখ বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া কত কথাই বলে; সে সব শুনিলে শরীরে যেন জ্বর আইসে। যদি সত্য কথা একটি বলে তবে মিথ্যা কহিবে পঁচিশটি। আপনাদের কলঙ্ক রটাইয়া শত্রু হাসাইবে তবু রসনা শাসন করিবে না। তাহাদের বিবাদে গ্রামের লোকে তামাসা দেখে। শুদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটির দরুণ তাহার পরিজনের সর্ব্বদা অসুখ ও অশান্তির বিষ ভোগ করিতে হয়। দেখা গিয়াছে, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কাহারও সদ্ভাব নাই। এক দিনও সে সুখে এক মুষ্টি ভাত খাইতে পারে না। এরূপ কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোক বাস্তবিকই নারী-সমাজে নিন্দনীয়া এবং ঘৃণনীয়া।

আজ কাল মহিলাগণ শিক্ষিতা হইতেছেন। শিক্ষিতাগণের অধিকাংশই বিবাদ ঝগড়া করিতে ভালবাসেন না। পার্য্যমাণে করেনও না। সরলে, তুমি কাহারও সহিত কলহ করিও না। বিবাদে বিপদ ও অবিবাদে সম্পদ্ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি কলহপ্রিয়া, কটুভাষিণী স্ত্রীলোক অলক্ষ্মী, একথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে। মনে কর যে পরিবারে সর্ব্বদা বি-

বাদ হয়, সে পরিবারে কখনও সুখ শান্তি থাকিতে পারে না, বিবাদ বিসংবাদেই তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। বধূদিগের আত্মকলহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। আত্মকলহ বড়ই ভয়ঙ্কর, বড়ই সর্ব্বনাশক। আত্মকলহ রূপ বিষম দাবানল যখন গৃহস্থের গৃহে জ্বলিয়া উঠে, তখনই তাহার বিশেষরূপে প্রতিকার করা উচিত। নহিলে গৃহ তো দগ্ধ হইবেই, প্রাণ লইয়া বাঁচাও দায় হইয়া পড়ে। হৃদয়-শূন্য, মনুষ্যত্বহীন স্বামীই দুর্ব্বিনীতা, কলহাভিলাষিণী পত্নীকে শাসন না করিয়া প্রকাস্তরে প্রশ্রয়ই দিয়া থাকেন। এরূপ করা ভারি অন্যায়। ইহা যে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত বোধ হয় তাহাদের সে জ্ঞান নাই। বিবাদ করা একবার অভ্যস্ত হইলে সহজে তাহা পরিত্যাগও করা যায় না। কলহকারিণী দিগকে শাসন করিলে কি হইবে? স্বেচ্ছায় যদি তাহারা এই রোগ পরিত্যাগ না করে, তবে অন্যের তাহা পরিত্যাগ করান অতি কষ্টসাধ্য। অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতিক স্ত্রীলোককে বুঝাইলে, উপদেশ দিলে, একটুকু ভাল হয় এবং মতিগতি ফিরান যায়। কিন্তু কতকগুলি স্ত্রীলোক এরূপ নীচস্বভাবা ও ক্রোধপরায়ণা যে, তাহাদিগকে হাজার বুঝাও হাজার দোষ দেখাও কিছুতেই তাহারা বি-

বাদ পরিত্যাগ করিবে না। সরলে, তুমি কখনই ঐরূপ কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের কথায় কর্ণপাত করিও না। ইহারা বিবাদের সূত্রই অন্বেষণ করে।

কটু কথা না বলিয়া, ঝগড়া না করিয়া মিষ্ট কথায় প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে এরূপ লজ্জিত ও পরাস্ত করা যায় যে, সে আর মুখ ফুটিয়া কোন কথা কহিতে পারে তাহার এমত সাধ্যই থাকে না। মনে কর, তুমি তোমার দেবরপত্নীর গুরুতর অপরাধে রাগত হইয়া যদি তাহার সহিত বিবাদ বিসংবাদ না কর, তাহাকে কটু না বল, ক্ষমা করিয়া মিষ্ট বাক্যে তাহার দোষ দেখাইয়া দেও, তাহা হইলে সে তোমার এত পদানত হইবে যে, তোমাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে সর্ব্বদা ভক্তি ও সম্মান করিবে। তোমার অধীনে থাকিয়া তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদা যত্নবতী হইবে। তোমার ব্যবহার তাহার নিকট মধুর ন্যায় বোধ হইবে। কিন্তু যদি তাহাকে ক্ষমা না করিয়া, রাগান্বিত হইয়া তুমি তাহার সহিত ঝগড়া কর, তাহাকে কটু বল তবে সেও তোমাকে কটু বলিবে, তোমার সহিত ঝগড়া করিবে। হয়তো সে তোমার মুখের দিক তাকাইয়াও কথা বলে নাই, সর্ব্বদা ভক্তি ও সম্মান করিয়াছে। এখন তুমি নিজের দোষে অপমানিতা হইলে, মনে

কষ্ট পাইলে ; ক্রোধে তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে যে শান্তিটুকু ছিল তাহাও চলিয়া গেল। বিবাদ বিসংবাদ করিয়া তো এই লাভ! যে, পরিবারের সকলের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার ক-রিতে পারে, সে সকলের উপরে আধিপত্য করিয়া সুখ-শান্তিতে কাল কাটাইতে পারে। এক পরিবারে অনেক স্ত্রীলোক বাস করে, যদি তাঁহারা পরহিংসা, পরদ্বেষ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি গুলি পরিহার করিয়া সকলকে স্নেহ, ভক্তি ও ভালবাসা দ্বারা বশীভূত রাখে, তাহা হইলে গৃহে কদাচ বি-বাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয় না, বেশ সুখ-শান্তিতে থাকিতে পারে। যাহারা কলহ করিয়া আত্মবি-চ্ছেদ ভোগ করিয়াছে, তাহারাই জানে কলহ করা কতদূর ভাল কাজ।

কলহের প্রধান কারণ চঞ্চলতা, স্বার্থপরতা, নীচা-শয়তা প্রভৃতি দোষ এবং সহিষ্ণুতার অভাব। যে সকল রমণীর সহ্যগুণ নাই এবং যাহারা নিজের সুখ সুবিধা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত ; পরের সুবিধা কুবিধার প্রতি একেবারেই দৃষ্টি নাই, এবং অন্তঃকরণ নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহারাই অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া আত্মীয়গ-ণের সহিত বিবাদ করিয়া থাকে। বিবাদে যে তা-হাদের মহাক্ষতি হয়, তাহারা একটুকুও চিন্তা ক-

রিয়া দেখে না। অন্ততঃ, বিবাদে শারীরিক স্বাস্থ্যে-রও যে হানি হয়, তাহাদের সে জ্ঞানটুকুও নাই। অনেক স্ত্রীলোক বিবাদ করিয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়। আবার অনেকের মাথা ব্যথা এবং গা বমি বমি করিয়া থাকে। অথচ বিবাদ করায়, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহায় যে এরূপ হয় তাহারা বুঝিতেই পারে না। পারিলেও তাহারা তজ্জন্য বিবাদে নিরস্ত হয় না। অনেক রমণী ঘরের খাইয়া পরের সহিত বি-বাদ বাঁধাইয়া থাকে। তাহারা আরও গুরুতর অ-পরাধিনী। পাড়া প্রতিবাসিনীর সহিত বিবাদ করা কদাচ বিধেয় নহে। বালকদিগের ক্ষণিক বি-বাদে বৃদ্ধাগণও কলহ আরম্ভ করিয়া দেন; ইহা নি-তান্ত নীচাশয়তার কার্য্য। শিশুতে শিশুতে মা-রামারি বা বিবাদ হইলে শিশুদের মা ভগিনীগণের বিবাদ না করিয়া আপনাপন শিশুসন্তানকে শাসন করাই উচিত। নহিলে শিশুরাও তাহাদিগের বি-বাদে অধিক অবিনীত ও কলহপ্রিয় হয়।

সাংসারিক আয় ও ব্যয়।

সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব যে শুধু পুরুষই রাখিবেন এমত নহে। স্ত্রীরও এ বিষয়ে পুরুষের সাহায্য করিতে হইবে। কিরূপ ভাবে ব্যয় করিলে সংসারে অস্বচ্ছলতা থাকে না, কি পরিমাণে ব্যয় করিলে সম্মানে থাকা যায়, কম খরচ করিলে সংসার চলে কি না তৎসমুদয়ে স্ত্রীলোকও দৃষ্টি করিবেন। যাহাতে দুইটি পয়সা থাকিয়া যায় তৎজন্য যত্ন করিবেন। স্ত্রীলোক সর্ব্বদা ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবেন, কদাপি অপব্যয় করিবেন না। প্রত্যুত, স্বামীকে অপব্যয় করিতে দেখিলে, সবিনয়ে সদুপদেশ দিবেন এবং যাহাতে তিনি অপব্যয় না করেন তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সংসারের আবশ্যকীয় ব্যয়বাদে যাহা আয় হয়, তাহা সযত্নে রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকের একটি বিশেষ গুণ আছে, তাহারা রন্ধনাদিতে অল্প পরিমিত তরকারী প্রভৃতি দ্বারা নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া আয় দেখাইতে পারেন। এই জন্যই আমার মতে সংসারের দৈনিক খরচের ভার স্ত্রীলোকের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে ভাল হয়। যদি তাহাদের উপর সংসারের দৈনিক ব্যয়ের ভার থাকে, তাহা হইলে তাহারা অল্প খরচ

পত্র করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবে সংসার চালাইতে পারেন। যাহা না করিলে নয়, যে দ্রব্য না হইলে কোন মতেই কাজ চলে না,—অতি আবশ্যকীয় তজ্জন্যই অর্থ ব্যয় করা উচিত। নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া অর্থের অপব্যয় করা সঙ্গত নহে। আজ কাল স্ত্রীলোকেরা ব্যয়কুণ্ঠিতা হওয়া দূরে থাকুক, নানা প্রকার অর্থ ব্যয় করিয়া স্বামীকে কষ্ট দিতেছেন। নানা প্রকার বিলাস সামগ্রীর প্রতি তাহাদের মন এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তৎসমুদয় দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা হইলেই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, ভবিষ্যৎ চিন্তাও করেন না। বিলাত হইতে অশেষবিধ বিলাস সামগ্রী এদেশে আসিতেছে, আর আমাদের গৃহলক্ষ্মী সকল সেই সমুদয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া গৃহ সাজাইতেছেন। অথচ তাহা না হইলে সংসারকার্য্য অনির্ব্বাহিত থাকেনা; আর এক দোষ এই, দেশীয় কোন দ্রব্যে তাঁহাদের মন যায় না। বিলাত হইতে যাহা আসুক না কেন, তাহাই মনোহারী—তাহাতেই তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহাতে আমাদের খুব অনিষ্ট ঘটিতেছে। আমরা একবারও তাহা ভাবিয়া দেখি না! পতি বিদেশে চাকুরী করেন, স্ত্রী স্বামীকে পত্র লিখিলেন। পত্রের প্রথম দফায়ই একটি জিনিসের

ফরমাইস। এদিকে তো স্বামী অভাগার প্রাণান্ত। শরীর খাটাইয়া, রক্ত জল করিয়া যে দশ টাকা উপার্জ্জন করেন, তাহা হইতে রাজার কর, সংসার খরচ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাতে নিজের বাঁসা-খরচই কুলন হয় না। কোথা হইতে পত্নীর ফরমাইসের দ্রব্য ক্রয় করিয়া দিবেন? না দিলেও স্ত্রী অসন্তুষ্ট হইবেন, তখন তাঁহার দুর্ভাবনার অবধি থাকে না। কাজেই ধারে দ্রব্য খরিদ করিয়া স্ত্রীর মন তুষ্ট করেন। আর এখনকার মেয়েদের অলঙ্কার প্রিয়তার বড়ই আতিশয্য দেখাযায়। তাঁহারা স্বামী হইতে একখানা অলঙ্কার না পাইলেই মুখ ভার করিয়া থাকেন। ইহা যার পর নাই অন্যায়। স্ত্রীকে অলঙ্কার দিতে যাইয়া স্বামী ঋণসাগরে ডুবিয়া মরেন। আমরা এসমুদুয় ভূষণপ্রিয়া স্ত্রীলোকদ্বারা স্বামীকে বিড়ম্বিত হইতে দেখিতেছি। ইহারা বুঝিয়াও অবুঝের ন্যায় কার্য্য করেন। স্বামী শত কষ্ট পাউন, স্ত্রীকে ভাল কাপড়, ভাল গহনা দিতেই হইবে, একথা কেবল অবোধ বালিকার মুখ হইতেই বাহির হইতে পারে। যাহারা সামান্য খাওয়া পড়ার জন্য স্বামীকে কষ্ট দেয়, বিরক্ত করে তাহারা পতিকে বিদ্বেষ করে। দরিদ্রা বঙ্গ-কুলবধূর গহনা না পরিলেই কি? পতিভক্তি ও সচ্চরিত্রতাই

তাহাদের অপূর্ব্ব অলঙ্কার। সামান্য সোণা রূপার অলঙ্কারের সহিত তাহার উপমাই হইতে পারে না। তাই বলিতেছি, ভাল কাপড়, ভাল অলঙ্কার না পরিয়া যাহাতে সংসারে দুই পয়সা থাকে, স্ব-চ্ছল ভাবে সংসার চলে তাহাই করা কর্ত্তব্য। যেরূপ দিনকাল উপস্থিত, মোটা ভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিধান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেই সৌভাগ্য বলিতে হইবে। তার পর যাহার অর্থ আছে, স্বামী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধি-কারী, সে হাজার টাকার গহনা পরিধান করুক। তোমার আমার গরীবের তাহা শোভে না। আর বড় লোকের পত্নী হইলেই যে অপব্যয় করিবে, অ-ত্যধিক বাবু-প্রকৃতিক বিলাসিনী হইবে আমি এরূপ কথা বলিতেছি না। সময় সামগ্রী ও অবস্থা দে-খিয়া, সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যয় করাই কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশীয় কৃষক রমণীদিগের শ্রমশীলতা, ও মিতব্যয়িতা বড়ই উত্তম। তাহারা যখন যেমন তেমন ভাবেই চলে। প্রায় সারাদিন শ্রম করিয়া, সন্ধ্যার সময় পতিমুখ দেখিয়া, পতিপদ পূজা করিয়া, পরমানন্দ ভোগ করে। তাহারা স্বামীর-নিকট অলঙ্কার চাহে না, মূল্যবান সুপরিচ্ছদ পাইতেও ইচ্ছা করে না। স্বামীর ঘরকন্না করিয়া, মোটাভাত

খাইয়া, মোটা কাপড় পরিধান করিয়া, যে পতি প-
রিচর্য্যা করিতে পায় ইহাই অমূল্য ভূষণ মনে ক-
রিয়া তাহারা সুখী হয়। সরলে, যদি কোন দিন
কৃষক রমণীদিগের কথা শুনিয়া থাক, তবে বুঝিয়া
দেখ তাহারা পতির কতদূর সাহায্য করে এবং তা-
হাদিগদ্বারা কত আয় হয়। সারাটি দিন খাটিয়া,
মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া কত কাজ করিতেছে।
তাহারা পায়ের উপর পা ফেলিয়া, বাবুর ন্যায় বসিয়া
থাকিতে ভালবাসে না। তাহারা জ্যোৎস্নাময়ী
রাত্রিতেও তিন চারিজন একত্রিত হইয়া ধান
ভানে, ডাল ভাঙ্গে, আবশ্যকীয় অন্যান্য কর্ম্ম ক-
রিয়া থাকে। তাহারা স্বহস্তে বাটীর পতিত ভূ-
মিতে লাউ, বেগুন, শসা, উচ্ছা, ঝিঙ্গা, মরিচ প্রভৃতির
চারা রোপণ করিয়া সংসারের কত আবশ্যকীয় ব্যয়
নির্ব্বাহ করে। যদি আমাদের সামান্য আয়ের সং-
সারের রমণীগণ অপমান জ্ঞান না করিয়া, স্বহস্তে
সীম, বেগুন, লঙ্কামরিচ, লাউ প্রভৃতি তরকারীর গাছ
জন্মাইয়া ফলভোগ করেন, তাহা হইলে অনেক পয়সা
বাঁচিয়া যায়। সে সকল গাছ উৎপাদন করিতে
অল্প পরিশ্রম করিলেই চলে। ইহাতে অপমানেরও
কোন কথা নাই। যাহারা অপমান বোধ করিবেন,
তাহারা বাড়ীর দাস দাসীকেও হুকুম করিয়া করা-

ইতে পারেন। তাহা হইলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধ হ-
ইতে পারে। তাই বলিয়া দাস দাসীর প্রতি নি-
র্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। নিজে তাহার ত-
ত্ত্বাবধান করিলেই ভাল হয়। সরলে, আমি আশা
করি তুমি উপায়টি অবশ্য অবলম্বন করিবে।

অবসর শিক্ষা।

সরলে, সযত্নে স্বামী-সেবা, গৃহকার্য্য ইত্যাদি
নিত্য করনীয় কর্ম্ম সমাপন করিয়া, যে সময়টুকু
পাওয়া যায় তাহা সৎগ্রন্থ পাঠ, সদালাপ ও বিশুদ্ধ
আমোদ প্রমোদে যাপন করা উচিত। সাংসারিক
কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া অনেকেই অনেক সময় ব-
সিয়া, শুইয়া, বেড়াইয়া কাটান। যত্ন করিলে সেই
সময়ে সৎগ্রন্থ পাঠ, সদালাপ ও বিশুদ্ধ আমোদ
প্রমোদ ব্যতীতও এমন অনেক কার্য্য করা যায়,
যাহাতে সংসারের আর্থিক উন্নতি হইতে পারে।
বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, সদগ্রন্থ অধ্যয়ন ইত্যাদি
কার্য্য যেমন আবশ্যকীয়, যাহাতে সংসারে দুইটি প-
পয়সা বাঁচিয়া যায়, তদ্রূপ কার্য্য করাও উচিত এবং
আবশ্যক। অধিকাংশ বঙ্গমহিলা পুঁথি পড়িয়া,
পত্র লিখিয়াই আপনাকে শ্রমপরায়ণা ও কর্ম্মঠা মনে

করেন। ইহাঁরাই বিলাসিনী, শ্রমকাতরা ও সুখা-
ভিলাষিণী হইয়া পড়েন; কোনওরূপ শ্রমসাধ্য
কার্য্য করিতে পারেন না। গৃহের সামান্য সামান্য
কাজ গুলিও যেন তাঁহাদের বিপদ স্বরূপ। সরলে,
তুমি কখনও এরূপ বাবুপ্রকৃতিক হইয়া নানা অ-
নর্থ ঘটাইও না। বঙ্গমহিলার বাবুগিরি শোভা
পায় না; দিন দিন বঙ্গদেশ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে,
এরূপ অবস্থায় বিলাসিতা, বাবুগিরি সর্ব্বতোভাবে
পুরুষ এবং রমণী উভয়েরই পরিত্যাগ করা উচিত।
এক শত দেড় শত টাকা বেতনভোগী বাবুও যেমন
বাবু, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেইরূপ বিলাসিনী,
সোহাগিনীও শ্রমবিমুখ হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শিক্ষা
ও সমাজের দোষে এরূপ দুর্গতি ঘটিতেছে, সন্দেহ
নাই। সামান্য বংশমর্য্যাদার অনুরোধে কতক পু-
রুষ যেমন অকর্ম্মণ্য, শ্রমবিমুখ এবং পরের গলগ্রহ
হইয়া পড়িয়াছে, তেমন কতকগুলি স্ত্রীলোকও জাত্য-
ভিমানের বশীভূতা হইয়া অতি কষ্টে লজ্জাহীনের ন্যায়
পরের অন্নে লালিত পালিত হইতেছে। যদি সেই
সকল বঙ্গমহিলা সামান্য জাত্যভিমানের বশীভূত
না হইয়া শ্রমসাধ্য শিল্পবিদ্যা শিখিয়া অর্থোপার্জ্জন
করেন, তাহা হইলে আর পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন
যাপন করিতে হয়না। স্ত্রীলোক মাত্রেরই শিল্পশিক্ষা

করা উচিত। কার্মীজ, কম্ফার্টার, কার্পেটের জুতা, মশারী, লেপ ও তোষক প্রভৃতির চাদর, উপধান, এবং তাহার আবরণ, ছেলে মেয়ের পোষাক ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুলি যদি গৃহের মেয়েরা প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়। এই সকল প্রস্তুত করিতে কিছু অসম্মানও হয় না। আর বাটীর পতিত উর্ব্বরা ভূমিতে লাউ, কুমড়া, বেগুন, উচ্ছা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি ফল শস্যের বীজ বপন করিয়া তাহাতে যত্ন করিলে কত উপকার হয়। বিশেষতঃ ঐ সকল বাড়ীর দ্রব্য ; উহা আত্মীয় স্বজনকে দিয়াও নিজের কার্য্যে ব্যয় করিয়া, বেশ দুই পয়সা আয় করা যায়। বৃথা গল্প করিয়া নাটক,নভেল পড়িয়া যে সময় নষ্ট কর তাহা হইতে ঐ সকল সদনুষ্ঠান করিলে উপকারও হয় মনেরও প্রফুল্লতা জন্মে। সর্ব্বদা কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে মনে কোনওরূপ কুভাব কুচিন্তা আসিতে পারে না, যাহারা হস্ত পদ গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসে, কাজ কর্ম্ম বিপদ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা মনে মনে দুশ্চরিত্র হইয়া পড়ে। নানাবিধ অস্বাভাবিক জল্পনা কল্পনা করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজ হস্তেই করিয়া থাকে। বিধবাদিগের এ উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। যদি তাহারা শেলাইর কাজ শিখিয়া

কামীজ প্রভৃতি তৈয়ার করেন, তাহা হইলে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন। অনেক বিধবা ভ্রাতৃবধূর ঝাঁটা খাইয়া, ভ্রাতার অন্নে জীবন ধারণ করেন; যদি তাঁহারা এই সব কার্য্যে তৎপরা হন তবে আর ভ্রাতৃবধূর তিরস্কার, নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না। নিজের ব্যয় ভার নিজেই বহন করিতে পারেন। বড় দুঃখের বিষয়, বঙ্গের স্ত্রীপুরুষ উভয়েই পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা অপেক্ষা শ্রমসাধ্য ব্যবসায় অবলম্বন করা অধিকতর অপমান মনে করেন। বস্তুতঃ, এই সকল দোষেই বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই, শরীরে বসন নাই, দুর্গতিরও ইয়ত্তা নাই।

সরলে, তুমি অবসর সময়ে, সযত্নে শিল্প শিক্ষা কর। এবিষয়ে পরিবারস্থ পুরুষের সাহায্য পাইতে চেষ্টা করিও। তোমার স্বামীকে এ সম্বন্ধে আমি অদ্যই চিঠি লিখিব; একটি শেলাইর কল আনিবার জন্য অনুরোধ করিব। আমি তোমাকে কলের শেলাই করিতে শিখাইব। এ কার্য্যে তোমার পটুতা জন্মিলে, তোমার দ্বারা তোমাদের পরিবার বেশ লাভবান হইতে পারিবেন। আমার ইচ্ছা, বঙ্গের ঘরে ঘরে একাজটির পরীক্ষা হউক। আর শিক্ষিত পুরুষগণও ইহাতে যত্ন করুন; তাহা হইলে

তাঁহারা অনেক পয়সা বাঁচাইতে পারিবেন এবং বাবুপ্রকৃতিক, বিলাসিনী, শ্রমকাতরা বঙ্গমহিলাগণ 'কাজের লোক' হইবেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক রমণীরই 'কাজের লোক' হওয়া কর্ত্তব্য। শুধু কালির আঁচড় দিতে পারিলেই চলিবে না, 'কাজের লোক' হইতে হইবে। অয়ি সরলে, অদ্য হইতে তুমি অবসর মত আমার এ উপদেশ পালন করিতে যত্নবতী হও; কদাচ ত্রুটি বা শৈথিল্য করিও না।

সন্তান পালন।

দয়াময় পরমেশ্বর শিশুদিগের রক্ষার্থ জননীকে প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়াছেন। জননী শিশুর এক মাত্র সহায় ও অবলম্বন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতার ক্রোড় আশ্রয় এবং মাতৃ স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করে। শিশু সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষার ভার জননীর উপর ন্যস্ত। জননীই শিশুর শিক্ষয়িত্রী, জননীই শিশুর একমাত্র প্রতিপালিকা। বঙ্গমহিলাগণ সন্তান পালনে বড়ই অনভিজ্ঞা। বস্তুতঃ, তাঁহারা সন্তান পালনের উপযুক্ত কোন উৎকৃষ্ট নিয়মই অবগত নহেন। এই অনভিজ্ঞতা বশতঃ সন্তানের যেরূপ ক্ষতি হয়, কিছুতেই তাহার পূরণ

হইতে পারে না। সন্তান পালন বড় কঠিন ব্যাপার; জননীকে সর্ব্বদা এই কঠিন ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়। অপটু কুম্ভকারের হস্তে যেমন হাঁড়িটি, পুতুলটি বিকৃত রূপে গঠিত হয় এবং উহা একবার বিশুষ্ক হইলে সেই বিকৃত কদাকার পুতুলটি, হাঁড়িটি আর সুন্দর করিতে পারা যায় না,তদ্রূপ বিকৃতই থাকিয়া যায়, অশিক্ষিতা সন্তান পালনে মূর্খ,চরিত্রহীনা জননীর দোষে শিশুর কোমল হৃদয় বিকৃত ভাবে গঠিত এবং নানা প্রকার কুশিক্ষা শিশুর অন্তঃকরণে একবার বদ্ধমূল হইলে, ইহজীবনে আর সেই সন্তান সৎস্বভাব এবং কৃতীকৃতী হইতে পারে না। এমত অবস্থায় যে জননীর হস্তে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তখন সেই জননীকে প্রকৃত জননী অর্থাৎ সন্তান পালনের সর্ব্ব প্রকার গুণাবলী ধারণ এবং সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। নহিলে সুপুত্র লাভের প্রত্যাশা নাই।

ভাল খাওয়াইলে, ভাল পরাইলে এবং সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেই সন্তান পালন করা হয় না। সন্তানকে চরিত্রবান্, কৃতীকৃতী এবং জনসমাজের আদরণীয় করিতে হইবে। নহিলে তাহার মানব জীবনের সার্থকতা হইবে না। সকলেই সৎ সাধু সন্তানের কা-

মনা করিয়া থাকে ; দুশ্চরিত্র মূর্খ সন্তান কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। দুঃশীল, দুরাচার সন্তান দ্বারা পিতা মাতার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে দূরে থাকুক, অধিক-তর অসুখ ও জ্বালা যন্ত্রণাই তাহাদের সহ্য করিতে হয়। মনে কর, তোমার ছেলেটি চুরি করিতে শি-খিল। ক্রমে ক্রমে অশাসনে এদোষ তাহার অ-ভ্যস্ত হইয়া পড়িল ; সে পরের দ্রব্য দেখিলেই চুরি-করিতে চেষ্টা করে। সুযোগ পাইলে দ্রব্যাধিকারীর অজ্ঞাতসারে অপহরণ করিয়া লয়। একদিন, দুই দিন, তিন দিন চুরি করিয়াও সে অব্যাহতি পাইল। কিন্তু, পরে যখন সে ধৃত হইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত, লোকসমাজে ঘৃণিত হইবে, তখন তোমারও কষ্ট ও অপমানের একশেষ ভোগ করিতে হইবে এবং লো-কের নিকট নাক কাণ কাটা যাইবে। এখন মনে কর, অসাধুচরিত্র, অশিক্ষিত সন্তান যমের স্থায় কি না। আর দাম্পত্যপ্রেমের অমৃতময় ফল স্বরূপ সন্তানটি সুশীল সুশিক্ষিত হইলে জনক জননীর মনে কত আনন্দ, কত উৎসাহ এবং সমাজে তাহাদের কত প্রতিপত্তি হয়। এখন দেখা যাউক কিরূপে সন্তানকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করা যাইতে পারে।

চরিত্র-বিষয়ক প্রস্তাবে তোমাকে বলিয়াছি যে, জননীর চরিত্র শিশু দিগের শিক্ষণীয় গ্রন্থ। সেই

চরিত্র রূপ গ্রন্থে ধর্ম্ম এবং পাপের, সুশিক্ষা এবং কুশিক্ষার যেরূপ চিত্র অঙ্কিত থাকে, অবোধ শিশু অজ্ঞাতসারে তদনুযায়িনী শিক্ষা পাইয়া থাকে। ফল কথা, জননী সুচরিত্রা সতী,সাধ্বী, কর্ম্মঠা ন্যায়-পরায়ণা এবং দয়াম্বিতা হইলে, সন্তানও সচ্চরিত্র সহৃদয়, কর্ম্মঠ ও ন্যায়পরায়ণ এবং দয়াবান হইয়া থাকে। শিশুর কোমল অন্তঃকরণে মাতার যেরূপ হৃদয়ের ছায়া পতিত হয়, সন্তানও সেইরূপ হৃ-দয়বান হইয়া উঠে। শিশু জননীকে যাহা করিতে দেখে, যাহা বলিতে শুনে, সন্তান অলক্ষিত ভাবে তাহা শিখিয়া লয়। জননী তাহার নমনীয় মনে যাদৃশী শিক্ষার বীজ বপন করিবেন, সে আজীবন সেরূপ শিক্ষার ফল ভোগ করিবে। লোক চরিত্রে দেখা যায়, মাতার যেরূপ দোষ গুণ, সন্তানেরও সে-ইরূপ দোষগুণ আছে। পরন্তু, সন্তান জননীর দোষ ভাগই অধিক পাইয়া থাকে। সুতরাং সন্তানের স-ম্পূর্ণ জীবনের মঙ্গলের জন্য, সন্তান হওয়ার পূর্ব্বেই জননীকে চরিত্রবর্ত্তী এবং সুশিক্ষিতা হইতে হইবে। জননী সতী সাধ্বী, সত্য ও প্রিয়বাদিনী না হইলে, ভূমিষ্ঠ সন্তান ও সুচরিত্র এবং প্রিয় ও সত্যবাদি হ-ইবে না। আপনি ভাল না হইলে অন্যকে ভাল করা যায় না ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব

শিশুসন্তানকে মানুষ করিতে হইলে, যে সকল শি-
ক্ষার প্রয়োজন, সন্তান জন্মিবার অতি পূর্ব্বে জন-
নীর তাহা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিরূপে স-
ন্তানকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে; কি উপায় অব-
লম্বন করিলে সন্তানের নৈতিক উন্নতি সাধিত হ-
ইবে; কিরূপ সংসর্গে রাখিলে শিশুর চরিত্র কলু-
ষিত হইবে না; কিরূপে শিশুর স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থা-
কিবে, শরীর সবল ও পুষ্ট হইবে; কিরূপ শিক্ষায়
শিশুর মনে অসৎ কর্ম্মে ঘৃণা, সৎকর্ম্মে সাহস
জন্মিবে, তৎসমুদয় জননীর শিক্ষা করা অতি আব-
শ্যক। বঙ্গমহিলাগণ মনে করেন, সন্তান পালন
করা অতি সহজ; ইহা তাঁহাদের ভ্রম বিশ্বাস। সং-
সারে সন্তান পালনের ন্যায় কঠিন কর্ম্ম অতি অল্প।

গর্ব্ভাবস্থায় জননীর খুব সতর্ক ভাবে থাকা উ-
চিত। গর্ব্ভাবস্থায় জননীর মনের গতি যেরূপ থাকে
সন্তানেরও মনের গতি ঠিক তদ্রূপ হয়। এবিষয়ে
"গর্ব্ভবতীর কর্ত্তব্য" এই প্রস্তাবে বিশেষ করিয়া ব-
লিব। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে জননীর আরও সাব-
ধানতা অবলম্বন করা বিধেয়। ভূমিষ্ঠ হইলেই শি
শুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। জননী তখন উপযুক্ত সাব-
ধানতা সহকারে শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং
আপনাকেও সাবধানে রাখিবেন, যেন চরিত্র কো-

নও রূপ দোষে দূষিত না হয়। এবং মনের গতি কোন প্রকার অস্বাভাবিক ভাবে বিকৃত না হয়। আমার একথায় তুমি হয় তো মনে করিবে দুগ্ধ-পোষ্য অবোধ শিশু, সে আবার কি শিক্ষা করিতে পারে, তাহার শিখিবার শক্তিই বা কি? এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। এবিষয়ে বেশ উপদেশ পূর্ণ একটি গল্প আছে। একদা কোন স্ত্রীলোক এক-জন ধর্ম্মযাজকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় আমার একটি শিশু পুত্র আছে, বয়স চারি বৎসর। কত বয়স হইলে তাহাকে শিক্ষা দিব? ধর্ম্মযাজক ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, "যদি এখনও তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ না করিয়া থাক, তবে যার পর নাই অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। কারণ সন্তান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। নচেৎ সন্তান কখনও কৃতবিদ্য ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইতে পারেনা। সরলে, এই কথার তাৎপর্য্য এই,—সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতাকে সুশিক্ষিতা হইতে হইবে। কারণ, শিশু মাতার নিকটই শৈশবে শিক্ষা পাইয়া থাকে; অতর্কিত ভাবে জননীর দোষগুণ গ্রহণ করে। সুতরাং শিশুর মঙ্গলের জন্য জননীকে চরিত্রবতী এবং সুশিক্ষিতা হইতে হইবে।

জন্ম হইতেই শিশুর শিক্ষারম্ভ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাহার আবশ্যক মত শিক্ষা করিতে থাকে। সন্তান একটু কাঁদিলে বা একটু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইলে জননী বা অভিভাবিকাগণ তাহাকে 'জুজু বুড়ির' ভয় দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে সন্তানের ভাবী সৎ-সাহস ও স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। অনেকে আবার শিশু সন্তানদিগকে মিথ্যা কথা, শ-ঠতা প্রভৃতি গুরুতর দোষ প্রকারান্তরে শিক্ষা দিয়া থাকেন। একটি উদাহরণ দিয়া তাহা একটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, শুন। শিশু ভাল খাবার কি ভাল একখানা রাঙ্গা কাপড় চাহিলে বা অন্য কোন কারণে ক্রন্দন করিলে,জননী বা অন্য কেহ তাহাকে নানা রূপ প্রলোভন দেখান। আকাশের চাঁদ পা-ড়িয়া বা একটি সুন্দর পুতুল আনিয়া দিব ইত্যাদি কপট বাক্য দ্বারা ভুলাইয়া রাখেন; ইহাতে শিশু শঠতা ও কপটতা শিক্ষা করে। শিশু সন্তানকে এইরূপ কপটতা করিয়া ভুলান কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীলো-কেরা জানে না যে, এইরূপ কার্য্যের ফল অত্যন্ত বি-ষময়। শিশুদিগকে মিথ্যা বলিতে শিক্ষা দেওয়া মূর্খের কার্য্য; শৈশবে দুর্নীতি তাহাদের কোমল হৃদয়ে একবার বদ্ধমূল হইলে, তাহা ইহজন্মে আর দূর করিতে পারা যায় না। সুতরাং শৈশবকাল

হইতেই প্রসূতীগণ আপনাপন সন্তানদিগকে নীতি শিখাইবেন। কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ শিশুকে বিশেষরূপ বুঝাইয়া দিবেন। কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, স্নেহ সহকারে শাসন করিবেন। প্রাণান্তেও কুকার্য্যে প্রশ্রয় দিবেন না। কেহ কেহ আহ্লাদ করিয়া শিশু সন্তানকে অশ্লীল কথা কহিতে শিখায়, ইহাতে সে নিতান্ত অবাধ্য ও দুষ্টমতি ও দুঃশীল হইয়া পড়ে। সে যাহাকে ইচ্ছা গালি দেয়; আর এই উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনগণ একটুকু হাসি তামাসা করে। অনেক সময়ই, যদি কোন ছেলে কাহাকে অন্যায় কথা কহে, বেয়াদবী করিয়া মান্যব্যক্তিকে অসম্মান করে, তবে পিতা মাতা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। আর বলেন যে, ছেলে মানুষ ওর বুদ্ধি কি? এরূপ অবহেলা করিলে বস্তুতঃই সন্তানের মাথা খাওয়া হয়। উপযুক্ত শাসন অভাবে পরে সে এমন দুর্ব্বিনীত ও দুশ্চরিত্র হইয়া পড়ে যে, আর কাহাকেও সে ভয় করিয়া চলে না। বালকে বালকে ঝগড়া হইলে তাহাদের অভিভাবকেরা কলহ করিয়া থাকেন; আপন ছেলেটির দোষ দেখেন না। বাস্তবিক এ সমুদয় কেবল বালকদিগের সর্ব্বনাশের কারণ। যদি অভিভাবকগণ ঝগড়া না করিয়া আপন আপন ছেলেকে

শাসন করেন, ভবিষ্যৎ আর ওরূপ না করে, তৎজন্য রাগ করিয়া সতর্ক করেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। যাহাতে সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের হৃদয়ে কোনও রূপ মন্দ ভাব প্রবেশ করিতে না পারে, জননী তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সৎকার্য্য করিতে উৎসাহ দিবেন। কতকগুলি নীতিপূর্ণ বাক্য অভ্যস্ত করাইবেন। শিষ্টাচার এবং প্রিয় সত্য কথা বলিতে শিক্ষা দিবেন। বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা ও আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি লৌকিকতা শিক্ষা দিতে যত্নবতী হইবেন। ছেলে মেয়েকে কখনই বুড়ার ন্যায় কথা কহিতে দিবেন না। আর তাহাদিগকে এমন শাসন সংরক্ষণ করিবেন, যেন ভালবাসা ও স্নেহে লালিত পালিত হইয়া, সন্তান সর্ব্বদা সৎপথে থাকে। অনেক শিশু দুরন্ত হয়। দুরন্ত বালক সকলেরই অপ্রিয়। দুরন্ত বালকেরা লাঠি হাতে ক-করিয়া কখন বালক, কখন যুবা ও বৃদ্ধকে মারিতে থাকে, অনেক পিতা সম্মুখে থাকিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখে, তবু ছেলেকে শাসন করে না। বোধ হয় তাহারা এরূপ কার্য্যকে অন্যায়ই মনে করে না। কিন্তু এরূপ করাতে ছেলে যে দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িতেছে, বয়স্ক হইলে যে তাহার এ দোষ সহজে যাইবে না; প্রতিবেশীগণও ছেলেটির প্রতি স-

র্ব্বদাই অসন্তুষ্ট আছে, এ সমুদয় তাহাদের জ্ঞানা-
তীত। বস্তুতঃ, পিতা মাতার দোষেই সন্তান অগ্রে
নষ্ট হয়। যদি সন্তানের স্বভাবের প্রতি পিতা
মাতার প্রখর দৃষ্টি থাকে, তবে কখনই সন্তান মন্দ
হইতে পারে না। সন্তান দুষ্ট হইলে, তাহার দ্বারা
কি অনিষ্ট ঘটে, মূর্খ মাতা পিতা মনেও করে না।
যাহা হউক আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি সন্তানের
মঙ্গল কর, সুপুত্র লাভ করিয়া সংসারে সুখী হও।
সৎপুত্র কুলের ভূষণ, কুপুত্র কুলের কণ্টক।

অতএব সরলে, যদি বংশ উন্নত ও উজ্জ্বল ক-
রিতে বাসনা থাকে, যদি সুপুত্র লাভ করিয়া সমাজে
প্রতিপত্তি পাইতে অভিলাষ হয়, তবে আপনি
সাধ্বী সচ্চরিত্রা হইয়া সন্তানের মঙ্গল কর, তাহাদি-
গকে সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সাধু সৎসাহসী করিতে
যত্নবতী হও। সন্তানদিগকে কুকার্য্য হইতে বিরত
রাখিলেই সে চরিত্রবান্ হইল, কদাচিও এমন মনে
করিও না। মনুষ্য পশুত্ব ব্যবহার করে না, তবেই
তাহার গৌরব, ইহা যিনি বলেন তিনি মনুষ্যত্বের
কিছুই বুঝেন না। চরিত্রবান্ হইয়া যিনি মহত্ত্বলাভ
করিতে পারেন, তিনিই মনুষ্য নামের অধিকারী।
তাই বলিতেছি, সন্তানের চরিত্র উন্নত ও মনে জ্ঞা-
নের বীজ বপন করা যেমন আবশ্যক, সৎকার্য্যে

উৎসাহিত করাও তেমন প্রয়োজন। পরদুঃখকাতরতা, নিঃস্বার্থপরোপকারিতা, অমায়িকতা, সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণ সযত্নে শিশুকে শিক্ষা দিবে।

সন্তানপালন কথার কথা নয়। যাহার উপরে সন্তানের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের সমগ্র ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার খুব সতর্ক হওয়া উচিত। কেহ কেহ সন্তানের অন্যায় কার্য্য দেখিলে তাহাকে প্রহার করেন, ইহাতে বস্তুতঃ তাহাকে নির্ভয় ও দুঃসাহসী করিয়া দেওয়া হয়। তখন আর তাহারা পিতামাতাকে ভয় করে না। সন্তানকে শাসনে রাখিবে এরূপ কথায় বুঝিতে হইবে না যে, তাহাদিগকে দারুণ প্রহার করিলেই শাসন করা হইল। তিরস্কারও ভবিষ্যতের নিমিত্ত সতর্ক করাই যথার্থ উৎকৃষ্ট শাসন। আর তাহার সৎকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রশংসা করিবে। পারিতোষিক দিয়া উৎসাহিত করিলে ভাল হয়। দেখিও যেন আবার অত্যন্ত প্রশংসা পাইয়া সন্তানটি অহঙ্কারী হইয়া না উঠে। অত্যন্ত শাসনও ভাল নহে, অত্যন্ত প্রশংসা ও আহ্লাদ দেওয়াও ভাল নহে। ছেলে মেয়ের অধিক আবদার রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদিগকে একরূপ অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া হয়।

বোধ হয় সরলে, বুঝিতে পারিয়াছ যে, সন্তান

গুলিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া, সমুচিত চরিত্রবান সাধু ও কার্য্যদক্ষ করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিলে, পিতা মাতার প্রাণে কি এক অপার্থিব সুখ ও আনন্দ জন্মে। আর সচ্চরিত্র, বিদ্বান বুদ্ধিমান সন্তান সন্ততি দ্বারা যে বংশের নাম উজ্জ্বল এবং পিতা মাতার গৌরব বৃদ্ধি হয় একথা সকলেই অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। সকলেরই আপন আপন সন্তানকে মানুষ করিতে যত্নবতী হওয়া উচিত। জননীর এবিষয়ে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করা ও উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। যিনি সন্তানের ধর্ম্ম জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে ঔদাস্য করিবেন, তিনিই কুপুত্রের জননী হইয়া লোকনিন্দা, ধর্ম্মের অভিসম্পাত ও অশেষবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিবেন, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শরীর পালন।

পরিষ্কার, স্বাস্থ্য রক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কৃত না রাখিলে, কোন প্রকারেই সুস্থ থাকা যায় না। আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের মধ্যে অনেকেই কাহাকে শরীর পরিষ্কৃত রাখিতে দেখিলে 'ফুলবাবু' বলিয়া উপহাস করেন। প্রত্যুত নিজে-

রাও শরীরটাকে এত অপরিষ্কৃত করিয়া রাখেন যে, দেখিতে ঘৃণা হয়। এরূপ অপরিষ্কৃত থাকায় তাঁহাদের যার পর নাই অনিষ্ট হয়। শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলে লোমকূপ হইতে যে সকল দূষিত পদার্থ প্রতিক্ষণ বহির্গত হইতেছে, তৎসমুদয় শরীরেই থাকিয়া যায় সুতরাং রোগ জন্মে। আমাদের চর্ম্মের উপরিভাগ অনবরত মরিয়া উঠিয়া যাইতেছে, যদি শরীর পরিষ্কৃত না করা যায়, তবে সেই সকল মলা দূর হয় না, শরীরেই থাকিয়া যায় এবং নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হয়। এজন্য প্রতিদিন দুই বেলা গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত। শরীর পরিষ্কৃত রাখাও যেমন কর্ত্তব্য, পানীয় জল, আহারীয় দ্রব্য সামগ্রীও তেমন পরিষ্কৃত রাখা উচিত। অপক্ক্ত দ্রব্য খাইলে পেটের পীড়া জন্মে। কোন কোন ললনা এরূপ অপরিষ্কৃত পাক করেন যে, কোন রূপ মলা, পক্ক দ্রব্যে পড়িলেও দূষণীয় মনে করেন না। অথচ অক্লেশে অন্যকে তাহা খাওয়াইয়া রোগগ্রস্ত করেন। পাকশালাটি এবং পাকের হাঁড়ি, কড়া প্রভৃতি পাকপাত্র ও জলের কলসী সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে; যেন উহাতে কোন রূপ দুর্গন্ধ জন্মিতে না পারে। বাস গৃহটিও প্রতিনিয়ত পরিষ্কৃত রাখিবে। বাসগৃহে কোনও আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকিলে, কোন

রূপ দুর্গন্ধ আসিলে,ঘরের বায়ু দূষিত হইয়া সময় সময় সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। আর পরিষ্কৃত গৃহটি দেখিতে যেমন সুন্দর ; বাস করিতেও তেমন স্বাস্থ্যজনক। ঘরের প্রত্যেক দ্রব্য সামগ্রীকেই পরিষ্কৃত রাখিবে। ইহাতে কদাচ আলস্য করিবে না।

অনেক রমণী মলিন বসন পরিধান করিয়া থাকেন, মলিন কাপড় পরিলে মনের প্রফুল্লতা জন্মে না, রোগ জন্মিবারই সম্ভাবনা। তাহারা অপরিষ্কৃত বিছানায় ও আসনে শয়ন উপবেশনাদি করা দূষণীয় মনে করেন না। এরূপ করাতে যে শরীরে নানা প্রকার মলা লাগিয়া পীড়া জন্মে বোধহয় এই জ্ঞান তাঁহাদের নাই। তাঁহারা যেন অপরিষ্কৃত থাকিতেই ভালবাসেন। গ্রীষ্মকালে, কোন কোন রমণীর শরীর হইতে এক প্রকার তীব্র দুর্গন্ধ বাহির হয় ; তাহার কারণ কেবল অপরিষ্কৃত থাকা ও অপরিষ্কৃত পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করা ; যদি ইহারা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া শরীর পরিষ্কৃত রাখে, তাহা হইলে আর ঐ রূপ দুর্গন্ধ বাহির হয় না। অপরিষ্কৃত থাকা অলক্ষ্মীর চিহ্ন ; নোংরাদিগকে যেন কেবল অপবিত্র অপবিত্র বোধ হয়। যাহারা নিয়ত মলাতে পরিবৃত থাকে, তাহাদের দক্রু, পাঁচড়া প্রভৃতি ঘৃণিত রোগ জন্মে। অপরিষ্কৃত লোকের সঙ্গে একত্র

বাস এবং তাহাদের ব্যবহার্য্য গামোছা, কাপড় ব্যবহার করিলেও দোষ। ইহাতে অনেক সংক্রামক রোগ জন্মিবার খুব সম্ভাবনা। স্ত্রীলোক মাত্রেরই পরিষ্কৃত থাকা কর্ত্তব্য। অপরিষ্কৃত থাকিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, ইহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

ধন, জন, জীবন এই তিনটির মধ্যে জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন রক্ষা করা সকলেরই ইচ্ছা। যদি আজীবন কেবল অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তবে ধন, জন, জীবনে সুখ কি? বস্তুতঃ শরীর সুস্থ না থাকিলে কিছুতেই সুখ হয় না। স্বাস্থ্য অতি অমূল্য ধন। যাহারা স্বাস্থ্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা অচিরে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। রোগ অতি গুরুতর হইলে ঔষধ পথ্যাদির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। যদি রোগের পরিণাম মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পরিজনবর্গের কতই শোক ও দুঃখের কারণ হয়! বঙ্গমহিলাগণ স্বাস্থ্যের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি করেন না। স্বাস্থ্যহীনতায় যে কত কষ্ট ও যন্ত্রণা পাইতে হয়; তাহা তাঁহারা বুঝেন না। যে, রোগ মুখে পতিত হয়, তাহার তো কষ্টের সীমাই থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে পরিজনের অর্থনাশ, মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়। স্বাস্থ্য ভঙ্গেই যে, সকল রোগ জন্মে আমি এরূপ বলিতেছি না। কার্য্যতঃ দেখা

যায় অধিকাংশ পীড়াই অস্বাস্থ্যে জন্মে। আর কতকগুলি অন্যান্য কারণে হয়। কিরূপে শরীর পালন করিতে হয়, আমি সংক্ষেপে দুই একটি উপদেশ দিব। এত স্বল্প সময়ে তাহার যথোচিত আলোচনা সম্ভবে না। তবে যত দূর পারি সবিস্তারে বলিব। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করা তোমাদের নিতান্ত উচিত। তাহা হইলেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা শিখিতে পারিবে। "স্বাস্থ্যরক্ষা" "ধাত্রিবিদ্যা" ও "সরল শরীরপালন" প্রভৃতি পুস্তক অধ্যয়ন করিলে, ভাল হয়। আমি তোমাকে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িতে উপদেশ দিই।

শরীর রক্ষা করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন। আহার সামগ্রী পুষ্টিকর ও পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। পুষ্টিজনক খাদ্য আমাদিগের শরীর পোষণ করে। চাল, ডাল, গোম, মৎস্য, মাংস, আলু, দুধ, তেল, তরকারী ও ফলমূল প্রভৃতি যাহা আমরা নিত্য আহার করিয়া থাকি তৎসমুদয় দ্রব্য পরিষ্কৃত ও উত্তম রূপে পাক করিয়া খাইবে। আহার করিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তাড়াতাড়ি আহার করা উচিত নহে। খাদ্যদ্রব্য ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইবে। নহিলে পরিপাক হয় না, পেটের পীড়া জন্মে। প্রতিদিন কি পরিমাণ আহার করিলে

শরীর সুস্থ ও সবল হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া আ-
হার করা কর্ত্তব্য; অনিচ্ছাস্বত্বে অনুরোধ ও উপরোধে
পড়িয়া অতিরিক্ত ভোজন করা অন্যায়। ইহাতে
যার পর নাই অপকার হইয়া থাকে। তবে যাহাদের
ঐরূপ করিতে অভ্যাস আছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।
কিন্তু যাহার অভ্যাস নাই, সে যদি অধিক পরিমাণে
আহার করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইয়া
পড়ে। যাহারা পরিমিত আহার করে, তাহারা
সুস্থ থাকে এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে।
প্রতিদিন ক্ষুধা রাখিয়া আহার করাই কর্ত্তব্য। তা-
হাতে শরীর বেশ স্বচ্ছন্দে থাকে; অজীর্ণ রোগে
ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। বঙ্গ মহিলাদিগের
পঁচা মৎস্য, দুই তিন দিনের বাসি পান্তভাত খাইতে
অভ্যাস আছে। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ অখাদ্য বস্তু
ভোজন করিয়া অনেক সময় পীড়িত হইয়া পড়েন।
পানীয় জল অতিশয় পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হওয়া আব-
শ্যক। পিপাসা হইলে অল্প অল্প করিয়া জলপান
করা উচিত। অধিক জল পান করা কর্ত্তব্য নহে।
তাহাতে পরিপাক ক্রিয়া সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয় না।
স্ত্রীলোকগণ খুব পরিশ্রম করিয়া, যখন শরীর হইতে
ঘাম বাহির হইতে থাকে তখনই জলপান করে।
এরূপ করাতে তাহাদের কঠিন পীড়া উৎপন্ন হয়।

অনেকে এইরূপ পরিশ্রম করিয়া হঠাৎ জল পান করিয়া মরিয়া যায়। অতএব পরিশ্রমান্তে বিশ্রাম না করিয়া জল পান করা উচিত নহে। রন্ধন ও পানে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করিবে। পানীয় জলে যদি কোনরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও মলা থাকে তাহা পান করিলে, কি পাকে আচরণ করিলে উদারাময় ও ওলাউঠা প্রভৃতি সাংঘাতিক পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা অধিক।

আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু দূষিত হয়। ঘরের বায়ু অপেক্ষা বাহিরের বায়ু অধিক নির্ম্মল। এজন্য বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু যাহাতে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে, এবং ঘরের দূষিত বায়ু যাহাতে বাহিরে যাইতে পারে, তজ্জন্য যত্ন করা উচিত। করিলে গৃহস্থিত দূষিত বায়ু বিশোধিত হয়। পরিষ্কার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শরীর, পিরাণ বাস, ঘর, দোর, যাবদীয় গৃহসামগ্রী পরিষ্কৃত করিয়া রাখিলে সহসা পীড়া জন্মিতে পারে না। আর তাহাতে মন প্রফুল্ল থাকে। বাসগৃহে অব্যাহত রূপে রৌদ্র আসিতে দেওয়া উচিত। সমুচিত রৌদ্র ও বায়ু ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিলে, পীড়া হইবার আশঙ্কা আছে। গৃহ সামগ্রী লেপ, কাঁথা, তোষক, জাজিম,

শীতবস্ত্র ও বালিস মাসান্তে অন্ততঃ একবার রৌদ্রে দেওয়া উচিত। কোনরূপ মলা লাগিলে ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ করিবে। বঙ্গ-গৃহিণীগণ জানালার উপকারিতা বুঝেন না। ঘরে একটি জানালা থাকিলে উহা দ্বারা বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু-ঘরে প্রবেশ করিয়া, ঘরের দূষিত বায়ুকে বিশোধিত করিয়া ফেলে। কোন কোন গৃহে জানালা থাকে বটে, কিন্তু উহার দরকার না পড়িলে খোলা হয় কিনা সন্দেহ। আবার কেহ কেহ জানালার উপর গৃহসামগ্রী রাখিয়া জানালা বন্ধকরিয়া রাখে। ইহা কেবল তাহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনভিজ্ঞতার একমাত্র কারণ।

পরিষ্কৃত জলে স্নান করিবে। যে পুষ্করিণীর জল দূষিত, আবর্জ্জনাদি পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, এবং তাহাতে গবাদি স্নান করায়, কাপড় কাঁচে, সেই সকল পুকুরে স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। মস্তকে জল দিয়া জলে নামিবে। গামোছা দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘসিয়া মাজিয়া উত্তম রূপে পরিষ্কৃত করিবে। মাঝে মাঝে চুল পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। সাবান মস্তকে দিলে চুল উঠিয়া যায়। মটরের ব্যাসোন মাথায় দিয়া ঘসিলে চুল পরিষ্কৃত হয়, দুর্গন্ধ থাকে না; শরীরে দিলেও মলা দূরীকৃত হয়। মহিলাগণ সাবান ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাবান ব্যবহার

করিলে শরীরের লাবণ্য থাকে না; বিশেষতঃ সা-
বানে অনেক পয়সা অপব্যয় হয়। মটরের ব্যাসোনে
শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় না, ব্যয়ও অতি অল্প হইয়া
থাকে। সরলে, তুমি সাবান ব্যবহার করিও না।
প্রতিদিন একপ্রকার খাদ্য এবং গুরুপাক দ্রব্য অ-
ধিক পরিমাণে খাওয়া সঙ্গত নহে। ইহাতে পরিপাক
শক্তি হ্রাস হয়। সুতরাং নিত্য একপ্রকার দ্রব্য না
খাইয়া মধ্যে মধ্যে আহারের পরিবর্ত্তন করা উচিত।
অতিশয় গুরুপাক ও তৈলাক্ত বস্তু খাইবে না।
আহার সম্বন্ধে বালক বলিকার প্রতি জননী খুব শা-
সন ও দৃষ্টি করিবেন, যেন তাহারা কোনও রূপ অ-
খাদ্য বস্তু, যাহা গুরুপাক, তৈলাক্ত বা পঁচা তাহা না
খাইতে পারে। আদর করিয়া কাহাকেও অধিক
পরিমাণে খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ওলাউঠার
প্রাদুর্ভাব হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
থাকা আবশ্যক। শিশু সন্তানদিগের প্রত্যহ দুই
তিন বার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দেওয়া উচিত।
তাহাদিগকে অপরিস্কৃত থাকিতে দিবে না। বর্ষা-
কালে বৃষ্টির জলে ভিজিতে দেখিয়া অনেক জননী
সন্তানকে শাসন করেন না। নিজেরাও ভিজিয়া
ভিজিয়া গৃহকার্য্য করিয়া থাকেন। এরূপ করিলে

হঠাৎ কফ, কাশি সর্দ্দি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। অনেকে আর্দ্র বসনে অনেক সময় থাকে ইহাতে জ্বর ও দক্রু রোগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুনিদ্রার প্রয়োজন। গাঢ় নিদ্রা না হইলে শরীর অসুখ অসুখ বোধ হয়। রাত্রি নিদ্রার প্রকৃত কাল। দিবা নিদ্রা ভাল নহে। নিদ্রা না হইলে নানা রোগ ও সত্বর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। যাহারা দিবাভাগে নিদ্রায় আভিভূত থাকে, তাহারা সুনিদ্রা হইতে বঞ্চিত হয়। নিদ্রাকর্ষণ হইবা মাত্র শয়ন করিবে। শয়নের পূর্ব্বে রাগ, দ্বেষ, শোক, ভয় ও অনুতাপ এবং দুশ্চিন্তার উদয় হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; এজন্য ঐ সকল কুচিন্তা মনোমধ্যে আসিতে দিবে না। শয়ন করিবার পূর্ব্বে হস্ত পদ ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া শয়ন করিবে। নিদ্রাকালে কাপড় দ্বারা মুখ নাসিকা ঢাকিয়া রাখিবে না। এরূপ করিলে তুমি যে দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করিতেছ, তাহাই তোমার পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে হয়, ইহাতে রোগ জন্মে। অত্যন্ত কঠিন বা অত্যন্ত কোমল শয্যায় শয়ন করা অন্যায়। শিশুদিগের বিছানা কিছু কোমল হইলে ক্ষতি নাই। রাগ, দ্বেষ, ভয় বা শোক স্বাস্থ্যের বড় অনিষ্টকর। সর্ব্বদা ক্রোধ করিলে আয়ু ক্ষয় হয়; শোক

দুঃখে অত্যন্ত অধীর হইলে কেহ কেহ পাগল হইয়া যায়। ভয় পাইলে অনেক রমণী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। শিশু ছেলেদিগকে ভয় দেখান উচিত নহে।

শরীর পালনের জন্য শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করা উচিত। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য নহে। ৩। ৪ দণ্ড পরিশ্রম করিয়া এক দণ্ড বিশ্রাম করিবে। অনবরত শুধু মানসিক প-রিশ্রম করা যেমন দোষাবহ ও অনিষ্ট কর, তে-মন সর্ব্বদা শারীরিক শ্রম করাও স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ।

আমাদের দেশে কাহারও ই সুতিকাগৃহের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি নাই। যেরূপ জঘন্য নিয়মে সু-তিকাগৃহ তৈয়ার হইয়া থাকে, তাহাতে বায়ু চ-লাচল করিতে পারে না এবং তাহার ভিতির মা-টীও নিতান্ত আর্দ্র থাকে। প্রসূতীগণ সেই আর্দ্র মাটিতে শয়ন করিয়া অনেক সময় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। নবজাত শিশু ও সেই দুর্ভোগ ভোগ করিয়া প্রায়শঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গৃ-হিণী রমণীগণ সুতিকালয় নির্ম্মাণ করিবার স-ময় খুব দৃষ্টি রাখিবেন। সুতিকালয়ের মৃত্তিকা শুষ্ক, এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু সমাগম হওয়ার পথ থাকা অতিশয় আবশ্যক। বস্তুতঃ, যদি গৃহিণী-

ণীগণ এবিষয়ে একটুই দৃষ্টি রাখেন, তবে এ কুনিয়মের অনেক প্রতীকার হইতে পারে।

পীড়া হইলে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। পীড়ায় প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়া রোগ বৃদ্ধি করা অজ্ঞানের কর্ম্ম। কোন কোন রমণী শরীর অসুস্থ হইলে, অবহেলা করিয়া স্নান আহার করেন, কাহার নিকটও প্রকাশ করেন না। ইহার ফল এই, পরিণামে অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া শমনভবনে গমন করিতে হয়। শরীর অসুস্থ হইলে কি সামান্য একটুকু সর্দ্দি বোধ করিলে শীতল জলে স্নান করিবে না। জল গরম করিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য। পরিজনের কাহারও পীড়া হইলে কালবিলম্ব না করিয়া চিকিৎসা করান উচিত। রোগের ক্ষুদ্রত্বও তুচ্ছ করিবে না। অনেকে আগে সামান্য পীড়া বলিয়া ঔষধ খায় না পরে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াও বাঁচিবার আশা পায় না। বলাবাহুল্য পীড়া হইলে সাবধান হইবে। রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। সরলে, অদ্য তোমাকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিলাম, সর্ব্বদা সেই সকল উপদেশ মনে রাখিও। কদাচ অবহেলা করিয়া রোগ ডাকিয়া আনিও না।

—০—

গৃহকৰ্ম্ম

সরলে, পুরুষের কার্য্য সমাজসেবা, স্ত্রীলোকের কার্য্য গৃহসেবা। স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী—এলক্ষ্মী ব্যতীত কখনই গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। গৃহস্থাশ্রমে যত সুখ শান্তি, সমুদয়ই ইহাঁদের গুণে। পুরুষ গৃহকার্য্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; রমণীর প্রতি নির্ভর করিয়াই তাঁহারা এবিষয়ের কোনরূপ তত্ত্ব রাখেন না। যখন স্ত্রীলোকের জন্যই গৃহ সৃষ্টি, তখন গৃহকার্য্যে সর্ব্ব প্রথম তাঁহাদের প্রখর দৃষ্টি থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। এজন্য বয়োজ্যেষ্ঠা, বুদ্ধিমতী, সচ্চরিত্রা, সাংসারিক কার্য্যে দক্ষা, গম্ভীরপ্রকৃতি ও কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রী গৃহিণী হইবেন। গৃহিণী নিঃস্বার্থ হইবেন। স্বার্থপরায়ণা গৃহিণী গৃহকর্ত্রীর পদের ঘোর কলঙ্ক স্বরূপ। যিনি নিজের সুখ সুবিধাই অধিক দেখেন; অন্যকে সুখী করিয়া সুখী হইতে পারেন না; যিনি অন্যের সুখ সুবিধার জন্য নিজের একটুকু সুখের হানি হইলে আপনাকে হতভাগিনী মনে করেন, তিনি গৃহিণীপদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তদ্দ্বারা পরিবারের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর দুরবস্থাই ঘটিতে থাকে। যিনি পরকে সুখী করিয়া সুখী হইতে পারেন; যিনি পরের সুখ সচ্ছন্দতার

নিমিত্ত নিজের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাতও ক-
রেন না, তিনি গৃহকর্ত্রী হইলে, পরিজন যেমন সুখ
শান্তিতে থাকিতে পারেন, অন্যথা তদ্রূপ নহে।
সুতরাং গৃহকর্ত্রীর নিঃস্বার্থ হওয়া অথবা আপনার
ব্যক্তিগত স্বার্থকে পরিবারের সকলের স্বার্থে ডুবা-
ইয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। গৃহের ইষ্টা-
নিষ্ট সম্পূর্ণ রূপে গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। গৃ-
হিণী যদি গৃহকার্য্যে অপটু ও অনভিজ্ঞ হন, তবে
গৃহের অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবে না। গৃহিণীর যে সব
গুণ থাকা অতি আবশ্যক, সে সকল গুণ না থাকিলে
গৃহ শ্মশান তুল্য হয়। ক্ষমা, দয়া, কর্ত্তব্যজ্ঞান, স-
ম্মান বোধ, সরলতা, সত্যনিষ্ঠতা, পরদুঃখকাতরতা
প্রভৃতি গুণ গৃহিণীর থাকা চাই। দানশীলতা ও
কৃপণতা সমান অংশে গৃহিণী আয়ত্ত করিবেন।
গৃহিণী কদাচও অন্যায় কার্য্য করিবেন না। যদি
কখনও ভ্রমবশতঃ অন্যায় করিয়া ফেলেন, তবে সমু-
চিত অনুতাপ করিয়া, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হ-
ইবেন। আত্মরক্ষা করা সকল সুগৃহিণীই অভ্যাস
করিবেন। যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে
পারেন, তিনিই সুরক্ষিতা এবং তিনিই অন্যকে রক্ষা
করিতে পারেন। গৃহ রক্ষা করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য;

যদি তিনিই আপনাকে রক্ষা করিতে না পারেন, তবে অন্যকে কিরূপে রক্ষা করিবেন? গৃহিণী যদি নিজকে নিজে শাসন করিতে না পারেন, তবে অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে অন্যকে শাসন করিতে পারিবেন কেন? সুতরাং আত্মশাসনও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা সুগৃহিণীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য অনেক গুলিন, তন্মধ্যে গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন ও কিরূপ অল্পব্যয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতে পারে, তাহার সদ্উপায় করা প্রধান কার্য্য। যে সংসারে যেরূপ আয় হয়, তদনুসারে ব্যয় করিয়া যাহাতে কিছু বাঁচে, গৃহিণী তাহা সবিশেষ দেখিবেন। অপব্যয় করিয়া যেন পরিণামে কষ্ট পাইতে না হয়। অনেক সম্পন্ন পরিবার অপব্যয় করিয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। নানা কারণে গৃহস্থের অপব্যয় হইয়া থাকে; তাহার কতক গুলি অপরিহার্য্য, কতকগুলি যত্ন করিলেই নিবারণ করা যায়। যদি গৃহিণীগণ সংসার খরচ করিতে একটুকু সতর্ক হন, বুদ্ধি খাটাইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে অনেক সময় অর্থের অপব্যবহার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রতিদিন সংসারে কি খরচ হইল, কোন্ জিনিস খরচ করিয়া উদ্বর্ত্ত হইল; কোন টার দরকার, আর কোন্ জিনিসটা না হইলেও চলে, ঘরের কোন্

আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কোন্ আহারীয় বস্তু, কম ব্যয় করিলে বা দুই দিন রাখিয়া ব্যয় করিলে প্রতিদিন সুচারুরূপে সংসার চলে, তদ্‌সমুদয়ের তত্ত্ব লইবেন। আর কতক গুলি দ্রব্য আছে, সকল সময় তাহার দরকার হয় না ; হঠাৎ রাত্রি দুই প্রহরের সময়ও তাহার দরকার পড়ে, সেই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে না হউক অল্প পরিমাণেও সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। তাহাতে অনেক সময় অনেক উপকার হয় এবং বাহুল্য ব্যয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কে কোন্ দ্রব্যের অন্যায়মতে খরচ করিতেছে, কে কোন্ জিনিসটা অসাবধানে ফেলিয়া রাখিয়াছে; হয়ত তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; গৃহটি পরিষ্কৃত আছে কিনা, গৃহসামগ্রী গুলি সযত্নে যথাস্থানে রাখা হইল কি না, কোন্ জিনিসটি গৃহের কোন্ স্থানে থাকিলে ভাল থাকে তৎসমুদয় দেখিবেন। গৃহকার্য্যে শৃঙ্খলার অতিশয় প্রয়োজন ; শৃঙ্খলা গুণে সকল কর্ম্মই অনায়াসে ও অতি অল্প সময়ে করা যায়। বিশৃঙ্খলায় কাজ করিতেও যেমন অসুবিধা, তেমন কাজও ভাল রূপে সম্পন্ন হয় না। যে বস্তু যেস্থানে থাকা সুবিধা জনক তাহা ঠিক সেইখানে রাখা উচিত। একবার এখানে, একবার ওখানে রাখিলে আবশ্যক মত পা-

ইতে হইলে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ত্যক্ত বিরক্ত হইতে হয়, বৃথা সময় নষ্ট হয়; সময়ে সময়ে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। সকল কার্য্যেরই শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত থাকা বিধেয়। গৃহিণী এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। নহিলে, পদে পদে বিভ্রাটে পড়িতে হইবেক। যিনি গৃহিণী, সংসারের ভাল মন্দ তাহার শিরে। নৌকার মাঝি, আর গৃহের গৃহিণী প্রায় একরূপ ভার বহন করেন। মাঝি যদি বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী হয়, নৌকা ঝড় তুফানে মারা যায় না, গৃহিণী যদি ভাল হয় তবে গৃহও নষ্ট হয় না। মাঝির যেপ্রকার নৌকার সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে, বিপদ ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ গৃহিণীরও গৃহ কার্য্যে তত্ত্বাবধান ও বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলে, নানা অসুবিধা ও নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাহার প্রতি যে কার্য্যের ভার আছে, সে সেই কার্য্য করিয়াছে কিনা, করিয়া থাকিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে কিনা গৃহিণী তাহা দেখিবেন। পাকের আয়োজন করিবার শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। বাজার হইতে যে সকল জিনিস পত্র আনীত হইয়াছে স্বয়ং তাহা দেখিয়া লইবেন এবং তাহার হিসাব রাখিবেন। যাহা খাইলে বালক বালিকা বা অন্য কাহারও পীড়া হইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ কোন খাবার দ্রব্য গৃহে আ-

নিতে দিবেন না। তুমি সস্তাদামে দুইটা খারাপ আ-
হারীয় দ্রব্য খরিদ করিয়া আনাইয়া আয় দেখাইলে,
কিন্তু যদি সেই অখাদ্য দ্রব্য খাইয়া কাহারও গুরুতর
পীড়া জন্মে তখন দুইপয়সা আয় করিতে গিয়া দুই-
শত টাকা ব্যয় করিয়াও পীড়িতকে আরোগ্য ক-
রিতে পার কিনা সন্দেহ। আর যাহাতে খাদ্য
সামগ্রী পরিষ্কৃত হয়; তদ্বিষয়ে গৃহিণীর বিশেষ
যত্ন থাকা আবশ্যক। বালকবালিকাকে সেই বিষয়ে
উপদেশ দিবেন। কাহারও পীড়া হইলে গৃহিণী স্বয়ং
তাহার শুশ্রূষার জন্য উপযুক্ত যত্ন ও পরিশ্রম করি-
বেন। চিকিৎসক যেপ্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করেন
তাহা প্রস্তুত হইলে গৃহিণী স্বয়ং একবার দেখিয়া
দিবেন। কারণ অন্যে হয়ত, পথ্য যেরূপ হওয়া
উচিত ছিল তদ্রূপ করিতে পারে নাই। অনেক
গৃহিণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে আমার না দেখিলেও চলিবে
এরূপ ভাবিয়া ক্ষান্ত থাকেন; ইহা অনুচিত। গৃহি-
ণীর সকল বিষয়ে দৃষ্টি থাকা চাই। নচেৎ একটি
ক্ষুদ্র কার্য্য নষ্ট হইলে, মহা বিপদ্ ও বিভ্রাট ঘটিতে
বিচিত্র কি?

গৃহিণীর কতকগুলি গুণ থাকা শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বে
এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা গৃহিণীর অতীব প্র-
য়োজনীয়। তদ্ব্যতীত গাম্ভীর্য্য ও অপক্ষপাতিতা

গুণ থাকা আবশ্যক। গৃহিণী চপলস্বভাবা হইলে অন্যে তাহাকে ভয় করিয়া চলিবে না,তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অনেক সময় অবহেলা করিবে। তাহা হইলে গৃহকার্য্যে নিতান্ত অসুবিধা ঘটিবে। সুতরাং তিনি সকলের সঙ্গে নিজের সম্মান ও গুরুত্ব বুঝিয়া আলাপ ব্যবহার করিবেন, যেন কেহই তাঁহাকে ভয় ও সম্মান না করিয়া পারে না। অধীন দাসদাসীকে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উদাসীন দেখিলে গৃহিণী তাহাদিগকে কটু কহিয়া কাজ কবান। কিন্তু যদি কটু না কহিয়া মিষ্ট কথায় তিরস্কার করিয়া কাজ করান,তাহা হইলে আর তাহাদেব ভয় ভাঙ্গে না। দাস দাসীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিলে চলিবে না। এজন্যই তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় রাগ প্রদর্শন করিয়া কাজ কর্ম্ম করান শ্রেয়ঃ।

গৃহিণীর আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, পুত্র কন্যার কোমল হৃদয়ে সৎচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া। বালক বালিকা বাল্যজীবনে যেরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইবে, পরিণত বয়সেও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। এজন্য তাহাদিগের সুশিক্ষা দিতে বিশেষ যত্নবতী হইবেন। তাহাদিগকে কোন অন্যায় কার্য্য করিতে দিবেন না, প্রতিনিয়ত সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিবেন। বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ও স্ত্রী যেখানে

গোপনীয় আলাপ করিবে, সেখানে তাহাদিগকে যা-ইতে দিবেন না। আর যাহাতে তাহাদের মন প্র-ফুল্ল থাকে ও সৎসাহসী হয় তজ্জন্য যত্ন করিবেন।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য অতীব গুরুতর; তাহা সম্যকরূপে সাধন করিতে আন্তরিক যত্ন রাখা উচিত। তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও ধর্ম্মমার্জ্জিত হওয়া উচিত। তিনি গৃহের লক্ষ্মী, স্নেহময়ী জননী, পুত্র কন্যাগণের শিক্ষ-য়িত্রী; বধূর ও দাস দাসীর কর্ত্রী। সকলকে স্ম-মান স্নেহ, সমান আদর, সমান ভালবাসা ও অমা-য়িকতা দেখাইবেন। দুশ্চরিত্র লোক পরিবারে থাকিলে তাহার দোষ দূর করিবার জন্য তাহাকে উপদেশ দিবেন। কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না; মন্দকে ভাল করিবেন।

-❋◦❋-

গর্ভবতীর কর্ত্তব্য ও নবজাত সন্তান পালন।

সরলে, গর্ভাবস্থায় কি কি নিয়ম পালন এবং কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, প্রত্যেক ম-হিলারই তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। গর্ভাবস্থা অবলা জাতির বড় শঙ্কটের সময়। বড় দুঃখের বি-

যয়, এইরূপ বিষম শঙ্কটের সময় কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন ও নিয়ম পালন করিবে বঙ্গমহিলাগণ তাহার কিছুই জানেন না। এজন্য তাঁহারা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন এবং সন্তানলাভজনিত বিমল সুখে বঞ্চিত হন।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের সর্ব্ব প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়। গর্ভাবস্থায় অত্যধিক পরিশ্রম করা সঙ্গত নহে। গর্ভাবস্থায় অধিক শ্রম, উপবাস, অত্যধিক উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ গুরুপাক দ্রব্য আহার, দিবা নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শোক, ভয়,ত্রাস, শকটাদি যান আরোহণ, দূরস্থ স্থানে গমন, উচ্চনীচ স্থানে গমনাগমন, গুরুতর ভার বহন, ইত্যাদি সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। অনেক গর্ভিণী নানা কারণে কায়িক ও মানসিক শ্রম করিয়া বিপন্ন হন। অনেক গর্ভিণী এমন বুদ্ধিহীনা ও অদূরদর্শিনী যে, গর্ভাবস্থায় কঠিন পুস্তক পড়িয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। মানসিক শ্রম করিয়া কঠিন কঠিন পুস্তক পড়া গর্ভবতী অবশ্য পরিত্যাগ করিবেন। গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত মানসিক শ্রম করিলে গর্ভবতী ও গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হয়। সরল, নীতিপূর্ণ অথচ আনন্দজনক পুস্তক পাঠ করিয়া একটুকু সময় ব্যয় করিলে ক্ষতি নাই। মন যেরূপে প্রফুল্ল

থাকে তৎপ্রতি গর্ভবতী যত্ন রাখিবেন। কোন রূপ কুভাব কুচিন্তা করিয়া মন খারাপ করা গর্ভবতী রমণীর বিধেয় নহে। রাগ, ভয়, শোক, দুঃখ জন্মিয়া যাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে, গর্ভিণী তদ্‌বিষয়ে খুব সাবধান হইবেন। সহসা কোন ঘটনায় দুশ্চিন্তার উদয় হইলে, আত্মীয় স্বজনের সহিত সদালাপ করিবেন। যে সকল কার্য্যে মনের প্রফুল্লতা জন্মে তদনুরূপ কর্ম্মে রত হইবেন। এসময়ে বিবাদ কলহ প্রাণান্তেও করিবেন না। স্বাভাবিক অবস্থায়ই ঝগড়া কলহ করিলে সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপে, ক্রোধের আধিক্য বশতঃ হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়; তাহাতে গর্ভাবস্থায় কত দূর স্বাস্থ্যের হানি করে সুশীলা বুদ্ধিমতী মহিলা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর অভিলাষের আতিশয্য হয়। বিবিধ খাদ্যে স্পৃহা জন্মে; নয়নের প্রীতিকর বস্তু অবলোকনের এবং প্রাণের প্রীতিকর উপভোগেব আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই সময় তাঁহাদের বাসনা চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা, গর্ভস্থ সন্তানের হানি হয়। গুর্ব্বিণীর যে সকল বিষয়ে অভিলাষ জন্মে, তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে, গর্ভস্থ সন্তান বোবা, খঞ্জ, বামন, অন্ধ, খোঁড়া, বিকৃতহস্ত, বিকৃতচক্ষু, অথবা অপূর্ণশরীর হইতে পারে। গর্ভিণী চঞ্চলা

হইলে সন্তানও চঞ্চল হয়। গর্ভিণী যেরূপ চরিত্র-বতী হইবেন সন্তানও তদ্রূপ চরিত্রের হইবে। অত-এব সন্তানের মঙ্গলের জন্য গুর্ব্বিণী সতর্ক হইবেন।

গর্ভাবস্থায় খাদ্য সামগ্রীতে অরুচি জন্মে। স-দাই গা বমি বমি করে। কোন দ্রব্য খাইতে সাধ যায় না। তখন যে সকল খাদ্য সামগ্রী পুষ্টিকর সু-স্বাদ অথচ সহজেই পরিপাক হয় এমত খাদ্য গর্ভ-বতীর পক্ষে প্রশস্ত। গুরুপাক দ্রব্য কখনও গর্ভিণী খাইবেন না; অধিক ভোজনও করিবেন না। গর্ভ-বতীর অধিকাংশ মিষ্ট, পরিষ্কৃত, তৃপ্তিকর, লঘুপাক অগ্নিপক্ক খাদ্য ভোজন করিবেন। দুর্গন্ধ বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করিবেন না, নয়নের অপ্রিয় বস্তু অবলোকন, হৃদয়ের অপ্রিয় চিন্তার উত্তেজনা, এবং কর্কশ ও মর্ম্ম পীড়ক বাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে, কঠিন আসনে উপবেশন, শরীরে অধিক তৈলমর্দ্দন অথবা সজোরে গাত্র মার্জ্জনা করা অকর্ত্তব্য। কারণ এই সকল অ-হিত আচরণে গর্ভ নষ্ট বা কুক্ষি মধ্যেই গর্ভ মরিয়া শুষ্ক হইতে পারে। গর্ভিণীগণ এই সময় অম্ল দ্রব্য ও নূতন মৃন্ময় সামগ্রী খাইয়া থাকেন, এসকল দ্রব্য খাইলে গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে। এ-জন্য ঐ সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। সুনিদ্রা গর্ভবতীর পক্ষে অতীব আবশ্যক। দিবা নিদ্রা

পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রাত্রিতে সুনিদ্রা না হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না; এবং সুনিদ্রা অভাবে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। অধিক রাত্রি জাগরণ অবিধেয়; অধিক সময় কোন পরিশ্রম করিলে, কি কোন চিন্তা করিলে গর্ভস্থ জীবের স্বাস্থ্যের হানি হয়। অনেক গর্ভবতী আঁচল পাতিয়া সেঁতসেঁতে মৃত্তিকায় শয়ন করেন; কেহ কেহ বা পাকশালায়ই দুই চারি খানা পীঁড়ি দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া যখন তখন নিদ্রিত হন, এরূপ নিদ্রিত হওয়া অন্যায়। গর্ভবতী যেখানে সেখানে, ভিজা মাটীতে শয়ন করিবেন না। রাত্রি নিদ্রার প্রশস্ত সময়, সেই সময় যাহাতে ৫।৭ ঘণ্টা সুনিদ্রা হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা গর্ভবতীদের পক্ষে বড়ই সুব্যবস্থা। অন্তঃপুরে নির্ম্মল বায়ু গমনাগমনের সুবিধা থাকিলে গর্ভবতী ধীরে ধীরে পাঁচারি করিয়া বায়ু সেবন করিলে উপকার হয়।

সূতিকাগার সম্বন্ধে আমি স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবে যাহা বলিয়াছি, তাহা করা কর্ত্তব্য। সূতিকালয়, সেঁতসেঁতে; হইলে প্রসূতি ও প্রসূত শিশু সন্তানের গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা। গৃহে

নির্ম্মল বায়ু চলাচলের জন্য বিহিত বিধান করিবেন। সূতিকা গৃহে রাত্রিতে আগুণ জ্বালিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অত্যন্ত শীতল বায়ু যেন ঘরে প্রবেশ করিতে না-পারে। সূতিকাগার সুপ্রশস্ত হওয়া চাই।

এখন নবপ্রসূত সন্তানের প্রতি কি করা কর্ত্তব্য তোমাকে তদ্বিষয়ে স্থূল স্থূল কএকটি উপদেশ দিব। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, অল্প গরম জলে প্রসূ-তীর এবং সন্তানের শরীর পরিষ্কৃত করিয়া দিবে। পরিষ্কৃত ধৌত বস্ত্র দ্বারা শিশুর শরীর ঢাকিয়া রা-খিবে। পোয়াতি মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। এসময় অপরিষ্কৃত থাকিলে পীড়া হয়। অনেক প্রসূতি অনিয়মে চলিয়া, ঝাল প্রভৃতি কুপথ্য আ-হার করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। সহজে যাহা পরিপাক না হয় এমত খাদ্য প্রসূতির পক্ষে নিতান্ত অপকার জনক। লঘুপাক দ্রব্যই খাওয়া সঙ্গত। অতি উষ্ণতা বা অতি শীতলতা গ্রহণ করিবে না। শিশুর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে; দাসদাসী বা অন্য কাহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকা ভাল নয়। প্রসূতি নিজে সন্তানের শুশ্রূষা করিবেন। শি-শুকে অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ পান ক-রিতে দেওয়া অন্যায়। বঙ্গীয়প্রসূতিগণ ইহা বু-ঝেন না যে, একের সন্তান অন্যের স্তন্যপান ক-

রিলে তাহার উৎকট পীড়া জন্মিতে পারে। দেখিয়াছি, অনেক হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা জননী আদর করিয়া অন্য স্ত্রীর স্তন্যপান করাইয়া থাকেন। বুদ্ধিমতী জননী কখনও এরূপ গুরুতর অন্যায় কাজ করিবেন না ; করিয়া থাকিলে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবেন। শিশুকে গাভীর দুগ্ধ খাওয়াইতে হইলে ইষদুষ্ণ করিয়া খাওয়াইবে। অতি উষ্ণ বা অতি ঠাণ্ডা দুগ্ধ শিশুকে খাওয়াইলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। তুমি শিশু সন্তানকে কখনই অযত্নে রাখিও না। সন্তান প্রাণের ধন—দেখিও যেন নিজের ত্রুটিতে এবং অজ্ঞানতায় সেই প্রাণের প্রিয়তম সন্তান পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত না হয়। ‘সন্তান পালন’ বিষয়ক প্রস্তাবে শিশু সন্তানের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তুমিআন্তরিক যত্নের সহিত তাহা পালন করিও। কদাচ ত্রুটি বা শৈথিল্য করিও না।

বিবিধ হিতোপদেশ।

সরলে, ভগবান মনু অবলার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বলিতেছেন. "বালিকা যুবতী বা বৃদ্ধা রমণীগণ স্বাধীন ভাবে গৃহেও কিছুমাত্র কার্য্য করিবেন না।" বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ভাল নহে। নারীহৃদয় অতিশয় আবেগময় এবং অতিশয় দুর্ব্বল। এজন্যই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা গরলই উদ্গী-

রণ করে; স্বাধীনতায় স্বেচ্ছাচারিতাই অবলার সর্ব্বনাশের কারণ হয়। তাই ভগবান মনু রমণীকে গৃহেও স্বাধীন ভাবে কিছুমাত্র কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক শৈশবে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে পুত্রের বশে থাকিবেন। অবলা স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা ভোগ করিবেন না। পতি কটু কহিলেও স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিবেন, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রদর্শন করিবেন। গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কৃত ও যথাস্থানে রাখিবেন এবং মুক্ত হস্তে ব্যয় করিবেন না। হস্ত-পদ চাঞ্চল্য, অসরলতা, বাক্-চাপল্য এবং পরের অনিষ্টকর কর্ম্ম ও বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। যে কর্ম্ম করিতে অন্তরাত্মার পরিতুষ্টি হয়, সেই কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক করিবে। তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিবে না। আচার হইতে আয়ুঃ, বাঞ্ছিত সন্তান ও অক্ষয় ধন লাভ হয় এবং অলক্ষণ বিনাশ পায়। সত্য বলিবে, প্রিয় কথা বলিবে, অপ্রিয় সত্য কথা বলিবে না এবং প্রিয় অসত্য কথাও কহিবে না; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। সন্ধি বেলাতে আহার করিবে না, গমন করিবে না, নিদ্রা যাইবে না, মাটিতেও আঁক কাটিবে না। কাঁসার পাত্রে পদ ধৌত করিবে না। অতিথি, সময়ে বা অসময়ে যখনই কেন উপস্থিত না হউন, গৃহস্থেরা তাহাকে ভোজন করাইবেন, কদাচ বিমুখ করিবেন না। অতিথি সেবাতে ধন, যশঃ আয়ুঃ ও স্বর্গলাভ হয়। তুমি সযত্নে অতিথিসেবা করিও। সতী কে? যে পবিত্র-হৃদয়া পত্নী পতির সুখে সুখিনী, পতির দুঃখে দুঃখিনী, পতির গৌরবে গৌরবিনী; যে পত্নী পতিবিরহে কাতরা, পতির

মৃত্যুতে মৃতপ্রায় এবং যে পত্নীর মনোপ্রাণ পতির চরণে বিক্রীত, পতির পবিত্র প্রেমে নিয়ত মুগ্ধ, সরলে, সেই সতী।

বালিকার প্রতি কর্ত্তব্য।

বাল্যকাল প্রকৃত শিক্ষার সময়। এই সময় বালিকার সুশিক্ষা এবং চরিত্র সুগঠিত না হইলে পরিণত বয়সে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। বালিকাকে কিরূপে কি শিক্ষা দিবে, তাহার চরিত্র কিরূপে গঠিত করিবে, প্রত্যেক বয়োজ্যেষ্ঠা ললনার, বিশেষতঃ জননীর তাহা অবগত হওয়া অবশ্য উচিত ও আবশ্যক। আমি অদ্য সেই সম্বন্ধে তোমাকে দুই একটি উপদেশ দিব।

বালিকা পঞ্চম কি ষষ্ঠ বর্ষে পড়িলেই তাহাকে গৃহের অতিশয় সহজ সহজ কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত। 'ক' 'খ' শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে থালা, ঘটি, বাটি কি অন্য কোন গৃহসামগ্রী মার্জ্জনা, সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ঝাঁটা দেওয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া, ধূপ ধুনা পোড়ান, ছোট ছোট শিশু ছেলেদিগকে খেলা দিয়া রাখা ইত্যাদি কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিলে বালিকা ভাবীকালে কার্য্যদক্ষা ও শ্রমশীলা হইতে পারিবেন। ঐ সকল কার্য্য কিছু গুরুতর শ্রমসাধ্যও নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কঠিন কার্য্যে বালিকাকে নিযুক্ত করা বিধেয় নহে। আজ কাল বাঙ্গালীর বালিকা কন্যা 'বিবির পোষাক' পড়িয়া পায় 'জুতা মুজা' আটিয়া পিতামহী, পিসীমা, জননী অথবা অন্য কাহারও আদরে দিন কাটায়। গৃহকর্ম্ম দাস দাসীর

কর্ত্তব্য বলিয়া অভিভাবকেরা তাহাদিগকে উহাতে নিযুক্ত করেন না। কাজেই তাঁহারা বয়স্কা হইলে 'ঘোর বাবু' হইয়া উঠেন; গৃহকর্ম্ম বিপদ বলিয়া মনে করেন। ধনাঢ্য লোকের পুত্রবধূ না হইলে সারাটি জীবন দুঃখে কষ্টে কাটাইতে হয়। তখন তাহারা নির্ধন স্বামীকে ঘৃণা না করিবে কেন? তাই বলি, বালিকাকে 'সোণার পুতুল' না করিয়া সামান্য আয়াসসাধ্য গৃহকর্ম্ম গুলি শিখাইতে যত্ন করিও।

কন্যা সন্তানের প্রতি জনক জননীর স্নেহ স্বাভাবিকই অধিক। এই কারণে অত্যধিক আদর পাইয়া বালিকা কন্যা সুখাভিলাষিণী, অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পিতা মাতার উচিত যে, স্নেহ বশতঃ কন্যাকে সকল সময় অধিক আদর না দেওয়া এবং তাহার আবদার সর্ব্বদাই পালন না করা। তাহাকে এমন শাসনে ও সাবধানে রাখিবেন, যেন, সে কোনও কার্য্যে পিতা মাতার অবাধ্যতা প্রকাশ না করে। পিতা মাতার অধীন থাকিয়া কাজ করাই বালিকার উচিত। পিতা মাতা যে কাজ করিতে বারণ করিবেন, বালিকা কন্যা তাহা গোপনেও করিবে না। কন্যাটিকে সুশীলা করা পিতা মাতার সর্ব্বৈব সঙ্গত। তাঁহারা এ বেদবাক্য কদাচ লঙ্ঘন করিবেন না। কন্যার চরিত্রের উপরই কন্যার সন্তানাদির মঙ্গলামঙ্গল ন্যস্ত আছে। কারণ মা ভাল হইলে সন্তান ভাল হয়, মা মন্দ হইলে সন্তানও মন্দ হয়। পল্লীগ্রামের বালিকারা সর্ব্বদাই এপাড়া ওপাড়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বালকগণের সহিত খেলা করে। বালিকাদিগকে এরূপ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে; এইরূপ স্বেচ্ছা ভ্রমণ

তাহাদের একবার অভ্যস্ত হইলে, সহজে দূর করা যায় না; যুবতী হইলেও এপাড়া ওপাড়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা জন্মে। এরূপ ইচ্ছা নিতান্ত দূষণীয়। তার পর বালকদিগের সহিতও বালিকাদিগকে সর্ব্বদা মিশিতে দেওয়া ভাল নহে; কারণ যদি সর্ব্বদাই বালকদিগের সহিত মিশিয়া খেলা করে, বালকদিগের ন্যায় সাহসী হয়, তাহা হইলে তাহাদের স্ত্রীজাতি-সুলভ গুণ গুলি বাল্যেই তিরোহিত হইয়া যাইবে এবং পুরুষের সহিত এরূপ মিশায় অলক্ষিতভাবে পুরুষ প্রকৃতি তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। ইহা কি তাহাদের ভবিষ্য গরল নহে? কতকগুলি বালিকা এমন অশান্ত ও লজ্জাহীনা যে, তাহারা পুরুষের গায় পড়িয়া আহ্লাদ দেখায়, আমার মতে ইহা ভাল নহে। অনেক অপরিণামদর্শী পিতা মাতা ঐসকল বালিকার ঐরূপ গুরুতর দোষ দেখিয়াও তাহাদিগকে শাসন করেন না। বালিকাকে, তাহার বাল্যকাল হইতেই লজ্জাশীলতা, অকপটতা ও সত্যনিষ্ঠতা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

অনেক জননী বা গৃহের অন্য কোন মহিলা বালিকাকে মিথ্যা কথা কপটতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। কোন প্রতিবাসিনী যদি কোন দ্রব্যের জন্য বলিয়া পাঠান, তবে অভিভাবিকাগণ বালিকাকে শিখাইয়া দেন যে, তুই গিয়া অমুককে বলিয়া আয় যে, আপনি যাহা চাহেন আমাদের ঘরে তাহা নাই। অথচ ঘরে আছে। ইহা কন্যাটিও জানে। সরলে, বল দেখি, এরূপ প্রবঞ্চনা-শিখাইলে কন্যার ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত না হইবে কেন? এরূপ কুশিক্ষা এত দোষাবহ যে, বালিকা স্বয়ং কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া অভিভাবিকাদিগের

শিক্ষানুযায়ী অভিভাবিকাদিগকেই প্রতারিত করিয়া থাকে।

কন্যার দশম বা দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে, পতিগৃহে যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে গৃহকর্ম্মে পটু এবং সুচরিত্রা করিয়া তুলা উচিত। যে সকল বালিকা পিতা মাতার দোষে পিত্রালয়ে সুশিক্ষিতা ও চরিত্রবতী না হয়,তাহারা পতি-গৃহে যাইয়া কেবলই লাঞ্ছনা ও জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করে। বস্তুত, ভাবীকালের মঙ্গলের জন্য এই সময়ই তাহাদিগকে সাবধান সচকিত হইয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কন্যা সন্তানকে বিলাসিতা শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। হিন্দুর আচার নিষ্ঠা এবং ব্রত নিয়মাদি শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহাতে বালিকা কর্ত্তব্য-পরায়ণা ও সুশীলা এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে তৎপরা হইয়া উঠিবে।

আমার মতে বধূ হওয়ার পূর্ব্বেই লেখা পড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুমারী বালিকাকে নানা প্রকার পাক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্বশুর ভাশুর ও স্বামী এবং পরিবারস্থ অন্যান্য গুরুজন ব্যক্তিকে আহারের সময় কিরূপে পরিবেশন করিবে, পতিগৃহে যাইয়া পতির পরিজনবর্গের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, কিরূপে শ্বশুরশাশুড়ীর সেবা করিবে তদ্ সমুদয় তাহাকে শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত। বালিকার সাধুতার, কার্য্যদক্ষতার এবং সুহৃদয়তার পরীক্ষার স্থান পতিগৃহ। সেখানে তাহার বাল্যকালের শিক্ষার ফল ভোগ করিতে হইবে; যিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনিই লক্ষ্মী বধূ। তার পর পিতা মাতা কতক গুলি শাস্ত্রীয় উপদেশ বালিকাকে শিক্ষা দিবেন। তাহার আচার নিষ্ঠার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। যদি কুমারী বালিকা কোন অন্যায় কার্য্য করে

তাহাকে এমন মিষ্ট কথায় তিরস্কার করিবেন, যেন বালিকা লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে আর ঐরূপ অন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান না করে। শাসনের নামে পেষণ করিয়া বালিকাকে নির্ভয়া করা ভাল নহে। বস্তুতঃ তাহার ফল গরলময়।

ভগবান মনু বলিয়াছেন, ফুৎকার দিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে না; অগ্নিতে অযজ্ঞীয় বস্তু নিক্ষেপ করা অন্যায়; পাদদ্বয় অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে না, অগ্নি উল্লঙ্ঘন করিবে না। সন্ধি বেলাতে অর্থাৎ প্রভাতে বা সন্ধ্যাকালে আহার করিবে না, গমন করিবে না, নিদ্রা যাইবে না এবং মাটীতেও আঁক কাটিবে না, কাঁসার পাত্রে পদ ধৌত করিবে না, ভগ্ন পাত্রে আহার করিবে না। তার পর লক্ষ্মী বচনে আছে, স্ত্রীলোকের পুরুষের পূর্ব্বে ভোজন করা এবং "দুপ্ দুপ্" শব্দ করিয়া গমনাগমন করা, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা নিতান্ত দূষণীয়; সরলে, বালিকাকে এই প্রকার অন্যায় কাজ গুলি মাতার বুঝাইয়া দেওয়া উচিত এবং সে ঐ সকল অন্যায় কর্ম্ম কদাচ না করে তজ্জন্য তাহাকে খুব সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

গৃহ কর্ম্মের অধিকাংশেরই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া যেমন উচিত, তেমন শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াও কর্ত্তব্য। উলের ও চিত্র প্রভৃতি বাবুয়ানা কাজ না শিখিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু লেপ ও বালিশের আবরণ, জামা, মশারি, শিশু ছেলেদের জন্য ছোট ছোট কাঁথা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও অনায়াসসাধ্য, [illegible] কর্ম্ম গুলিতে [illegible] ও অতি আবশ্যক।